The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 887 | 12 September 2025 | শুক্রবার ২৮ ভাদ্র ১৪৩২

Trump's US Open visit sparks
→ Page 19

UN urges probe after 17 protesters killed in Nepal
→ Page 19

Mosharraf Karim wins Best Actor for 'Adhunik Bangla Hotel'
→ Page 18

New York Mayor Adams vows to stay in race, seek re-election
→ Page 19

ডাকসু নির্বাচন বিএনপির জন্য সতর্কবার্তা

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (ডাকসু) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের নিরঙ্কুশ বিজয় বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বিশেষ করে বিএনপির জন্য এক সতর্কবার্তা। ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ওপর ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, এই দুই নির্বাচন অনেকটা অবিশ্বাস্য ভোট বিপ্লবের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্রকাশ্য কোনও তৎপরতা ছিল না। গত বছরের অভ্যুত্থানের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র শিবির প্রকাশ্যে কমিটি করতে দেখা যায়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে শিবির নিজেদের নিয়ন্ত্রণের নিয়ে গেল তা সত্যি অবিশ্বাস্য।

ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন ইসলামী ছাত্র শিবির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। গত বছরের জুলাই আগস্টের অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় ছাত্ররা। ছাত্রদের এই আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার ইসলামী ছাত্র শিবির। ফলে তাদের নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব থেকে যায়। তাছাড়া, বিএনপি কিংবা আওয়ামী লীগের মতো প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। এই ধরনের বহুবিধ কারণে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে বিকল্প কিছু ভাবনা করছে ইইউ। সাধারনভাবে মনে করা হচ্ছে, বিএনপি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হবে। কিন্তু গোপনে ব্যালট বিপ্লব হলে ভিন্ন ফল হলে তা এই অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

কমিউনিটিতে সৌহার্দ্যের সুবাতাস!

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটি। অগ্রসরমান এথনিক কমিউনিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম। নতুন অভিবাসী গোষ্ঠী হলেও পরিশ্রম ও সততা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশের মূলধারায় তাদের এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

মন্তব্য প্রতিবেদন

ডাকসু ইলেকশন মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড!

সাঈদ তারেক

না, শিরোনাম দেখে লেখাটাকে নিগেটিভলি নেওয়ার কিছু নাই। প্রফেসর ইউনূস যেমন বলেছিলেন শেখ হাসিনাকে তাড়াতে ছেলেরা মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে ডাকসুর নির্বাচনটাও ছিল তেমনই এক মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড অপারেশন। খুবই এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী আগামী ২ নভেম্বর

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর সুবর্ণ জয়ন্তীর মহা-উদযাপন আগামী ২ নভেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত কনভেনশন হল এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

জরিপে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে

মামদানির সমর্থনে বাংলাদেশিদের সমাবেশ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র প্রার্থী হিসেবে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাওয়া জোহরান মামদানির প্রতি যুব সমাজ এবং উচ্চ শিক্ষিত ভোটারের অকুণ্ঠ সমর্থন মিলেছে। মঙ্গলবার প্রকাশিত সর্বশেষ এক জরিপ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ভোটারের ৪৬% মামদানিকে (৩৩) সমর্থন প্রদানের কথা জানিয়েছেন। নিউইয়র্ক স্টেটের সাবেক গভর্ণর এ্যান্ড্রু কুমো (৬৭) ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়ে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ড. ইউনূসের আগমনে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের প্রতিরোধ সমাবেশ ঘোষণা

আজকাল রিপোর্ট

'৮০তম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে এলে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসকে যুক্তরাষ্ট্রে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।' ড. ইউনূসের এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

Real Estate
New York, Dubai & Dhaka
Mijan Rahman
Chairman & CEO
Mijan Real Estate Limited
Mijan Multi Services Inc.
Mijan Home Care Inc.
Mijan Travel Inc.
M&F Trading Inc.
ঢাকার বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা, ধানমন্ডি, বনানী, গুলশানে বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন।
+1 917-631-5050 RealtorMijan@gmail.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত?
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1212065

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন, নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite# ID, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ
917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury
Attorney at Law

MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377
RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA & CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health.
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

ড. মাহরুফ চৌধুরী-এর কলাম
ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ ছাত্র রাজনীতির গতি প্রকৃতি
০৫ পৃষ্ঠায়

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম
আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নাকি নতুন ভুলের শুরু?
১০ পৃষ্ঠায়

মোস্তফা কামাল-এর কলাম উমরে অমরত্ব: মন-মুখে একাকার
১২ পৃষ্ঠায়

ড. ইউনূস জাতিসংঘে ভাষণ দেবেন ২৬ সেপ্টেম্বর

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮০তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে শুরু হয়েছে। এবারের অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'একসঙ্গে ভালো : শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের পথে ৮০ বছর ও আরো বেশি।' আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেবেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই দিনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন গত ৭ সেপ্টেম্বর কুইন্সের এস্টোরিয়া পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী সিলেটি এ আয়োজনে অংশ নেন। বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বনভোজনের শুরু হয়, পরে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। বনভোজনের আহ্বায়ক দুলাল মিয়া এনামের পরিচালনায় শুরুতে সংগঠনের সভাপতি আর.সি টিটো শুভেচ্ছা বক্তব্যে অতিথিদের স্বাগত জানান। আড্ডা, আলাপচারিতা আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে দিনব্যাপী প্রবাসীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে এস্টোরিয়া পার্কের সবুজ চত্বর।

বার্ষিক এ আয়োজনে নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন। বাচ্চাদের খেলাধুলা, র‍্যাফেল ড্র, বড়দের এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে এডাল্ট ডে-কেয়ারের নৌবিহার

সিনিয়র সিটিজেনদের মিলনমেলা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য রিভার ক্রুজ বা নৌবিহারের বর্ণিল আয়োজন করেছিল নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার। গত ৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এ আয়োজন ডে কেয়ারটির দুই শতাধিক সেবা গ্রহীতা অংশগ্রহণ করেন। সিনিয়র সিটিজেন ও তাদের পরিবারবর্গের হাসি, আনন্দ-খুনসুটি ও পারস্পরিক কুশল বিনিময়ে মুখর হয়ে উঠে পুরো আয়োজন। উৎসবমুখর পরিবেশে এ আয়োজনের নৌবিহার যাত্রা শুরু হয় ফ্লাশিংয়ের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে। বিশ্বখ্যাত পর্যটন স্পট স্ট্যাচু অব লিবার্টির কোল ঘেঁষে তা আবার ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় এসে শেষ হয়। দুপুর ১২ টায় ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে নৌ বিহারের উদ্বোধন করেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ও নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের স্বত্বাধিকারী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ি শাহ নেওয়াজসহ অন্যরা। এরপর ইস্ট রিভারের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিপে এরপর ১৬ পৃষ্ঠায়

চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এসএম রেজার জানাজা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ এস এম রেজার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে নেমে এসেছে গভীর শোক (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমের নামাজের জানাজা চট্টগ্রাম সমিতির নিজস্ব ভবনের সামনে (৫৪৫ ম্যাকডোনাল্ড, এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বিএএনবি'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

ব্রঙ্কসের মরিস পার্ক এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের সংগঠন বাংলাদেশী এলায়েন্স অফ নর্থইস্ট ব্রঙ্কস (বিএএনবি)- এর বার্ষিক বনভোজন সম্প্রতি ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষসহ শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে এই পিকনিক সম্পন্ন হয়। দিন ব্যাপী পিকনিকে ছিল নানা আয়োজন। দুপুরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সবার জন্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

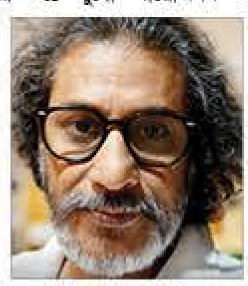

কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে নিয়ে অনুষ্ঠান ২০ সেপ্টেম্বর

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির উদ্যোগে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, শনিবার বেলা ২টায় কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে নিয়ে সাজানো হয়েছে সংস্কৃতির সেতুবন্ধন অনুষ্ঠান 'লেখকের মুখোমুখি'। অথার্স টক এবারের পর্বে কবি কাজী জহিরুল ইসলাম তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য চর্চার ভুবনে পাঠকদের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

হামলার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভা

আজকাল রিপোর্ট

জাতীয় পার্টির ঢাকার কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার জ্যাকসন হাইটস ঢাকা গার্ডেনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী, জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, উপদেষ্টা মাহবুবর এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ▪ ব্যাংক্র্যাপসি ▪ ক্রেডিট কার্ড মেটার ▪ ডিভোর্স ▪ চাইল্ড কাস্টডি ▪ চাইল্ড সাপোর্ট ▪ অর্ডার অব প্রোটেকশন ▪ সিটিজেনশিপ ▪ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

টাইম টেলিভিশন TIME television
এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika বাংলা পত্রিকা সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা'র ৩০ বর্ষে

পদার্পণ উপলক্ষ্যে
দু'দিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানর
(গ্র্যান্ড বলরুম)

২৫-২২ এস্টোরিয়া বুলেভার্ড
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০২
(গাড়ী পার্কিং ফ্রি)

তারিখ

২০ শে সেপ্টেম্বর, শনিবার
(বেলা ১০ টা থেকে রাত ১০ টা)

২১ শে সেপ্টেম্বর, রবিবার
(বিকেল ৪ টা থেকে রাত ১০ টা)

অনুষ্ঠানের স্পন্সর ও আরএসভিপি'র জন্য
যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৭৫৩-০০৮৬ অথবা ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

সম্পাদকীয়

গুপ্তলীগ থেকে ছাত্র শিবির

ঢাকসুতে পেশীশক্তি ও চাঁদাবাজদের প্রত্যাখান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেল অভাবনীয় বিজয় অর্জন করেছে। যাকে বলে ভূমিধস বিজয়। ছাত্রদলকে হোয়াইট ওয়াশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার প্যানেল হিসেবে এ বিজয় বহু দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনীতিতেও ডাকসুর এই ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। ভাববার সময় এসেছে রাজনীতিকদের। বিএনপি ও ছাত্রদলের রাজনীতির ভূমিধস পরাজয় নতুনমাত্রা যোগ করবে। শুধুমাত্র পেশী শক্তির রাজনীতি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। বুদ্ধিমত্তার রাজনীতির চর্চাকে প্রাধান্য দিতে হবে। হাসিনার পতনের পর বিএনপিপন্থীদের চাঁদাবাজি, টাকা কামানোর নির্লজ্জ উৎসব ও শক্তিমত্তা দেখানোর প্রতিযোগিতায় বেহুঁশ তারা। আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতিতে তারা অনেক পিছিয়ে। সরকার পতনের পর 'ডে ওয়ান' থেকে ছাত্র শিবির ডাকসুকে টার্গেট করে দিনরাত কাজ করেছে। সংগঠন গড়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আস্থা অর্জনে কাজ করেছে। হয়তো তাদের এ কৌশলেই তাদের বিজয়। প্রশ্ন উঠেছে নানাবিধ। যে শিবির হাসিনার শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়াতে পারেনি।" দৃশ্যত শিবির মানেই একটি গালি। শিবির মানেই রাজাকারের বাচ্চা। শিবির মানেই রগ কাটা। শিবির মানেই স্বাধীনতা বিরোধী।' এমন একটি সংগঠন ১ বছরের মাথায় ছাত্র সমাজের মধ্যমণি হিসেবে আবির্ভূত হলো কিভাবে ? কি ম্যাজিক তাদের হাতে। পাহাড়সম ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সর্মথকরা কোথায় গেল? তাদের ভোট কোথায়? ৫ আগষ্ট ২০২৪ এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের যেকোন মিছিলে হাজারো ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল। তারা গেল কোথায়? তারা কি সবাই শিবির হয়ে গেছেন? নাকি তারা শিবির হয়ে ছাত্রলীগে মিশে ছিলেন। নাকি তারা গুপ্তলীগের সদস্য ছিলেন। ছাত্রলীগ মানেই কি শিবির? ছাত্রলীগ ১৭টি বছর যে হেলমেট বাহিনী গড়েছিল, শিক্ষাঙ্গনে যে সন্ত্রাস চালাতো তারা কি আসলেই শিবিরের কর্মি ছিল? তারা আজকের প্রেক্ষাপটে শিবির হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ডাকসুতে কি শিবির ছাত্রলীগের সাথে আতাঁত করেছে? এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসছে । তা'হলে জগন্নাথ হলে শিবিরের ভিপি মাত্র ১০ ভোটে পান কিভাবে। পক্ষান্তরে ছাত্রদলের আবিদ সেখানে পায় ১২০০ শত এর বেশি ভোট।

শিবিরের এই বিজয় নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তাদের এমন বিজয় কেউ ধারণাই করতে পারেন নি। অনেকে বলেছেন, রাষ্ট্রযন্ত্র যা চেয়েছেন তাই হয়েছে। সেটা ইউনূস স্যার, সেনা প্রধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও রাষ্ট্র কাঠামোর সম্বলিত প্রয়াস ছিল। বিএনপিকে চপেটাঘাত ডাকসু দিয়েই শুরু হলো। তবে এই বিজয়ের পরিমাণটা এমন হবে হয়তো কুশলিরা ভাবতে পারেন নি। যেমনটি ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে অস্বাভাবিক ভোট ও বিজয়ে শেখ হাসিনা অস্বস্তিতে ছিলেন। ১৫৩ আসনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি নির্বাচিত হন। নির্দেশ দিয়ে বিনাভোটে এমপির সংখ্যা কমিয়ে রাখতে পারেন নি।

অনেকেই বলছেন, 'ছাত্র আন্দোলন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে। এ প্রজন্ম দুর্বৃত্তায়িত ও চাঁদাবাজ রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করছে এবং পরিবর্তনের দাবি তুলছে।' এরইমধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার এই অভিবাদন নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক পালাবদলের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়ারই ইঙ্গিত। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে শতশত ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যাবে। তবে বাস্তবতা একটাই- শিবির দেখিয়েছে। বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। কৃতিত্ব পাবার দাবিদার শিবির ও জামায়াত অনুসারীদের। যে স্ফুলিঙ্গ শিবির ছড়ালেন তা সামাল দেবার শক্তি, কৌশল ও বুদ্ধমত্তা বিরোধী পক্ষের আছে কিনা তা দেখবার অপেক্ষা রইলো।

হাল আমলে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি মিমেরুকরণের পথে হেঁটেছে। বিভাজনের রাজনীতি সমাজে যেভাবে চাপিয়ে উঠেছে, তাতে সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বিকল্প খুঁজছিল। বিশেষত আওয়ামী লীগের পনের বছরের দুঃশাসন তরুণদের ওপর নির্ধারণীমূলক প্রভাব ফেলেছে। ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলও সেই বিভাজনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির-ই প্রতিফলন।

এরশাদের পতনের পর ১৯৯০ এর দশক 'গণতান্ত্রিক পথে উত্তরণ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০ এর পর ২৯ বছর ডাকসুসহ অন্যান্য কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রাখা হয়েছে। মূলত ছাত্র সংসদ বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক সত্তা গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। আর দীর্ঘদিন ধরে শিবিরের বিরুদ্ধে গুপ্ত রাজনীতির অভিযোগ ছিল, গণঅভ্যুত্থান সেই ট্যাগিংয়ের রাজনীতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ইতিমধ্যে এটা স্পষ্ট যে, আগামি দিনের রাজনীতি পুরনো ধারায় প্রবাহিত হবে না।

> আর দীর্ঘদিন ধরে শিবিরের বিরুদ্ধে গুপ্ত রাজনীতির অভিযোগ ছিল, গণঅভ্যুত্থান সেই ট্যাগিংয়ের রাজনীতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ইতিমধ্যে এটা স্পষ্ট যে, আগামি দিনের রাজনীতি পুরনো ধারায় প্রবাহিত হবে না

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ ছাত্র রাজনীতির গতি প্রকৃতি

ড. মাহরুফ চৌধুরী

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ প্রতিটি ঐতিহাসিক বাঁকে শিক্ষার্থীরাই জাতিকে পথ দেখিয়েছে, সমাজকে এগিয়ে নিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে ছাত্রসমাজ ছিল পরিবর্তনের অগ্রদূত, আর তাঁদের সংগ্রাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ ও গৌরবমণ্ডিত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ছাত্রসংগঠনগুলোর রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তির কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৌরবোজ্জ্বল ধারা আজ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। একসময় যেখানে ছাত্ররাজনীতি ছিল মুক্তচিন্তা, সৃজনশীলতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও গণতান্ত্রিক চর্চার ক্ষেত্র, সেখানে এখন তা পরিণত হয়েছে দলীয় লেজুড়বৃত্তি, গোষ্ঠীস্বার্থ আর সহিংস ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে। শিক্ষাঙ্গন, যা হওয়ার কথা ছিল জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও মানবিকতার বিকাশের মুক্তমঞ্চ, তা এখন প্রায়শই রূপ নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর পেশিশক্তির দখলদারিত্বের অঙ্গনে।

দেশব্যাপি আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের জন্য এনে দিয়েছে ছাত্ররাজনীতির গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনের এক অনন্য সুযোগ। বিশেষ করে, দীর্ঘসময় ধরে অকার্যকর থাকা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসংসদগুলোতে আসন্ন নির্বাচন ছাত্ররাজনীতির মোড় ঘুরাতেতাঁদের জন্য এনে দিয়েছেএকটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত নির্ধারণের সুযোগ। দীর্ঘদিনের স্থবিরতা ও দলীয় প্রভাবে অচলাবস্থা ভাঙার কার্যকর সূচনা হতে পারে এই নির্বাচন। শিক্ষার্থীরা যদি সাহসের সঙ্গে দলীয় বা জোটের প্যানেলের প্রার্থী নির্বাচন থেকেসরে এসে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঝ থেকে নিজেদের পছন্দমত সৎ, যোগ্য, বলিষ্ঠকণ্ঠ, নীতিবান ও দায়িত্বশীল প্রার্থী বেছে নিতে পারেন, তবে ছাত্ররাজনীতির সামনে উন্মোচিত হবে এক নতুন দিগন্ত। কারণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল কয়েকজন প্রতিনিধি বেছে নেবেন না, বরং তাঁরা নির্ধারণ করবেন ভবিষ্যতে তাঁদের ক্যাম্পাসে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও সংস্কৃতি কেমন হবে। তাঁরা যদি চানসেখানে গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়ণের চর্চার পাশাপাশিমুক্তবুদ্ধি, সৃজনশীলতা ও মানবিকতা প্রসার লাভ করুক, তবে তাঁদেরকে এ নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিতে হবে: তাঁরা কি লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির পক্ষে নাকি বিপক্ষে, সেটা ভোট দানের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে।

আজকের বাস্তবতায় শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির ছায়া থেকে মুক্ত করা এক অনিবার্য কাজ। প্রথাগত দলীয় প্যানেলগুলো মূলত জাতীয় রাজনীতির প্রতিচ্ছবি বহন করে, যেখানে প্রকৃত ছাত্রস্বার্থ বেশির ভাগ সময়েই গৌণ হয়ে পড়ে। তাই সচেতন ও পরিবর্তন প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব হলো গোষ্ঠীগত প্রভাবের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র ও যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নেওয়াযারা দলীয় নির্দেশ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের সমস্যা, প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে প্রাধান্য দেবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন শুরু হয় তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে: এবারও সেই দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষার্থীদেরই। আর এরই মধ্য দিয়ে ঘটবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-উত্তর গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মূলত দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দেশের সাধারণ নাগরিকেরাও শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির অবসান দেখতে চেয়ে আসছেন। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনো রাজনৈতিক দলের ক্রীড়াঙ্গন নয়: এটি হওয়া উচিত মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার আশ্রয়স্থল। তাই বর্তমান বাস্তবতায় গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির ছায়া থেকে মুক্ত করা এখন অপরিহার্য। প্রথাগত দলীয় বা জোটের প্যানেলগুলো আসলে জাতীয় রাজনীতির প্রতিচ্ছবি বহন করে, যেখানে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ক্ষমতার উপনিবেশ বানাতে গিয়ে সেখানে ছাত্রস্বার্থকে প্রায়ই গৌণ করে রাখা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা হয়ে ওঠে জাতীয় দলের রাজনৈতিক ক্রীড়ানক ও ক্ষমতা প্রদর্শণীর অংশ, অথচ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত সমস্যা তথা শিক্ষার মানোন্নয়ন, আবাসন সংকট, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা, আধুনিক গবেষণা সুবিধা ইত্যাদি থেকে মনোযোগ সরে যায়। অতএব শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব হলো গোষ্ঠীগত প্রভাবের বাইরে গিয়ে যোগ্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থীকে বেছে নেওয়া, যারা কোনো দলীয় নির্দেশ নয়, বরং শিক্ষার্থীদের সমস্যা, প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে প্রাধান্য দেবেন। দার্শনিক জন লকের মতে, সমাজে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই, যখন মানুষ স্বশাসিত হতে শেখে। লকের এই চিন্তা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তারা যদি নিজেদের বিবেক এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> একুশ শতকের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি নয়, প্রয়োজন মুক্তচিন্তা, সৃজনশীলতা, জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক চর্চার উর্বর ক্ষেত্র। ভবিষ্যতের জন্য সেই ক্ষেত্র গড়ে তোলার সুযোগ এখন শিক্ষার্থীদের হাতেই। আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস তাঁদের ডাক দিচ্ছে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি সে ডাক শোনার জন্য প্রস্তুত?

উগ্রতার মুখে ইসলামের সৌন্দর্য

রাজু আহমেদ

> ইসলাম কায়েমের অজুহাতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ যেকোনো মতবাদকে বিকল্প মতবাদ দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অধর্মের পথ নেওয়া কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণ নয়। তবু ইসলামে কালিমা লেপনের জন্য একদল মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরা সৌন্দর্যকে বিষে পরিণত করে। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত এই খণ্ডচক্রকে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ব্যবহার করছে

বাংলাদেশেও এক অদৃশ্য মহল ইসলামোফোবিয়া বাড়াতে শান্তির ধর্ম ইসলামকে উগ্রতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় তারা অত্যন্ত সুকৌশলে কাজ করছে। ইসলামের নামে এমনসব কাণ্ড-কারখানা ঘটানো হচ্ছে যা সাধারণ ও সরল মানুষকে গভীর ভাবনায় ফেলছে। এই ঘৃণ্যতার সাম্প্রতিক নজির-কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে দেওয়া। ধর্মের নামে বাড়াবাড়িকে শিল্পের রূপে পরিণত করা হয়েছে। এমন কিছু মানুষকে ব্যবহার করা হচ্ছে যাদের চেহারায় 'পাক্কা মুসলিম'-এর ছাপ-জুব্বা, টুপি, লম্বা দাঁড়ি, আর বাছাইকৃত আয়াত-হাদিস। এভাবেই তাদেরকে ইসলামের ইজারাদার হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। নারীর চাকরি নিয়ে এরা কথার ঝড় তোলে। মা-বোনদের নিয়ে কটূক্তি করে, তাদেরকে জাহান্নামী ফতোয়া দেয়। পথে-ঘাটে মানুষকে ধরে ইসলামের নামে চাপিয়ে দেয় এমনসব কথা, যা মূলধারার ইসলাম নয়। সম্প্রীতির বন্ধনকে এরা শত্রুতায় রূপান্তরিত করে ছিন্ন করতে চায়। ধর্মীয় দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা এদের অদৃশ্য লক্ষ্য। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে গিয়ে অন্য সবাইকে বাতিল করে দেওয়ার প্রবণতা ভয়ঙ্করভাবে গেড়ে বসেছে। শুধু শত্রুর বিরুদ্ধেই নয়, নিজেদের মধ্যেও হানাহানি-মারামারি টেনে আনছে তারা। সাধারণ মানুষ এসব দেখে এখন বীতশ্রদ্ধ। "মোল্লা" শব্দটি প্রায় গালিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্যকে নস্যাৎ করার নীলনকশায় সক্রিয় কিছু গোষ্ঠী উঠেপড়ে লেগেছে।

ওয়াজের ময়দানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কটূ আক্রমণ চালিয়ে তারা যেন ইসলামের নয়, বরং অন্য কোনো শক্তির ভাড়াটে এজেন্ট। ইসলামের আকিদা ছেড়ে ব্যক্তি সৃষ্টমতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় তারা ধর্মের ভিলাবে পরিণত হয়েছে। সরল বিশ্বাসী মানুষদের বলি করে চলছে ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ। ফলে রেষারেষির ভিড়ে সত্য আবিষ্কার ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। অথচ ধর্ম কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়। সবাইকে জোর করে ধার্মিক বানানোর প্রবণতা এবং নিজস্ব মতবাদের পক্ষে মানুষ টানার প্রতিযোগিতা অসহিষ্ণুতার আগুন জ্বালাচ্ছে। অথচ রবের সৃষ্ট জান্নাত ও জাহান্নামের দরজার সংখ্যা আট ও সাত-এত স্পষ্ট বার্তা থাকা সত্ত্বেও বাড়াবাড়ি সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অবাধ স্বাধীনতার অপব্যবহারে উগ্রবাদ এখন আগ্রাসী রূপ নিয়েছে। অশিক্ষিত মানুষ উচ্ছৃঙ্খল না হলেও অর্ধশিক্ষিত ধার্মিক অনেক সময় উম্মাদেরমতো আচরণ করে। সীমাহীন স্বাধীনতাকে অবমূল্যায়ন করে একদল বেছে নিয়েছে উম্মাদনার পথ। ইসলাম কায়েমের অজুহাতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ যেকোনো মতবাদকে বিকল্প মতবাদ দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য অধর্মের পথ নেওয়া কখনো বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণ নয়। তবু ইসলামে কালিমা লেপনের জন্য একদল মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরা সৌন্দর্যকে বিষে পরিণত করে। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত এই খণ্ডচক্রকে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ব্যবহার করছে। পয়সার কাছে আদর্শ বিক্রি করা মানুষদের কাছে ধর্মের যথার্থতা আশা করা নিছক এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> ইসলামের বিরুদ্ধে অন্য মতবাদগুলো একজোট হয়ে বদনাম ছড়াচ্ছে। কথিত মুসলিম গোত্রভুক্তরা যাতে তাদের হাতিয়ার হয়ে না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। ধর্মের সঠিক চর্চা ও সু-মহান আদর্শ প্রচারে আলেমদের নিরলস কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে-ধর্মের রাজনীতিকরণ আসলে ধর্ম অবমাননার পথ সহজ করে দেয়। সবার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক-এই হোক আমাদের নিত্য প্রার্থনা

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

ডাকসুতে ছাত্রদলের হার-বিএনপিকে যা ভাবতে হবে

সালেহ উদ্দিন আহমদ

ডাকসুর নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের আগে সংবাদমাধ্যমগুলো ধারণা দিয়েছিল, ত্রিমুখী লড়াই হবে এবং নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। বড় জাতীয় দল বিএনপিও ধরে নিয়েছিল, তাদের ছাত্রদলই তুমুলভাবে বিজয় পাবে, যদিও কিছু আসন শিবির ও অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছেড়ে দিতে হবে।

এখন ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল 'জলবৎ তরলং'। এটা বিএনপি ও দেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী লোকদের জন্য এক ভূমিধস ঘটনা। বিএনপির ছাত্রদল হেরেছে, এটা অবশ্যই তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত।

হ্যাঁ, নির্বাচনে হার-জিত থাকবেই, প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় দল প্রথম দলকে হারাতে পারে, তা আমরা অনেক নির্বাচনে দেখেছি। কিন্তু ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল যেভাবে হেরেছে, তা কোনো নির্বাচনী হিসাব-নিকাশে মিলবে না। এভাবে যেকোনো নির্বাচনে যখন একটা দল হারে, তা তারা নির্বাচনের মাঝপথেই বুঝতে পারে। কিন্তু ছাত্রদল তা বুঝতে পারেনি। ছাত্রশিবির আগে কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে জয়ের কাছে-কিনারে পৌঁছাতে পারেনি। তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জিতেছিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রতাপ দেখিয়েছিল; কিন্তু কখনো ঢাকাতে নয়। এটা তাদের দুটি ছোট সুবিধা এনে দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী এই নির্বাচনে এবার অনেক রসদ জুগিয়েছে। তারা বদ্ধপরিকর ছিল ডাকসুতে এবার তাদের ছাত্রদের জেতাতে। দ্বিতীয় সুবিধাটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যেহেতু কখনো ক্ষমতায় ছিল না, হলগুলোতে তাদের পুরোনো ফাইল ছিল ক্লিন।

তবে সবচেয়ে বড় যে উপকরণ ছাত্রশিবিরের পক্ষে কাজে দিয়েছে সেটা হলো, জুলাই আন্দোলনে গড়ে ওঠা 'গুপ্ত সেল'গুলো। এই বিদ্যা ছাত্রদল রপ্ত করতে পারেনি, তাই বারবার জুলাইওয়ালাদের কাছে হোঁচট খাচ্ছে।

এবার যদি 'বিগ পিকচার' বা বড় পরিসরে তাকাই-ডাকসুর নির্বাচনটা কী নিয়ে হয়েছে, তা ছাত্রদল বুঝতে পারেনি। বুঝলেও সম্ভবত তাদের তেমন কিছু করার ছিল না। তাদের বড় ভাইয়েরা ডাকসুর পথটা তাদের জন্য 'পঙ্কিল' করে রেখেছিলেন। এত সংগ্রাম ও আন্দোলন করার পর সাধারণ ছাত্ররা চাচ্ছে একটা সম্পূর্ণ ক্লিন ইমেজের সংগঠন, যারা তাদের হলের সিট নিয়ে ভোগাবে না বা তাদের মুরব্বিরা ক্ষমতায় গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নিয়ে দাপট দেখাবে না ও ছাত্রনেতারা গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দৌড়াবে না। দুর্ভাগ্যবশত, বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, এসব দাপট ছাত্রদলেরও ছিল। সত্য কথা বলতে গেলে, বিএনপির কোনো অঙ্গসংগঠনই এ ধরনের 'পারসেপশন' থেকে মুক্ত নয়। বিএনপিও যে এর থেকে বের হয়ে আসতে সত্যিকার কোনো চেষ্টা করেছে, তা জোর করে বলা যাবে না।

গত ৫ আগস্টের পর, ছাত্ররা বিএনপিকে ঘিরে দেশের আনাচকানাচে যা দেখছে, তা তাদের উত্ত্যক্ত করতে যথেষ্ট। চাঁদাবাজি, দখলদারি, ছিনতাইবাজি এগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য তারা আন্দোলন করেছে, প্রাণ দিয়েছে। এখন কেন এগুলো মেনে নেবে?

কিন্তু এখনো এসব চলছে। জামায়াত প্রতিনিয়ত এসব নিয়ে বিএনপির দিকে আঙুল তুলছে এবং নিজেদের 'ক্লিন ইমেজের' সঙ্গে তুলনা করছে। বিএনপির একমাত্র উত্তর, দু-চারজন লোককে কয় দিনের জন্য বহিষ্কার করে চুপ করে থাকা।

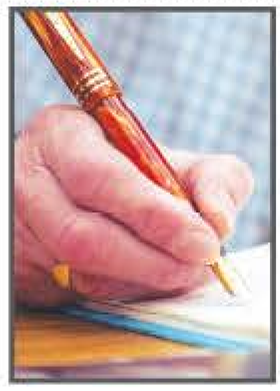

এই যেন আপেলের ভেতরে পুরাটা পচে যাচ্ছে, আপনি একটু খোসা ছাড়িয়ে বললেন বাকিটা ভালো। তাই বলে জামায়াত ও শিবির কি ধোয়া তুলসীপাতা? অবশ্যই না। তাদের দুর্বলতা ও দেশের অস্থিরতায় তাদের অবদান আরও গভীরে। কিন্তু তাদের ওই সব বিষয়ে বলবে কে?

প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বিএনপি ও ছাত্রদল কী করবে? তাদের এই ফলাফল মেনে নিয়ে অন্তত একটা ভালো সংস্কৃতি বা 'ম্যানার' দেখাতে হবে। নির্বাচনে এমন কোনো অনিয়ম ঘটেনি, যা তাদের জন্য ফলাফল উল্টে দিতে পারত। নির্বাচন নিয়ে তারা যত কাদা-ছোড়াছুড়ি করবে, তত বেশি সাধারণ ছাত্রদের রোষে পড়বে। প্রথমে বলেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের রেকর্ড ক্লিন। কিন্তু সত্যি কি এত ক্লিন? আমরা কি আমাদের শিক্ষক মুনীর চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীসহ আরও অনেক নাম-তাঁদের ভুলে গেছি? ছাত্রদল তো তাঁদের কথা বলেনি। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বেকার তাণ্ডবের কথাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছায়নি।

তবে বিএনপির সবচেয়ে বড় ভুল, জামায়াতের মবের বিরুদ্ধে তারা সব সময় চুপ ছিল। মব করে মানুষের বাড়ি ভাঙা হয়েছে, মানুষকে ধরে অত্যাচার করা হয়েছে, নিজেরা পুলিশ সেজে সভা-সমিতি ভেঙেছে কেউ প্রতিবাদ করেনি; বরং সরকারের সঙ্গে বিএনপিও তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে। বিএনপি জামায়াতের দুর্বলতাগুলো তুলে ধরতে না পারায় তারা নিজেদের একটা ক্লিন ইমেজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

জাতীয় নির্বাচনের আগে ডাকসু নির্বাচন ছিল একটা টেস্ট। সেই নির্বাচনের প্রথম টেস্টেই তারা হেরে গেল। বলা যায় বিএনপির এই গোঁজামিলের রাজনীতি ছাত্রদলকে ডাকসুতে ডুবিয়েছে, বিএনপির জন্যও ভবিষ্যতে তা বিপদের কারণ হতে পারে।

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

বিএনপি যদি দলীয় রাজনীতিতে শুদ্ধি না আনতে পারে এবং এই শুদ্ধতা যদি তারা জনগণকে দেখাতে না পারে, তাহলে দেশটাই তাদের জন্য ডাকসু হয়ে যাবে। আমি আমার এক কলামে লিখেছিলাম, 'তারেক রহমান দুই লাইনের একটা সমন জারি করে স্বেচ্ছাসেবক দল ও যুবদলকে স্থগিত করে দিতে পারেন, তাদের মধ্যে যাদের ভালো ইমেজ আছে, তাদের বিএনপিতে স্থান দিতে পারেন। বিএনপির মতো এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কেন এত অঙ্গসংগঠন লাগবে?' বিএনপির একদম এটাই করতে হবে এমন নয়। তবে এ ধরনের বড় কিছু, যা জনগণের কাছে দৃশ্যমান হবে ও যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাদের কেলেঙ্কারিগুলো জনগণকে আর দেখতে ও শুনতে হবে না। ডাকসুর নির্বাচন একটা জিনিস স্পষ্ট করেছে যে আওয়ামী লীগের বদনামগুলো গায়ে মেখে বিএনপি বেশি দূর এগোতে পারবে না

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং সামান্য কথন

মো. কায়ছার আলী

সরকারী বা বেসরকারী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগাতে হবে। বর্তমান সরকার বৃত্তি মুলক, কারিগরী এবং কর্মমুখী শিক্ষা (হাতে কলমে প্রশিক্ষিত) অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক শিক্ষা চালু করেছে। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা সে দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে সাধারণ শিক্ষার দ্বারা মানসিক বিকাশ ঘটলেও কর্ম ও জীবিকার নিশ্চয়তা থাকে না। কর্মমুখী শিক্ষা সেই নিশ্চয়তা বিধান করে জীবনকে হতাশা মুক্ত করে। প্রয়োজনের তুলনায় তবে তা অতি সামান্য, বর্তমানে এ শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং জনগনকে সচেতন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমি মনে করি, অক্ষর বা বর্ণমালার মাধ্যমে অর্জিত হয় শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব ঘটায় মুক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি বা শিক্ষাই শক্তি

"বিদ্যা বড় অমূল্য ধন, সবার চেয়ে দামি। সকাল বিকাল পড়তে এসে জেনেছি তা আমি। মাষ্টার সাব আমি নাম দস্তখত শিখতে চাই। কোন দিন কেউ যেন বলতে না পারে তোমার কোন বুদ্ধি নাই, ও রহমত ভাই"। আজ থেকে প্রায় ৪০/৪২ বছর আগে এদেশে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছিল অশিক্ষিত সিনেমার এই কালজয়ী গানটি। দস্তখত শব্দের অর্থ স্বাক্ষর বা সই যারা পড়তে ও লিখতে পারে সাধারণত তাদেরকেই শিক্ষিত হিসাবে গন্য করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। ১৯৬৫ সালের ইরানের তেহরানে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ৮৯টি দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে আলোচনা করা হয় পৃথিবীর বর্তমান বিস্ময়কর সভ্যতা শিক্ষার অবদান। শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত শ্রেষ্ঠত্বের নিয়ামক। মানব সম্পদ উন্নয়নে এর কোন বিকল্প নেই। আধুনিক বিশ্বে সকল আবিষ্কার ও উন্নয়নের মূলমন্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাহীন মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ নেই। যার শিক্ষা নেই বলা যায় তার কিছু নেই। সম্মেলনে বিশ্বের সাক্ষরতা পরিস্থিতির উদ্বেগজনক অবস্থা, শিক্ষা, শিক্ষাজীবন, জীবিকা ও বয়স্ক নিরক্ষরদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা ও জীবিকা পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত বলে উল্লেখ করে নিরক্ষরতাকে উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে জোর প্রয়াস নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। মানব সম্পদ উন্নয়নে অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে দিবসটি সারা বিশ্বের মত যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে আমাদের দেশেও এবার ভিন্ন ভাবে পালিত হচ্ছে। ইউনেস্কো পরবর্তী বছর থেকে সারা বিশ্বে জনগনের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য দিবা রাত্রী কাজ করে যাচ্ছে। সাক্ষরতা হলো সব ধরনের সফলতার মূলনীতি। ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্রা ও শিক্ষা চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ । সাক্ষরতার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের জন্য ইউনেস্কো প্রাণপণে চেষ্টা করলেও, এরপরেও বিশ্বের মোট অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা নিরক্ষর (নারীদের মধ্যে বেশি)। এশিয়া ও আফ্রিকায় রয়েছে আটটি দেশ। এর মধ্যে বাংলাদেশও একটি। পৃথিবীর অনেক পিছিয়ে থাকা দেশ অভিযান আকারে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, নিকারাগুয়া, লাওস ও ভিয়েতনামে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে স্বাক্ষর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে আমাদের দেশেও পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মানুষ সামাজিক ও শ্রেষ্ঠ জীব। সিগমন্ড ফ্রয়েড এর তত্ত্ব মতে" প্রতিটি শিশুই জন্ম নেয় একটি পরিষ্কার শ্লেত নিয়ে যার ওপর দাগ পরতে থাকে পরিবেশের প্রভাবে। এই পরিবেশ সাধারণত গড়ে উঠে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই হলো শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হলো সম্ভাবনার পরিপূর্ন বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। অন্যভাবে বলা যায় শিক্ষা হলো বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ন বিকাশ। বাংলা শিক্ষার শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ শাস ধাতু থেকে যার অর্থ হচ্ছে শাসন করা বা উপদেশ দান করা। শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ এডুকেশন শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ এডুকেয়ার বা এডুকেশন থেকে যার অর্থ টু লিড আউট অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে নিয়ে আসা। পবিত্র কুরআনের (প্রথম বানী পড়) ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ্ আদম (আঃ) কে সকল জিনিসের নাম শেখানোর মাধ্যমে জ্ঞান বা শিক্ষার সূচনা করেন। তারপরে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন' শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ'। এরিষ্টটল বলেছেন 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরী করা হলো শিক্ষা'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের নায়ক ব্যারিষ্টার অমিত রায় বলেন 'কমল- হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি'। মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে 'মানুষের 'খুদী' বা রুহের উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা। মহাকবি মিলটনের মতে 'দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধনই শিক্ষা'। জন ডিউই এর মতে, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতাই শিক্ষা। তাই শিক্ষার জন্য চাই অক্ষর জ্ঞান। অক্ষর জ্ঞান না থাকলে মানুষ পড়বে বা শিখবে কিভাবে বা জ্ঞান অর্জন করবে কিভাবে? বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী প্রানী মানুষ অন্যের কাছে শোনার চেয়ে বা জানার চেয়ে নিজের চোখে পড়তে বা জানতে বা শিখতে বেশি পছন্দ করে। প্রতিটি মানুষ শতভাগ নিজেকে বিশ্বাস করে। এক সমীক্ষায় জানা যায় ৩ ঘন্টা পর মনে থাকে দেখে ৭২% শুনে ৭০% দেখে ও শুনে ৮৫% আবার একই তথ্য ৩ দিন পর মনে থাকে দেখে ২৫% শুনে ১০% দেখে ও শুনে ৬৫%। এই সমীক্ষায় সহজেই অনুমান করা যায় মানুষ দেখে ও শুনে বেশি মনে রাখতে পারে। আর এজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো মানুষকে দেখতে, পড়তে উৎসাহিত বা অনুপ্রানিত করা। গভীর বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষকে বাধ্যতামূলক ভাবে অক্ষর জ্ঞান দেয়া জরুরী। ১৯৭১ সালে এদেশে শিক্ষার হার ছিল ১৬.৮%, বর্তমানে ২০২৫ সালে ৭৭.৯%। এই হার আরো বাড়াতে হবে। নিরক্ষরতা একটি

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জুলাই বিপ্লব নিয়ে কাজী জহিরুল ইসলামের

জাফর ইকবাল শ্রদ্ধেয় 'স্যার' থেকে নর্দমার 'ষাঁড়' হয়েছেন

জুলাই বিপ্লব ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আবু সাঈদ হান্নান গত ১২ মে ২০২৫ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **কবি কাজী জহিরুল ইসলামের**। সাক্ষাৎকারটি *আজকালের* পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হলো। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম প্রবাসে বাস করেও জুলাই যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য নিরন্তর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসাহ প্রদান করেছেন, কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গদ্য লিখেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্দীপনামুলক পোস্ট দিয়েছেন। তিনি এমন এমন কথা বলেছেন যা সেই সময় উচ্চারণ করারও সাহস করেনি অনেকে, ভয়ের সেই বৃত্ত ভেঙে তিনি ফ্যাসিবাদের বলয় থেকে সত্যকে উন্মুক্ত করেছেন।

> হ্যাঁ, একথা ঠিক একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোর অনুবাদও করা দরকার। অনুবাদ হচ্ছে পাসপোর্ট, ভিসার মত। ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ না হলে আমার সাহিত্য ভিন্ন ভাষার সীমান্ত পার হয়ে সে দেশে ভ্রমণ করবে কী করে? ভাষার অভিব্যক্তি বা মিউজিকটা অনুবাদ করা না গেলেও অন্তত আমি কী বিষয় নিয়ে লিখেছি, কীভাবে লিখেছি তা-তো জানতে পারবে। ভিনদেশি মানুষের এই জানার মধ্য দিয়েও বাংলা সাহিত্য কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে অনুবাদকের যোগ্যতাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালো অনুবাদক দরকার। কবিতার অনুবাদ একজন কবি না করলে ভালো হয় না

আবু সাঈদ হান্নান: জুলাই বিপ্লব ২০২৪ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে কী কী ভূমিকা রাখতে পারে?

কাজী জহিরুল ইসলাম: জুলাই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল একটি সুনির্দিষ্ট গণ-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে। সেটি হচ্ছে প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তন করে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণ করা। যেখানে বৈষম্য থাকবে না। বাংলাদেশের মানুষ সকল ধরণের বৈষম্যমুক্ত হবে, মেধাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য কাউকে বিশেষ কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এই কাজগুলো করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগী একটি সংবিধান। সেটি প্রণয়নের জন্য সংস্কার কমিশন হয়েছে। সেই অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়নের জন্য দরকার একটি সাংবিধানিক পরিষদ, যেটিকে আমরা বলছি গণপরিষদ, অন্য যে কোনো নাম দেওয়া যেতে পারে। নতুন সংবিধান প্রণয়নের পরে একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ২.০ এর যাত্রা শুরু হবে। এই কাজটি করার জন্য জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বদা উজ্জীবিত রাখতে হবে। সেজন্য স্থায়ী সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম দরকার। বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এইরকম শত শত গান, কবিতা দরকার। জেলায় জেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করে এইসব গান-কবিতা পারফর্ম করা দরকার। জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমা তুলে ধরে নাটক, সিনেমা বানাতে হবে, পথনাটক, মঞ্চনাটক করতে হবে। সাংস্কৃতিক প্লাটফর্মগুলো জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বাঁচিয়ে রাখবে, একটা টেকসই রূপ দেবে, এবং তা জন-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখবে। আমি মনে করি জুলাই বিপ্লবে যারা নিহত হয়েছেন তাদেরকে একটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে। জেলায় জেলায় স্থায়ীভাবে 'জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ করা দরকার। সেইসব স্মৃতিস্তম্ভে সেই জেলায় নিহত শহীদদের নাম খোদাই করে লেখা থাকবে। প্রতি বছর ৫ আগস্ট সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রদ্ধা জানানো হবে। আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ইয়ামিন, ওয়াসিমের মত কয়েকজন বীরকে রাষ্ট্রীয় উপাধি দেওয়া দরকার। আবু সাইদকে তো বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিই দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

হান্নান: জুলাই বিপ্লবের সাথে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিপ্লবগুলোর কী কী সাযুজ্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

জহিরুল: এটি বিপ্লব না অভ্যুত্থান এ-নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি মনে করি এটি ছিল একটি বিপ্লব। আমরা ফরাসী, রুশ, ইরানের বিপ্লবের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করি। সব সময়ই বিপ্লব সশস্ত্র হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। এটি ছিল একটি নিরস্ত্র বিপ্লব। বিপ্লবের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই। অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের হঠাৎ বিস্ফোরণ এবং সেই বিস্ফোরণে শাসক লণ্ডভণ্ড হয়ে যান। এটিই বিপ্লব এবং এটিই ঘটেছে বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একদল তরুণ, যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন এই গণবিস্ফোরণের। রুশ বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব কিংবা ইরানের বিপ্লব ঘটেছিল রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমাদের এখানে গণতন্ত্রের নামে চলছিল রাজতন্ত্র। বিপ্লব শাসন কাঠামো বদলে দেয়, আমরাও প্রকৃত গণতন্ত্রে উত্তরণের চেষ্টা করছি। নতুন সরকারটি সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে গঠিত হলে বিপ্লব পূর্ণাঙ্গতা পেত। যেহেতু, কাগজে কলমে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখানে ছিল অনেকেই মনে করেছেন জোড়াতালি দিয়ে এটিকেই মেরামত করা যাবে। সেটি ভুল ছিল। সরকারকে বিপ্লবের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে সব কিছু নতুন করে শুরু করা উচিত ছিল।

হান্নান: পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া জনবিপ্লবগুলোতে চিন্তাশীল মানুষ ও আদর্শবাদী কবি-সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিলো। কিন্তু ২৪ এর বিপ্লবে বাংলাভাষী তথাকথিত মূলধারার লেখকগণ অনেকটা নীরব ছিলো, বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

জহিরুল: এটা খুবই দুঃখজনক। এর দুটি কারণ, একটি হচ্ছে দারিদ্র, অন্যটি অনৈতিকতার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। দারিদ্রের কারণে আমাদের কবি-

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটিমেন্ট, বুককিপিং , অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নাকি নতুন ভুলের শুরু?

> বাংলাদেশ আজ যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে, তা কেবল এক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রাষ্ট্র কেমন হবে সেই প্রশ্ন। নেতৃত্ব হতে হবে জনগণের আস্থাভাজন, নির্বাচন হতে হবে অবাধ ও সুষ্ঠু, আর বিচারব্যবস্থা হতে হবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। এগুলো ছাড়া গণতন্ত্র কেবল শব্দে সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রখ্যাত রাজনৈতিক চিন্তক আলেক্সিস দ্য টকভিল বলেছিলেন: “প্রতিটি প্রজন্ম তার উত্তরাধিকার সূত্রে গণতন্ত্রকে কেবল ভোগ করার জন্য পায় না; বরং তার দায়িত্ব হলো সেটিকে রক্ষা করা, উন্নত করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরও শক্তিশালী করে তোলা।” বাংলাদেশের রাজনীতির সামনে এই মুহূর্তে দায়িত্ব স্পষ্ট: উত্তরাধিকার নয়, দায়বদ্ধতা। পরিবার নয়, জনগণ। ক্ষমতা নয়, গণতন্ত্র

নিয়াজ মাহমুদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারও ঘুরেফিরে এসেছে পরিবারভিত্তিক উত্তরাধিকার। শেখ হাসিনা নির্বাসনে গিয়ে নতুন করে দল সাজানোর পরিকল্পনা করেছেন বলে খবর আসছে। সেখানে সামনে আনা হচ্ছে তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং ভাগ্নে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিকে। এই বিষয়ে তিনি কখনো প্রকাশ্যে উত্তরাধিকার পরিকল্পনার কথা জানাননি, তবু সম্প্রতি এই ইস্যু নিয়ে নতুনভাবে জলঘোলা শুরু হয়েছে। দলের প্রবীণ নেতাদের-বিশেষ করে ওবায়দুল কাদেরকে-সাইডলাইনে রেখে হাসিনা নাকি আস্থা রাখছেন আসাদুজ্জামান খান কামাল, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মহিবুল হাসান চৌধুরী (নওফেল) ও এ.এফ.এম.বাহাউদ্দিন নাসিমের ওপর। এই রূপরেখাকে অনেকেই তুলনা করছেন ভারতের কংগ্রেস পার্টির রাহুল-প্রিয়াঙ্কা নেতৃত্ব মডেলের সঙ্গে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই "পরিবারতন্ত্র" কতটা কার্যকর হবে?

উত্তরাধিকার রাজনীতির সংকট

বাংলাদেশে দলগুলো যেন রাজনৈতিক সংগঠন নয়, বরং নেতাদের পৈতৃক সম্পত্তি। শেখ মুজিবুর রহমানের পর শেখ হাসিনা, এখন আবার জয়-পুতুল। আওয়ামী লীগ আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে উত্তরণের একটাই পথ আছে: গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ। শেখ হাসিনার উত্তরসূরি তাঁর ছেলে বা মেয়ে হতেই হবে-এই চিন্তা ভুল। বরং তাঁদের যদি নেতৃত্বে আসতে হয়, তবে সেটি হওয়া উচিত স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই।

সজীব ওয়াজেদ জয়কে আমরা চিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর উপদেষ্টা হিসেবে। কিন্তু রাজনীতি প্রযুক্তির মতো সহজ সমীকরণ নয়। রাজনীতি মাঠে হয়-মানুষের সঙ্গে, তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের মাধ্যমে। সেই অভিজ্ঞতা জয়-এর নেই। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকায় তিনি বাংলাদেশি বাস্তবতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। দ্বৈত নাগরিকত্ব তাঁর জন্য বাড়তি বিতর্ক। একজন দলের মুখপাত্র হিসেবে তিনি কার্যকর হতে পারেন, কিন্তু সংগঠন চালানোর মতো নেতৃত্বগুণ এখনো তাঁর মধ্যে দৃশ্যমান নয়।

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান। মানসিক স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী অধিকার-এসব বিষয়ে তাঁর কাজ প্রশংসিত। 'হু'তে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু রাজনীতি তো অন্য খেলা। সেখানে দরকার দল চালানোর কৌশল, জনমনে আস্থা তৈরি, বিরোধী শিবিরের সঙ্গে পাল্টা লড়াই। এই অভিজ্ঞতা পুতুলের নেই। বরং তাঁকে সম্প্রতি মায়ের ছায়াতেই বেশি দেখা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি রাজনীতির শীর্ষ নেতৃত্বে আসা-এটি সহজ কাজ নয়। আওয়ামী লীগের মতো সংগঠন চালাতে গেলে শুধু ডিগ্রি বা আন্তর্জাতিক সাফল্য যথেষ্ট নয়। তাঁর অভিজ্ঞতা যতই সমৃদ্ধ হোক আন্তর্জাতিক স্তরে, আওয়ামী লীগের মতো দল চালানোর যোগ্যতা এখনো প্রশ্নসাপেক্ষ।

তাঁরা চাইলে দলের ভেতরে ধাপে ধাপে কাজ করতে পারেন, তৃণমূলের সঙ্গে মিশতে পারেন, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। সরাসরি শীর্ষ নেতৃত্বে বসানো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি অপমান, এবং আওয়ামী লীগের জন্য দীর্ঘমেয়াদে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

রাজনীতির এই উত্তরাধিকার ধারাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতালির নামকরা রাষ্ট্রচিন্তক নিকোলো ম্যাকিয়াভেল্লি তাঁর 'দ্যা প্রিন্স' গ্রন্থে লিখেছিলেন: "যে শাসক নিজের ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো-তার যোগ্যতা নয়, বরং জনগণের সহনশীলতা কতদিন টিকবে।"

অর্থাৎ, জনগণের গ্রহণযোগ্যতা ছাড়া উত্তরাধিকার নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার পর উত্তরাধিকার হিসেবে তারেক রহমানের আবির্ভাবকে দলের জন্য একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখা হয়। তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং দলের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হন। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে তিনি এখন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভারতীয় মিডিয়া তাকে "নিয়তির সন্তান" বলে অভিহিত করেছে, যা তার নেতৃত্বের সক্ষমতা ও সংগ্রামের স্বীকৃতি বহন করে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি নতুন প্রজন্মকে সাথে নিয়ে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া : ভারতে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন তাঁর ফেসবুক পোস্টে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন: "তোমার ছেলে-মেয়েরা রাজনীতির কী বোঝে? অতীতে ভুল করেছ-তা স্বীকার করো? ভুল সংশোধন করবে? কেন তাদের শীর্ষ নেতৃত্বে আনতে হবে?"

ফেসবুক-টুইটার (এক্স) সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে, অনেকেই একে "নতুন প্রজন্মের ছদ্মবেশে পুরনো ফ্যাসিবাদী কৌশল" বলে অভিহিত করছেন। কেউ কেউ বলছেন, আওয়ামী লীগের মতো ঐতিহ্যবাহী দলকে "ব্যক্তিগত সংসার" বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

আইন ও বাস্তবতা : এই রাজনৈতিক ট্রানজিশনের সময়সীমায়, দুদকের রাজউকের প্লট অভিযোগ ও দুর্নীতি মামলা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সায়মা ও সজীব উভয়েই অভিযোগে অভিযুক্ত-পূর্বাচলের প্লট দখলে অনিয়মের অভিযোগ এবং মিথ্যা ব্যয়বিবরণী জমা-যার সাক্ষ্যদাতারা হ্যাঁ করেছে।

তিনটি মামলা চলছে-সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে এবং শুনানি চলছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ইতিমধ্যে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। নির্বাচন কমিশন দলের নিবন্ধন স্থগিত করেছে। জয়, পুতুল, ববির ব্যাংক হিসাবও ফ্রিজ করা হয়েছে। এর ফলে প্রশ্ন উঠছে-আইনি বৈধতা এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ডাকসু ও জাতীয় নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ কি 'বস্তাপচা' ইস্যু

জাহেদ উর রহমান

এই কলামের শিরোনাম দেখে কিংবা পড়তে পড়তে কারও কারও মনে কিছু প্রশ্ন জাগবে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। সেই প্রশ্ন এবং আমার ব্যাখ্যা থাকছে এই লেখার শেষ দিকে। মুক্তিযুদ্ধকে রাজনীতির অনুষঙ্গ কিংবা ইস্যু করা নিয়ে আবার বিতর্ক সামনে এল ডাকসু নির্বাচন ঘিরে। ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির নিজ নামে না হলেও ভিন্ন নামের প্যানেলে নির্বাচন করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তো বটেই, বাংলাদেশের ইতিহাসেও সম্ভবত ইসলামী ছাত্রশিবির দেশজুড়ে নামে-বেনামে এতটা প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ এর আগে কখনো পায়নি। তাই ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি এখন বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে যখনই ইসলামী ছাত্রশিবির কিংবা তার মূল সংগঠন জামায়াতে ইসলামী নিয়ে আলাপ হয়, তখনই অনিবার্যভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত এবং ছাত্রশিবিরের পূর্বসূরি ইসলামী ছাত্রসংঘের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক হয়।

ডাকসু নির্বাচনে এই আলাপ এসেছে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই বলছেন, মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বাংলাদেশে এত বেশি রাজনীতি হয়েছে যে এটা 'বস্তাপচা' (এই শব্দ ধার করেছি জনৈক জামায়াত নেতার বক্তব্য থেকে) বিষয়; তাই এটা বন্ধ হওয়া উচিত।

মুক্তিযুদ্ধকে রাজনীতির ইস্যু করার বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা এমন একটা আলোচনা করতে পারেন, সেটা বোধগম্য। কিন্তু কিছুদিন আগে এনসিপির (জাতীয় নাগরিক পার্টি) আহ্বায়ক জনাব নাহিদ ইসলাম কাছাকাছি আলাপ তুলেছিলেন।

এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে চব্বিশের জুলাই গণ- অভ্যুত্থানের পর নতুন একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা ও একটি নতুন প্রজন্ম আবির্ভূত হয়েছে উল্লেখ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির শীর্ষ নেতা নাহিদ ইসলাম বলেছিলেন, 'আমরা একাত্তরকে অতিক্রম করেছি এবং চব্বিশে পৌঁছেছি। একাত্তরের পক্ষে না বিপক্ষে-এই বাইনারির (দুই ধারার) ওপর ভিত্তি করে তৈরি রাজনীতিকে গ্রহণ করতে কেউ আগ্রহী নয়। যারা এখনো এই পুরোনো রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তারা দেশকে একটি অচল রাজনৈতিক কাঠামোতে ফিরিয়ে নিতে চায়।'

জনাব নাহিদ ইসলাম যেভাবে বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে এই বাইনারির ওপর রাজনীতিকে গ্রহণ করতে কেউ আগ্রহী নয়। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এটা আমাদের এই রাষ্ট্রের জন্য খুবই অশনিসংকেত। বিশেষ করে যখন আওয়ামী লীগের অবর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা জামায়াতে ইসলামী তাদের সেই সময়কার ভূমিকার জন্য অনুতপ্ত তো নয়ই, রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেও অফিশিয়ালি (আনুষ্ঠানিকভাবে) ক্ষমাও চায়নি।

শুধু সেটাই নয়, কিছুদিন আগে এক টিভি টক শোতে জামায়াতের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এই নিবন্ধকারের সঙ্গে বসে আরেকজন আলোচকের মন্তব্যের জবাবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রাজনীতিতে আলাপ করাকে 'বস্তাপচা' বলে বিশেষায়িত করেছিলেন। (মুক্তবাক, চ্যানেল ২৪, ১৮.০৮.২৫)

জামায়াতের সব নেতা প্রকাশ্যে এভাবে বলে না ফেললেও তাঁদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান মোটাদাগে একই।

রাজনৈতিক দল তৈরিই হয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। জামায়াতে ইসলামী এমন একটা দেশে রাজনীতি করে এবং ক্ষমতায় যেতে চায়, যে দেশের জন্মের সময় তার বিপরীতে শুধু রাজনৈতিকভাবেই নয়, অক্সিলারি ফোর্স (সহযোগী বাহিনী) তৈরির মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবস্থান নিয়েছিল।

তাই এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধ কেন ইস্যু হিসেবে থাকবে না?

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নিষিদ্ধ হওয়ার পর আবার যখন ফিরে আসে, জামায়াত তখন একই নামে ফিরলেও তাদের ছাত্রসংগঠন আগের ছাত্রসংঘ পাল্টে ফেলে ছাত্রশিবির নামে সামনে আসে; অর্থাৎ কাগজে-কলমে ছাত্র শিবিরের জন্ম স্বাধীনতার পর। কিন্তু এই ছাত্রসংগঠন তার মূল সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর মতোই একই চিন্তাভাবনা ও বোধ লালন করে। মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে ছাত্রশিবিরের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা বহু সময় এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে দলীয় চিন্তার বাইরে অবস্থান নেওয়া ছাত্রশিবিরের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের কয়েক দফায় বহিষ্কার করা হয়েছিল।

আগস্টের পরও ছাত্রশিবির মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ দিয়েছিল। এই বছরের জানুয়ারিতে ছাত্রশিবিরের এক প্রকাশনায় একজন লেখকের একটি মন্তব্য নিয়ে বেশ শোরগোল হয়। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সেখানে লেখা হয়েছিল, 'সে সময় অনেক মুসলিম না বুঝে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, এটা তাদের ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতা ছিল। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।'

এ ধরনের বক্তব্যকে 'লেখকের ব্যক্তিগত মতামত' বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করা হলেও মানুষের কাছে এই বার্তা ঠিকই পৌঁছে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছাত্রশিবিরের মানসিকতা এখনো কী রকম। এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

> প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বি-আওয়ামীকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও কি আর কোনো ইস্যু হিসেবে থাকবে না? মুক্তিযুদ্ধে কারও যদি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থাকে এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের যদি সেখানে লজ্জাজনক ইতিহাস থাকে, তাহলে সে কেন মুক্তিযুদ্ধকে ইস্যু বানাবে না? এমনকি ডাকসুর মতো নির্বাচনে, যেটা মূলত ছাত্রদের প্রতিনিধি নির্বাচন, সেখানেও বাংলাদেশের মতো পটভূমিতে কেন অন্যান্য জাতীয় ইস্যুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ আসবে না? বর্তমান বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং বর্তমানে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আওয়ামী কিংবা ভারতীয় বয়ানের ট্যাগ দিয়ে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা আছে; চেষ্টা আছে মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর বিরুদ্ধেও। সেই চেষ্টা কারা করছে ও কেন করছে, সেসব প্রশ্নের জবাব জানে জনগণ

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

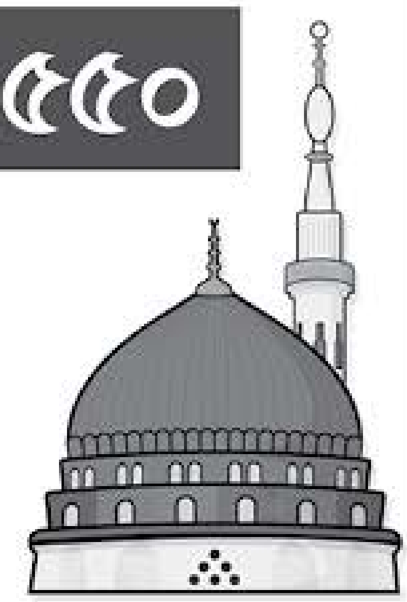

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯

JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES
Biman Bangladesh Airlines
American Airlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS, NEW YORK

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

জামান রঞ্জু
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

পানিতে পড়ে আছি, নির্বাচনের পর পাড়ে উঠবো

প্রফেসর ড. মো. সদরুল আমিন

বিশ্বে আন-সাংকেবল প্রমোদযান টাইটানিক ও ফলোআপ টাইটান বিলীন হয়ে গেছে। দেশের টাইটানিকসম আওয়ামী লীগ সদলবলে সরে গেছে। এখন উপদেষ্টা সরকারও কি সে রকম জেদ ধরবে নাকি বাস্তবতা মেনে কাজ করবে? বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। বর্তমান অবস্থায় পরিচ্ছজন চাচ্ছে দেশে অনতিবিলম্বে একটি নির্বাচন হউক। সত্যিকারভাবে দেশের কার্যকর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এ রকম একটি নির্বাচন অত্যাবশ্যক। সরকারও পরোক্ষ প্রটকলে তা বিশ্বাস করে বলে জানাচ্ছে (?)। তারপর? বর্তমান পরিস্থিতি রাজনীতিতে 'যদি-কিন্তু-তবে'-এর ঘোরপ্যাঁচ ক্রমেই আরও প্যাঁচ খাচ্ছে, জুলাই আন্দোলন নেতাদের দাবি এখন 'সনদ, ঘোষণা, ডিক্লারেশন, প্রোক্লেমেশন, ঐকমত্য সংস্কার, গণভোট, জনপরিষদ, পিআর, ইত্যাদি ইত্যাদি নামে সংজ্ঞাহীন অব্যাখ্যাত হিসাবে মুখে-কানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা দেশকে নির্বাচনের দিকে দৃঢ়ভাবে মনোযোগী করছে না। কিন্তু না, নির্বাচন একটা হতেই হবে। আমরা এখন পানিতে পড়ে আছি, নির্বাচনের পর পাড়ে উঠবো, জনগণের জন্য স্বাভাবিক কাজ শুরু হবে। যদি-কিন্তু-তবে' যতই বিশ্বাস করি না কেন তারিখ বিহীন ঘোষিত সময়ে সংসদ নির্বাচন অবিসম্ভাবী, তবে ৫১% নিশ্চিত নয়।

নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত যত শক্তই বলা হোক না কেন এর বিভিন্ন অপশন মাথায় রেখে দেশের অন্যান্য কাজ পাশে রেখে কেবল কৃষক স্বার্থ খাদ্যকৃষি (কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য) ও শিক্ষার্থী স্বার্থ শিক্ষার কার্যক্রম (শিক্ষার মান ধরে রাখার জন্য) জোরদার রাখতে হবে। অনেকে বলবেন, আমিও বিশ্বাসী ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবেই। যদি না হয়? বিশ্বশ্রেষ্ঠ প্রমোদ জাহাজ টাইটানিক ছিল বিশ্বের ঘোষিত আন-সিংকেবল জাহাজ। অথচ প্রথম যাত্রায়ই ডুবেছে, ঘোষণা টিকে নাই। যুক্তরাষ্ট্রের সূক্ষ নিরাপত্তা টুইন টাওয়ার আক্রমণ নিরাপদ করতে পারে নাই। বলা যায় দুই হাজার চল্লিশ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার ঘোষণা দিয়ে টাইটানিক শক্তিসম আওয়ামী লীগ দলকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে দেশ থেকে ভিন্ন দেশের আশ্রয়ে সরে যেতে হয়েছে। টাইটানিক আদলের আওয়ামী লীগ পতনের জন্য টাইটানিক পতনের মধ্যে বেশ মিল পাওয়া যায়, যার প্রভাবে বাংলাদেশের ড. ইউনূসের নির্বাচন অনিশ্চিয়তার মধ্যে পড়েছে যা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। টাইটানিক জাহাজের ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড জন্ স্মিথ নিজের পছন্দের লোকধারা ক্রুসদস্য মি. ব্লেয়ারকে বাদ দিয়েছিল, যে ব্লেয়ার জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার সময় জাহাজের বাইনোকুলার রাখা ড্রয়ারের চাবিটা পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিল। এই বাইনোকুলারটি হাতে পেয়ে তা ব্যবহার করতে পারলে ক্যাপ্টেন আগেই ধ্বংসাত্মক পাহাড়সম আইসবার্গটি দেখে শনাক্ত করে জাহাজের দিক-নির্দেশনা দিতে পারতো। টাইটানিক ডুবতো না। ড. ইউনূসের কর্মপরিকল্পনার বাইনোকুলারটি তার হাতে নাই? শেখ হাসিনা যাওয়ার সময় নিজের সিদ্ধান্তে তার অবস্থান ডাইনামিক করতে পদত্যাগ পত্র ও আপন বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন (দেশে আর কেউ নাই)। এজন্য টাইটানিকের মতো সে নয় দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ডুবেছে। বাংলাদেশের নির্বাচন দোলাচলের সন্দেহখাতে পড়ার অন্যতম কারণ হলো সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর সিউডো-ডাইনামিক অবস্থান।

বাংলাদেশের নির্বাচনের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা হলো- টাইটানিক ডুবে যাওয়ার পর তাকে ফলোআপ করার জন্য টাইটান' নামে আরেকটি সমুদ্রযান তৈরি করে বিশেষজ্ঞ সহ টাইটানিকের অবস্থানের দিকে রওয়ানা হয়েছিল। তবে আজ পর্যন্ত সেই টাইটানেরও কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। টাইটান টাইটানিককে রক্ষা করতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে টাইটান তৈরি করা হয়েছিল টাইটানিককে উদ্ধার করার জন্য নয়, বরং পর্যটন ব্যবসার জন্য। এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো: বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু দল ও ব্যক্তি ভিত্তিক সাপোর্ট বা ফলোআপ টাইটান তৈরি করে কাজ করছে, সেগুলো সাত-সতেরো দাবি তুলে সরাসরি নির্বাচনটি অনিশ্চিত করে চলেছে। পাঠকবর্গ অবশ্যই একটু চিন্তা করলেই একাধিক উদাহরণ স্মরণে পাবেন। তবে আমি বলবো এসব টাইটান নেতাদের অবশ্যই যৌক্তিক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ নির্বাচিত আদলের সরকার আমাদের লাগবেই। সেই সরকারের আদল নিয়ে একাধিক অপশনের সুযোগ নেয়ার চিন্তা করা যায়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব বিষয় হল: টাইটানিক দুর্ঘটনা নিয়ে তৈরি বিশেষজ্ঞ তদন্ত টিম অনেক কারণ উদ্ঘাটন করেছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের মতে- আইসবার্গটি যখন একেবারে সামনে এসে গেছে তখন 'হেডস-অন-কলিশন -ই' ছিল তুলনামূলক সঠিক সিদ্ধান্ত। তাতে জাহাজের সামনের দিক কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারতো, কিন্তু জাহাজটি ডুবতো না। ক্যাপ্টেন স্মিথ তা মানেন নাই। একই ভাবে ৫ই আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগকে সেইফ রেখে শৃঙ্খলা বাহিনীকে হেডস-অন-কলিশন করতে বলেছিল কিন্তু শৃঙ্খলা বাহিনী সে কৌশলে রাজি হয় নাই। কিন্তু শিক্ষার্থী-জনতা হেডস অন কলিশনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

> সেইমতে বর্তমানেও যদি সাবলীলভাবে নির্বাচন সময়মতো না হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে কারান্নত উপদেষ্টা সরকার সেনাসহ শক্ত মনোভাব নিয়ে যে ধারায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা সেই রেফারেন্সে একটি লীগের ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরি করে নির্বাচনের এই উদ্যোগটি নিতে পারেন। তখন উপদেষ্টা পরিষদকে টাইটানিক মনোভাব পরিত্যাগ করে সৎসাহস নিয়ে নির্বাচন বিরোধী এবং দেশি-বিদেশি অশুভ টাইটানদের সামনা-সামনি হতে হবে। এতে নির্বাচনের ফলাফল হতে পারে যে বহুসংখ্যক প্রার্থী (স্বতন্ত্রসহ) নির্বাচনে অংশ নেবেন, জিতেও আসবেন। তারপর সেই সংসদে দেশের স্বার্থে যাবতীয় বিল-পরিকল্পনা অনুমোদন করে নিতে হবে। পরবর্তীতে ট্রমাকাটা রেগুলার রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকবে। ড. ইউনূস সরকারের একটি গ্রহণযোগ্য প্রস্থান নিশ্চিত হবে। টাইটানিক-টাইটানের শিক্ষা আমাদের জন্য উপকার বয়ে আনুক

উমরে অমরত্ব: মন-মুখে একাকার

মোস্তফা কামাল

চলে গেলেন বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক, প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর। রোববার ৭ সেপ্টেম্বর দিনের শুরুতে এক দুঃসহ বেদনা হয়ে তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। তার এ চলে যাওয়া একেবারে আকস্মিক নয়। বার্ধক্য তাকে ঘিরে ধরেছিল অনেক দিন আগেই। বেশ কিছুদিন ধরে তার শারীরিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। পরিণত বয়সেই তার মৃত্যু। তবুও মৃত্যু মানেই গভীর দুঃখবোধ, মৃত্যু মানেই হৃদয়ের গভীরে স্থায়ী শূন্যতা।

রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়িয়ে বদরুদ্দীন উমর একজন লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও নানা প্রয়োজনের সময় তিনি দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মুখে এক, মনে আরেক, কাজে অন্য আরেক-এমন বাস্তবতার এক জনপদ বাংলাদেশে বেড়ে উঠেও কথা-কাজে অভিন্ন থাকতে পেরেছেন কমরেড বদরুদ্দীন উমর। মনে যা লালন করেছেন, মুখে তা বলেছেন। কাজে তা ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। সফল হন কি হননি, তা আরেক আলোচনা। কিন্তু নিজেকে অনাবিষ্কৃত রাখেননি। রহস্যঘেরা কাপালিক হয়ে থাকেননি বদরুদ্দীন উমর। মুখের কথাই মনের কথা, তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন সম্মান-সম্মাননা গ্রহণে আপত্তিতে। অন্তর্বর্তী সরকার চলতি বছরের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য বদরুদ্দীন উমরকে মনোনীত করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার ভাষ্য ছিল, এর আগেও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে তাকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে, তিনি কোনোটিই নেননি। সেই চিন্তা-চেতনায়ও এবারও নেননি। যেখানে তওবা তওবা তওয়ামিতে তওয়াও গুরুত্ব তকমা নেন, তিনি সেই পথ মাড়াননি। এর আগে, তিনি পেয়েছিলেন ফিলিপস পুরস্কার: তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করেন আদমজী পুরস্কারও। পেয়েছিলেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারও, তাও প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, একুশে পদক, সবশেষ স্বাধীনতা পুরস্কারও তিনি গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশের 'শীর্ষস্থানীয়' ও 'লোভনীয়' পুরস্কার একের পর এক প্রত্যাখ্যান করা একজন কমরেড উমরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। এসব দৃষ্টান্ত রেখে চলে গেলেন আমৃত্যু সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে উচ্চকিত থাকা কমরেড। উমরের গণঅভ্যুত্থান তত্ত্বই কামিয়াব হলো জুলাই অভ্যুত্থানে। তিনি বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় গণঅভ্যুত্থানে গণবিরোধীদের পরাস্ত না করে কোনো নির্বাচন সুফল দেবে না। প্রমাণ ১৯৬৯ ও ১৯৯১। বিএনপি যে ২০১৪ ও ২০২৪-এর ভোট বর্জন করেছিল, সেটাও ওই লাইনেরই চিন্তা। কিন্তু উমর আরও এগিয়ে বলেছিলেন, শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বানালেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। এটা তার নির্বাচন না গণঅভ্যুত্থান বইয়ে বিস্তারিত আছে। আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিবাদ হিসেবে প্রথম তিনিই চিহ্নিত করেন এবং সেই চোখেই তিনি গত ১৭ বছর লিখে গেছেন। আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের খণ্ডন বদরুদ্দীন উমর করে গেছেন সারা জীবনের কাজে। ভাষা আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবকে বসানো যায়নি, উমরের অকাট্য গবেষণা পুস্তক ও লেখালেখির জন্য। আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অধীন, সেটাও তিনি মনে করতেন। আওয়ামী লীগের বড় অংশই মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিত, আওয়ামী লীগ ভারতীয় আধিপত্যবাদের বাহন, এসব উমর ৭২ সাল থেকেই বলে আসছেন। চব্বিশের জুলাই-আগস্ট আন্দোলন নিয়ে ছিল তার উচ্চাশার পারদ। তখন অনেকের কাছে এটি একটু বেশি মনে হয়েছে।

আজীবনের বিপ্লবী চিন্তায় সতেজ থেকেছেন ৯৪ বছর বয়সে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রোববার সকালে তাকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। আজীবন অভ্যুত্থানপন্থি, বিপ্লবে বিশ্বাসী বদরুদ্দীন উমরকে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের তত্ত্বকারও বলা হয়। গণঅভ্যুত্থানবাদী, আমৃত্যু কমিউনিস্ট মানুষটি চব্বিশের বিপ্লবের আগে ৭ জুন তার সম্পাদিত সংস্কৃতি পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'আওয়ামী লীগকে মেরে তাড়াতে হবে।' তিনিই প্রথম জুলাই আন্দোলনকে উপমহাদেশের অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। দেশভাগের শিকার এই পা পশ্চিম বাংলা থেকে কৃষক সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তর-একাত্তর পেরিয়ে বাংলাদেশ অবধি হেঁটেছে। এই পা জোড়া একজন কমিউনিস্টের। মস্তিষ্কটাও কমিউনিস্টেরই। দেশভাগের শিকারদের একজন। তবু শিথিল আবেগে জাতীয়তাবাদী না হয়ে হয়েছেন সাধারণ মানুষের মুক্তির পক্ষের সওয়ালকারী। ভাষা আন্দোলন থেকে আজ অবধি তাকে কেউ ক্ষমতার তাপে গলে যেতে দেখেনি, লাভের আশায় নুইয়ে পড়তে দেখেনি। শ্বাসকষ্ট ও রক্তচাপের সমস্যার কারণে গত ২২ জুলাই হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল বদরুদ্দীন উমরকে। পরে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসাতেও ফিরেছিলেন। কিন্তু এবার আর ফিরলেন না। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর ভারতের বর্ধমানে রাজনৈতিক ঘরে জন্ম বদরুদ্দীন উমরের। তার এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> তিনি শাসকের সব শোষণ-বঞ্চনা ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছেন। কারও কাছে বিক্রি হননি। এ মৃত্যুতে একটি যুগের সমাপ্তি হলো। তবে উমর যে চিন্তা লালন করেছেন, যে রাজনীতি করেছেন, বাংলাদেশে তা কতটা বাস্তবসম্মত ছিল বা আছে-এ প্রশ্ন থেকেই গেল। ক্যারেক্টার হিসেবে অবশ্যই তিনি ইন্টারেস্টিং। এ সরকার আমলে ৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ কয়েকটি দিবস বাতিলের প্রশংসা করে গেছেন বদরুদ্দীন উমর। বলেছিলেন, ১৫ আগস্ট কেন ছুটি থাকবে? ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, আব্রাহাম লিংকনকে খুন করেছে, ছুটি আছে? এই দিবসে কর্মসূচি করতে পারে, কিন্তু জাতীয় দিবস হিসেবে ছুটি কেন? বিদ্যমান সংবিধান ফেলে দিয়ে নতুন সংবিধান করার পক্ষে বদরুদ্দীন উমর। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সংবিধান চেয়ে গেছেন

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD
& NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভুঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

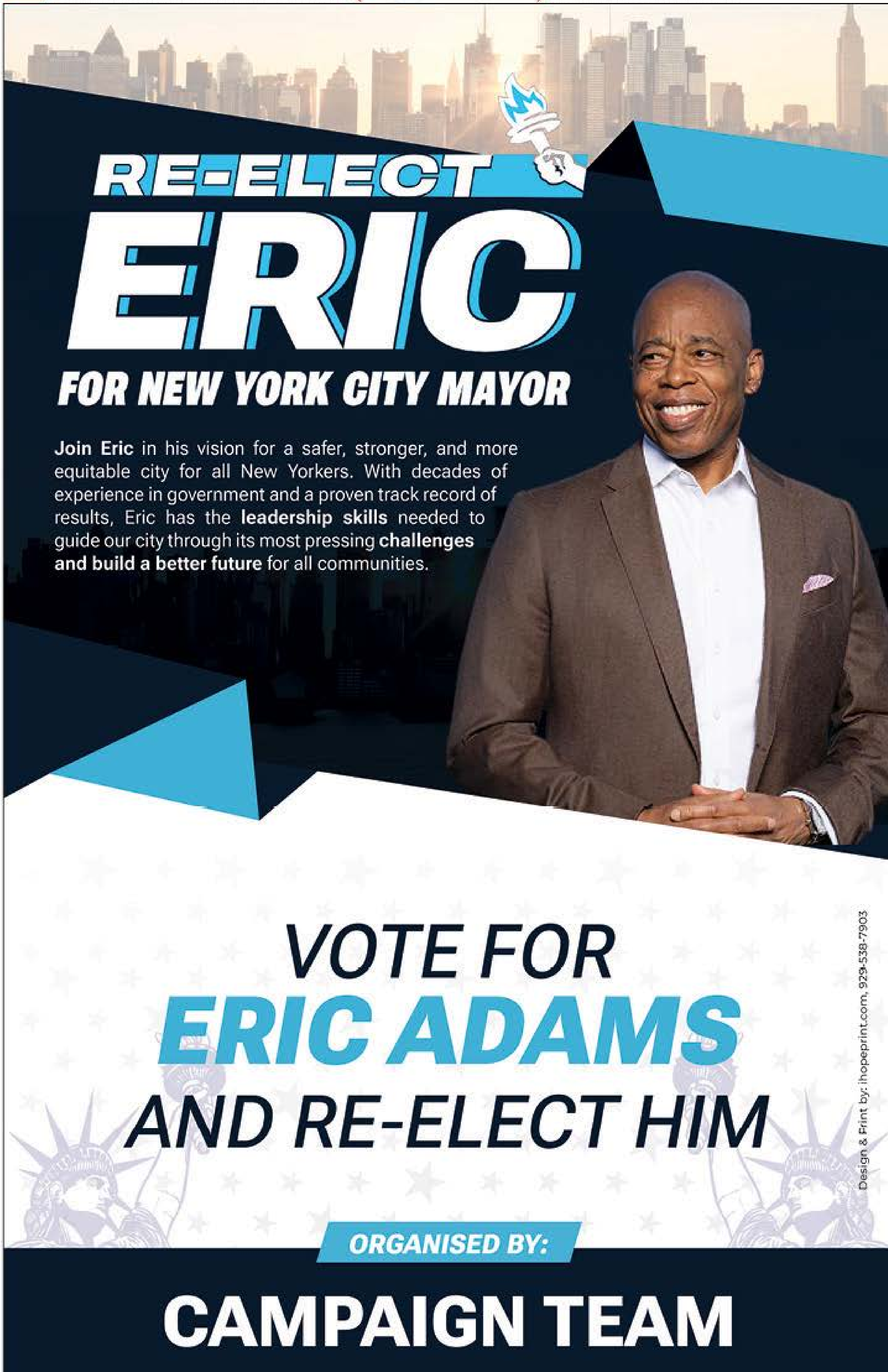
RE-ELECT
ERIC
FOR NEW YORK CITY MAYOR
Join Eric in his vision for a safer, stronger, and more equitable city for all New Yorkers. With decades of experience in government and a proven track record of results, Eric has the leadership skills needed to guide our city through its most pressing challenges and build a better future for all communities.
VOTE FOR
ERIC ADAMS
AND RE-ELECT HIM
Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ORGANISED BY:
CAMPAIGN TEAM

পূনরায় নির্বাচিত করুন
এরিক
এডামস -কে
নিউইয়র্ক সিটি মেয়র পদে
"একটি নিরাপদ, শক্তিশালী ও ন্যায়সঙ্গত শহরের স্বপ্নে এরিকের সঙ্গে যোগ দিন। সরকারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রমাণিত সাফল্যের মাধ্যমে এরিকের রয়েছে সেই নেতৃত্বের দক্ষতা, যা আমাদের শহরকে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলো থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সব সম্প্রদায়ের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।"
এরিক এডামস
কে ভোট দিন
এবং পূনরায় নির্বাচিত করুন
আয়োজনেঃ
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

সিনিয়র সিটিজেনদের মিলনমেলা

৩ পৃষ্ঠার পর

সবাই সুশৃঙ্খলভাবে আরোহন করে। নানা পরিবেশনায় দুপুরের খাওয়ার পর্ব শেষ হয়। এরপরই শুরু হয় আনন্দ আড্ডাবাজি। অনেকেই তাদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতেরও সুযোগ করে দেয় এ নৌ ভ্রমণ। নদীর বুক চিরে ঢেউয়ের তালে হালকা চালে শিপের দোলায় অনেকে শৈশব-কৈশরের নৌভ্রমণের স্মৃতিতে ফিরে যায়। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে এই মিলনমেলাকে স্মৃতিময় করে রাখেন অংশগ্রহণকারীরা।

সকলের উপস্থিতিতে তিনতলা শিপ হয়ে উঠে সিনিয়র সিটিজেনদের আড্ডাস্থল। কোন টেবিল মেতে থাকে গল্পে, কেউবা কার্ড খেলায় মত্ত, আবার কেউবা সেল্ফি তোলায় মেতে উঠেন। নদীর বুক চিরে শিপ এগুনোর পাশাপাশি দুই পাড়ের নানা স্থাপনাও নজর কাড়ে তাদের। এসব স্থাপনাকে পেছনে ফেলে রেখে চলতে থাকে একে পর এক ফটোসেশন। নদীর পাড়ে বিভিন্ন স্থাপনা পার হয় আর নতুন উদ্যোমে নতুন ব্যাক গ্রাউন্ডে ফটো উঠতে থাকে। কেউ কেউ আবার ভিডিও কলে স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেন। কেউ কেউ ছবি, ভিডিও তুলে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন। লাইভও করেন অনেকে।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শাহ নেওয়াজ বলেন, সিনিয়ররা সবার শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। একসময় তারা নিজেদের ঘাম-শ্রমে সমাজকে অনেক দিয়েছেন। এখন তাদের পাওয়ার পালা। অংশগ্রহণকারীদের উচ্ছ্বাস দেখে মনে হচ্ছে এই আয়োজন সার্থক। তাই আগামী বছর এ আয়োজন বিশ্বখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাতে অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ারের অন্য দুই পার্টনার জাহিদ আলম ও ফুয়াদ হোসেন আগত সিনিয়রদের ধন্যবাদ জানান এবং সব সময় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এদিকে সিনিয়র সিটিজেনদের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দেয় সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পীরা দর্শক নন্দিত একাল ও সেকালের গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। গানের তালে তালে নাচ ও হাততালি চলে। এতে গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, শিমুল খান, রেশমি মির্জা, নজিব, শরিফ, অনিক রাজ, বৃষ্টি দাশ প্রমুখ।

পিকনিকের আমেজে এ রিভারক্রুজ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। ডে কেয়ারের সেবাগ্রহীতা প্রতিজন সিনিয়র সিটিজেনকে দেয়া হয় দুটি করে টিকিট। অন্যরা ১০ টাকার বিনিময়ে র‍্যাফেল ড্র টিকিট কিনেছেন। এতে পুরস্কার ছিল ২০টির বেশি। পুরস্কার হিসাবে ছিল ওমরা প্যাকেজ, গোল্ড চেইন, আইপ্যাড, মোবাইল ইত্যাদি।

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবর

بسم الله الرحمن الرحيم

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়ারাসুলুল্লাহ
(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ঈদে
মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাহফিল

ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী
মেজবান

তারিখ: ২১ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬:০০

স্থান: নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক

প্রধান অতিথি: ডাঃ মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আল আজহারী
ইমাম, বেলাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক স্কুল, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক

আমন্ত্রনে

আহবায়ক
সামসুল আলম চৌধুরী
Ph: 646-756-9096

সদস্য সচিব
মনির আহমেদ
Ph: 718-415-2528

সার্বিক সহযোগিতায়:

মোহা: সেলিম (হারুন)
Ph: 917-691-7721

আলী আকবর বাপ্পি
Ph: 203-918-8005

আয়োজনে: ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আয়োজক কমিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক

Trump urges Supreme Court to revisit fight over billions in foreign aid

Ajkal Desk

The U.S. Supreme Court building is seen in Washington, DC, on August 11.

President Donald Trump asked the Supreme Court on Monday to step back into the fight over billions of dollars in foreign aid his administration is attempting to cut, setting up a case that could address how much power the White House can wield in canceling congressionally approved spending.
At issue for the Supreme Court is $4 billion in foreign aid that was approved by Congress but that the Trump administration says no longer aligns with its priorities. The White House is mounting a multifront effort to cancel that spending both in the courts and on Capitol Hill.
The administration's emergency appeal follows a divided decision from an appeals court in Washington, DC, last week that effectively required the State Department to spend $4 billion of that aid by the end of the month.
The administration described the lower court decisions as a "grave and urgent threat to the separation of powers," according to the appeal. "The president can hardly speak with one voice in foreign affairs or in dealings with Congress when the district court is forcing the executive branch to advocate against its own objectives," US Solicitor General D. John Sauer told the court.
Grant recipients had sued over access to billions of dollars for global health and HIV/AIDS programs that were appropriated by Congress to be disbursed by the State Department and the now-essentially shuttered agency US Agency for International Development. US District Judge Amir Ali ruled late Wednesday that the administration can't withhold the money without congressional approval. The US Court of Appeals for the DC Circuit declined to pause that ruling.
The administration told the Supreme Court that it intends to spend $6.5 billion of the foreign aid that was at issue in the case by September 30, but it wants the justices to allow it to withhold another $4 billion.
In late August, Trump alerted Congress that he intended to claw back that money using a rare "pocket rescission." That move, which would effectively cancel the spending unless Congress considers the proposal, has complicated negotiations to avoid a government shutdown by the end of the month.
The Trump administration also asked the Supreme Court to issue an "administrative stay" that would freeze any action on the case for a few days while the justices consider arguments over the White House request. But the groups challenging Trump said in a filing Monday they oppose that move.
The groups argued that an administrative stay could effectively decide the case in the government's favor, allowing the administration to run out the clock and never spend the money at issue. "The government's theory that the agencies need not comply with enacted legislation mandating that they spend funds, because the president has unilaterally proposed legislation to rescind those statutory mandates, would fundamentally upend our constitutional structure," the groups told the court.
The case has made its way to the high court before. A divided Supreme Court in March rejected the Trump administration's request to keep billions of dollars in foreign aid approved by Congress frozen. But the court did not immediately say then when the money must be released, allowing the White House to continue to dispute the issue in the lower courts.

UN urges probe after 17 protesters killed in Nepal

Ajkal Desk

The United Nations on Monday demanded a swift and transparent investigation after Nepal police were accused of opening fire on protesters demanding the government lift a social media ban, killing at least 17 people. "We are shocked by the killings and injury of protesters in Nepal today and urge a prompt and transparent investigation," UN rights office spokeswoman Ravina Shamdasani said in a statement.

Mosharraf Karim wins Best Actor for 'Adhunik Bangla Hotel'

Anik Raj

Acclaimed actor Mosharraf Karim won Best Actor (Male) in the Popular category for his performance in "Adhunik Bangla Hotel" at the "Blender's Choice-The Daily Star OTT & Digital Content Awards 2024," being held at the Bangladesh China Friendship Conference Center (BCFCC). His nuanced portrayal stood out in a show that has captivated viewers with its inventive style, even while drawing mixed reactions for its uneven storyline. The series also earned critical acclaim, with Kazi Asad winning Best Screenplay (Critics) and Jahid Nirob taking Best Background Score (Music/Song). Together, the awards marked "Adhunik Bangla Hotel" as one of the evening's most decorated productions. Built around a peculiar obsession with food, the series uses Bangladeshi cuisine as both backdrop and metaphor. Each episode was titled after a local dish—"Boal Macher Jhol" (boal fish curry), "Khashir Paya" (goat trotters), and "Hasher Salun" (duck curry)—and premiered weekly on Thursdays, from its Halloween debut until November 14, last year. Despite imperfections, "Adhunik Bangla Hotel" has been praised for its talented cast and creative ambition, establishing itself as one of the most talked-about OTT projects of the year.

Republicans Happy to expand use of the military on US soil

Ajkal Desk

ational Guard troops patrolling the streets of U.S. cities. Weapons of war deployed against international gangs suspected of drug trafficking. Military bases and resources redirected to mass immigration enforcement operations. President Donald Trump is swiftly implementing his vision of the military as an all-powerful tool for his policy goals. It's ground that presidents have hardly ever crossed outside of times of war, and experts say it's remaking the role of the most powerful military in the world and its relationship with the American public.
Yet as Donald Trump has dramatically stepped up his use of military force, fellow Republicans in Congress — where authorization for such actions is supposed to originate — have done little but cheer him on. That's giving the president significant leeway as he raises plans to send troops next to Chicago, Baltimore and New Orleans. "If I were one of those mayors, I'd be glad to have the help," said Sen. Roger Wicker, R-Miss., the chair of the Senate Armed Services Committee, speaking from a Capitol building where National Guard troops were patrolling the surrounding city. "I think the big city Democrats are really making a mistake. I think they're being tone deaf." Lawmakers from Louisiana — a red state that surrounds politically blue New Orleans — said it was a great idea for National Guard troops to go there next. "New Orleans, like most Democrat-run cities, has a high crime rate, so it would be helpful," House Speaker Mike Johnson, a Louisiana Republican, told The Associated Press.
Sen. John Kennedy, R-La., agreed: "We need all the help we can get. I'm delighted to bring in the National Guard." Republicans have in recent years found political success focusing on the issue of crime. The vast majority of Americans, 81%, see crime as a "major problem" in large cities, according to recent polling from the The AP-NORC Center for Public Affairs Research. That includes nearly all Republicans, roughly three-quarters of independents and nearly 7 in 10 Democrats.
However, statistics show overall crime is down across the nation, with some cities reporting 30-year lows.
How Trump's use of the National Guard is unique
In the past, the use of National Guard troops on American soil was reserved for extraordinary circumstances such as natural disasters or when local officials became overwhelmed by civil unrest or disorder. Rarely have presidents used the troops for law enforcement purposes. Notable examples include the 1894 Pullman strike in Chicago, during the Civil Rights era to enforce desegregation in the South, and in 1992 during deadly rioting after police officers brutally beat motorist Rodney King and were acquitted on state charges. Experts say that Trump's crime mission stands out because he's not responding to a particular crisis. Instead, Trump is using the military to implement his domestic policies, whether that means using military aircraft for deportation flights, beefing up military at the U.S.-Mexico border or ordering National Guard troops to be ready for law enforcement duties. "All of these things indicate an administration that is making a broad, concerted effort to insert the military into civilian law enforcement in a way and on a scale that has no precedent in American history," said Joseph Nunn, an attorney at the Brennan Center's Liberty and National Security Program. Trump says he has the "right" to send National Guard troops to the cities, even over the objections of state governors. *(Source-AP)*

Trump's US Open visit sparks

Shah Nawaz

President Donald Trump was loudly booed at the men's final of the U.S. Open on Sunday, where extra security caused by his visit led to lines long enough that many people missed the start of play, even after organizers delayed it. Wearing a suit and long, red tie, Trump briefly emerged from his suite about 45 minutes before the match started and heard a mix of boos and cheers from an Arthur Ashe Stadium that was still mostly empty. No announcement proceeded his appearance, and it was brief enough that some in the crowd missed it.

Trump appeared again to more boos before the National Anthem. Standing in salute, the president was shown briefly on the arena's big screens during the anthem, and offered a smirk that briefly made the boos louder. Trump was shown on the big screen again after the first set ended, and elicited a roar of louder boos and some piercing whistles. He raised his left fist in salute as the noise continued in the stadium, which with a capacity of 24,000 is one of the largest in tennis. The president later moved back inside the suite, where he was seen seated at a table with family members and appeared to be eating, but he was back in his seat shortly before match point. Cameras briefly flashed on Trump as Alcaraz celebrated, but his reaction to the conclusion was as muted as it had been throughout most of the match. This time, there was little crowd reaction, too. Organizers pushed the start of the match back half an hour to give people more time to pass through enhanced screening checkpoints reminiscent of security at airports. Still, thousands of increasingly frustrated fans remained in line outside as the match got underway. Many seats, especially those in upper rows, stayed empty for nearly an hour. The Secret Service issued a statement saying that protecting Trump "required a comprehensive effort" and noting that it "may have contributed to delays for attendees." "We sincerely thank every fan for their patience and understanding," it said. Trump attended the final as a guest of Rolex, despite imposing steep tariffs on the Swiss watchmaker's home country. The U.S. Tennis Association also tried to limit negative reaction to Trump's attendance being shown on ABC's national telecast, saying in a statement before play began: "We regularly ask our broadcasters to refrain from showcasing off-court

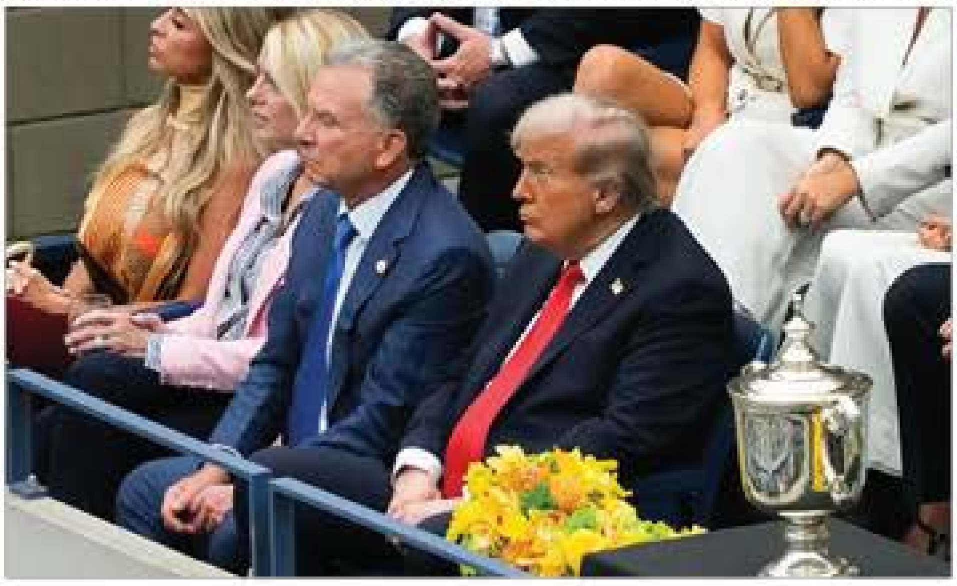

disruptions." The reactions to Trump didn't ultimately constitute big disruptions, though.

Going to the U.S. Open was the latest example of Trump having built the bulk of his second term's domestic travel around attending major sports events rather than hitting the road to make policy announcements or address the kind of large rallies he so relished as a candidate. Since returning to the White House in January and prior to Sunday's U.S Open swing, Trump has gone to the Super Bowl in New Orleans and the Daytona 500, as well as UFC fights in Miami and Newark, New Jersey, the NCAA wrestling championships in Philadelphia and the FIFA Club World Cup final in East Rutherford, New Jersey. Some of those crowds cheered him, but people booed him at other events.

The president accepted Rolex's invitation despite his administration imposing a whopping 39% tariff on Swiss products. That's more than 2 1/2 times higher than levies on European Union goods exported to the U.S. and nearly four times higher than on British exports to the U.S. The White House declined to comment on Trump accepting a corporate client's invitation at the tournament, but the president has had few qualms about blurring lines between political and foreign policy decisions and efforts to boost the profits of his family business. He's tirelessly promoted his cryptocurrency interests and luxury golf properties, and even announced that the U.S. will host the Group of 20 summit in December 2026 at his Doral golf resort in Florida. No large street protests against Trump could be seen from the tournament's main stadium on Sunday. But attendees also steered clear of wearing any of the the Republican's signature "Make America Great Again" caps. A 58-year-old tennis fan originally from Turin, Italy, came from her home in the Boston area to watch the final and said that when she bought a U.S. Open cap, she went with a fuchsia-hued one so it wouldn't be mistaken for the signature darker color of MAGA hats. "I was careful not to get the red one," said the fan, who declined to give her name because of her employer's rules about being publicly quoted. Among those attending with Trump were White House press secretary Karoline Leavitt, Attorney General Pam Bondi, Treasury Secretary Scott Bessent, special envoy Steve Witkoff and Susie Wiles, the White House chief of staff. Trump spent various portions of the match engaged in conversation with many of those around him. Elsewhere in the crowd were a slew of celebrities — some of whom publicly backed then-Vice President Kamala Harris during last year's election. Among them were Pink, Bruce Springsteen and Shonda Rhimes. In pre-match interviews shown on large stadium screens with the likes of Martha Stewart and Jon Hamm, the questions asked stuck to tennis and pop culture — not Trump and politics.

The president nonetheless was excited enough about his trip to tell reporters on Air Force One during the flight to New York when the plane flew over Ashe stadium — though the covered roof kept those inside from reacting. Trump was once a U.S. Open mainstay, but hadn't attended since he was booed at a quarterfinals match in September 2015, months after launching his first presidential campaign. The Trump Organization once controlled its own U.S. Open suite, which was adjacent to the stadium's television broadcasting booth, but suspended it in 2017, during the first year of Trump's first term. The family business is now being run by Trump's sons with their father back in the White House. Trump was born in Queens, home of the U.S. Open, and for decades was a New York-area real estate mogul and, later, a reality TV star. Attending the tournament before he was a politician, he usually sat in his company's suite's balcony during night matches and was frequently shown on the arena's video screens. *(Courtesy-AP)*

Major crimes down in Northern and Southern Queens

Shah Nawaz

Northern Queens experienced significant declines in several major crimes year-over-year during the 28-day period from Aug. 4-31, while southern Queens had sharp declines in robberies and burglaries over the same period of time, according to the NYPD.

In northern Queens, rapes, robberies, felony assaults, burglaries and grand larcenies each fell. The only major crimes to go up were murder, which rose from no cases last year to one case this year, and vehicle thefts, which went up from 239 cases in 2024 to 254 in 2025.

Grand larcenies had the sharpest drop in cases across northern Queens during the 28-day period. Reported cases went down 13.8%, from 557 in August 2024 to 480 in August 2025. The 110th Precinct, which oversees Corona and Elmhurst, saw the biggest drop, with grand larcenies there having gone down from 103 last year to 69 this year.

Felony assaults had the second-largest decline in northern Queens, having shrunk 24.7%, from 255 cases in 2024 to 192 in 2025. The 115th Precinct, which covers Jackson Heights, East Elmhurst and North Corona, experienced the most significant drop. Reported cases there went down from 59 last year to 37 this year. had the third-highest drop in cases across northern Queens. Cases there fell 18.5% year-over-year, from 178 in 2024 to 145 in 2025. Both the 110th Precinct and the 111th Precinct, which spans Bayside, Douglaston, Little Neck, Auburndale, Hollis Hills and Fresh Meadows, had the biggest reduction in cases. Reported cases decreased from 18 last year to 5 this year in the 110th Precinct and from 38 last year to 25 this year within the confines of the 111th Precinct. Robberies fell 11.5% in northern Queens over the same period of time, from 148 reported cases in 2024 to 131 in 2025. The deepest drop was seen within the confines of the 115th Precinct, where robberies went down from 36 last year to 28 this year. While rapes had the smallest decline among major crimes in northern Queens, the percentage drop was the largest. Cases there had a 25% decrease, from 16 in 2024 to 12 in 2025. The 108th Precinct, which covers Long Island City, Sunnyside and Woodside, had the deepest decline in cases, from 5 last year to 1 this year. In southern Queens, robberies and burglaries fell at similar rates. Additionally, there was a large percentage increase in murders.

Robberies in southern Queens fell 15.4% year-over-year, from 123 in 2024 to 104 in 2025. The 103rd Precinct, which oversees Hollis Park Gardens, Hollis, Lakewood and Jamaica, had the sharpest drop. Reported cases there went down from 43 last year to 37 this year. Burglaries had an 18.9% decrease in cases over this same period of time, from 95 in 2024 to 77 in 2025. The 103rd Precinct led the way in this field as well, with reported cases having gone down from 33 last year to 12 this year.

While most major crimes were down in southern Queens, murders were one of the notable exceptions. There was a 300% increase in these cases, from 1 in 2024 to 4 in 2025. This includes two such cases this year within the confines of the 100th Precinct, which covers Arverne, Belle Harbor, Rockaway Beach and Rockaway Park, after there were no such cases last year. Across the 28-day period, the total number of major crimes, which include murder, rape, robbery, felony assault, burglary, grand larceny and grand larceny of vehicles, fell by a large amount in northern Queens, with southern Queens experiencing a more modest decline. In northern Queens, major crimes decreased 12.78% year-over-year during the 28-day period, from 1,393 in 2024 to 1,215 in 2025.

Major crimes fell in southern Queens by 2.59%, from 927 in 2024 to 903 in 2025. *(Source-Astoria post)*

New York Mayor Adams vows to stay in race, seek re-election

Ajkal Desk

New York City Mayor Eric Adams declared on Friday he would continue to seek re-election, following days of reports that President Donald Trump planned to offer him a federal job in exchange for dropping out of the mayoral race. "I would say that Cuomo might have a chance of winning if it was a one-on-one. If it's not one on one, it's going to be a hard race," Trump added. In an extraordinary move, Trump's Justice Department dropped the case not because of the strength of the evidence, but because officials said the prosecution was interfering with Adams' ability to support the president's deportation agenda. Adams shocked many fellow Democrats when he appeared alongside Tom Homan, Trump's so-called border czar, on the conservative news program "Fox & Friends." There, Homan threatened to be "up his butt" if Adams reneged on his agreement to help with federal immigration enforcement. The apparent quid pro quo prompted half a dozen senior Justice Department attorneys to resign rather than follow instructions to dismiss the charges. Adams and his attorney denied that there was any deal to secure a dismissal. Adams' re-election chances had appeared slim for months, with polls showing he is deeply unpopular among the city's heavily Democratic populace.

Pori Moni wins the Best Actor award in the popular category for "Rongila Kitab"

Ajkal Desk

The fourth iteration of Blender's Choice–The Daily Star OTT & Digital Content Awards 2024 recognised Pori Moni as the Best Actor (Female) in the Popular Choice category for her powerful performance in Anam Biswas's web series "Rongila Kitab". This Hoichoi original, adapted from Kingkor Ahsan's book, also marked her debut on OTT platforms. While receiving the award, the actress shared her experience of portraying the role, saying, "I have received many awards in my life, and perhaps I will receive more in the future, but this one will always remain special to me. It is different because this award came for playing the role of a mother, something I was personally going through at that time. It allowed me to relive the journey of my own motherhood." She then called her director, Anam Biswas—whom she recognises as her mentor—on stage and expressed her gratitude for trusting her with such a challenging role. Pori Moni went on to add, "This is not just an award to me; it is much more. It is a recognition that a mother can do anything and achieve anything she sets her mind to.

এই সপ্তাহের কবিতা

সবকিছু উড়ে গেছে

এইচ বি রিতা

উড়ে গেছে ঘর, উঠোন, প্রেম সবই
গতরাতে ভিজেছে ফ্রেমে বাঁধানো স্মৃতির ছবি,
খসে-পড়া দেয়ালে কেউ লিখে গেছে, 'ছিলাম আমি...'

শুধু এইটুকুই, বাকিটা ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে
অভিমানী তোর জানতে চায়, "কে ছিলে তুমি?"
২.
ছাদ থেকে নেমে এসেছে বৃষ্টির তার,
মেঝেতে জমেছে শুষ্ক নরম হাহাকার।
চায়ের কাপ থেমে গেছে বহু আগে
কেউ নেয়নি এক চোঁক, ফেলেও দেয়নি
মানুষ কেবল নিঃসাড় গার্হস্থ্যে।
৩.
তালাবদ্ধ নয় আজ আমাদের গৃহদ্বার,
দেয়ালে ঘুরে ফেরে পুরাতন স্নেহের তার।
শব্দহারা বাক্য, রেখে যায় ধূলিমলিন রেখা,
আলোক ঝরে গেলে, স্বপ্নের মতো:
শব্দেরা দোলে নিরাভরণ একা।
৪.
বুকের মধ্যে স্বচ্ছ বাতাস ঢোকে ঠিকই,
বারবার কাঁপে দুর্বল হৃদপিণ্ডের খাঁচা।
শিরোনামের ভেতর দগ্ধ এক মিছিল,
জীবনের ল্যাম্পপোস্টে ছায়ার বদলে -
সমাজ আজ নিজ গর্তে তন্দ্রের প্রলয়দল।
৫.
সব হিসাব গুলিয়ে গেছে, সব অঙ্কে বিষ,
শূন্যের গায়ে পড়ে থাকে সন্দেহের বীজ
ছিঁড়ে যায় জীবনের অন্তপৃষ্ঠা, ক্রোধে ক্লেশ
এই তো সভ্যতা-দাঁড়িয়ে আছে নিজের বিপরীতে,
নিয়মের ভিতরেই জন্ম নেয়: বিশৃঙ্খল নির্দেশ।

লেখক: কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

উডস্টক এর পথে

দিমা নেফারতিতি

প্রিয় ধ্রুব,
উডস্টক শহরটা, পুরোটাই যেন একটি কবিতা।
কিংবা এক ডজন ইম্প্রেশনিস্ট পেইন্টিং এর সিরিজ।
গত বছর হেমন্তকালে,
আমরা গিয়েছিলাম উডস্টকে।
তখন সকালের মিঠে রোদে নরম নরম শীতের আভাস।
গাছে গাছে বাহারী পাতাদের উৎসব অভিবাদন।
গাড়ির ভেতরে আমরা পাঁচ কন্যা---
ধোয়া ওঠা কালো কফি হাতে
গানে, কবিতায় মগ্ন।
যেতে যেতে পেয়েলাম জন ডেনভারের শেনান্দোয়াহ নদীতে যাবার পথ,
অবারিত সবুজ ঘাসের প্রান্তর,
শান্ত লেকের জল।

ক্যাটস্কিল এর পাহাড়গুলো কাছে আসতেই
জেনিফার উডস্টকের ইতিহাস বলতে শুরু করল।
তখন আমরা পার হচ্ছি বেথেলউড সেন্টার,
যাদুঘর, উডস্টক মনুমেন্ট, টিংকার স্ট্রিট.....

উডস্টক শহর ষাট এর দশকের আমেরিকার এক আদর্শবাদী আন্দোলনের ভূমি।
যে আন্দোলনে ইতিহাসের এক অশান্ত দশকের অবসান ঘটে।
ধ্বনিত হয় সংস্কৃতি'র সাথে মানবতার, শান্তির মেলবন্ধনের কথা,
অনুরণিত হয় শিল্প, সঙ্গীত এর সাথে বৈশ্বিক একতার সুর।
উডস্টক এক অনুপ্রান আলো।

সা-রা-দি-ন উডস্টকে ঘোরা শেষে,
বিকেলে ক্যাটস্কিল এর পাহাড়ের পথ ধরে
ঘরে ফেরার পথে, আমরা সব্বাই বলে এসেছি....

প্রিয় উডস্টক,
তোমার আলোয় আরও, আরও একবার
অনুপ্রাণিত করো, প্রশান্ত করো,
আজকের এই অশান্ত বিশ্বের মুখ।।

লেখক: কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

দংশন

রওশন হক

কেন ভেঙে দিলে বাল্মীকির বাসা,
মগডাল মুচড়ে হাসলে নির্বিকার?
কেন জমি, মাঠ, আঙিনা পিষে দিলে
প্রতিটি পদক্ষেপে?

কেন প্রতিদিন ধুলোঝড় তুলে
উড়িয়ে দাও ঘর-বসত,
ভেঙে দাও জন্মের উত্তরাধিকার?
কেন আগুনে পুড়িয়ে দাও বন-ঝাড়,
পিঁপড়ের সারি, গাছের সবুজ ছায়া?

স্রোতে কেন ভিজে যায় ভিটেমাটি,
পাতাল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে সেই দাগ?
কেন সমুদ্র পাহাড় ফুল ফল শস্য-
সবকিছুর ভেতর ছড়িয়ে দাও লালার দাগ?

কেন নদীর বুক জুড়ে শেকল বাঁধো,
প্রতাপে আকাশ ছিঁড়ে তোলো?
চিলের ডানা ভেঙে পড়ে যায়,
শকুনের পাখা ছিঁড়ে ঝরে যায়।

কেউ কিছু বলেনি-তাই ভেবো না,
কেউ কিছু বোঝেনি।
তুমি পার পেয়ে যাবে না।
আসবে বজ্রপাত, খরা, বন্যা, ওলাওঠা।

এই পোড়া মাটি সব দেখে রাখছে,
আধপোড়া ডালে বসে থাকা তেঁতুলও জানে।
কালসাপ যদি শিয়রে এসে বিষ ঢেলে দেয়,
তাহলে কোথায় বাঁধবে রক্ষার তাগা?

লেখক: কবি, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

মিছে অভিসার

বেগম মুয়াখ্যিরা খানুম স্বপ্না

ভালো শরৎ!
আজ তোমার আগমনে
আকাশটাও পরেছে তপন-তাজ,
বেলা হাঁটার গালিচা বিছানো পথে
ঝরছে আনন্দধারা।

গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পরাশির হাসিতে
সেজেছে বাগান,
আকাশটা যেন সাদা মেঘের দেশ,
নদির কূলে পাখা মেলেছে-
এলিয়ে কাশের ফুলেরা বেশ।

আমিও শরৎ কন্যা বেশে স্বপ্নাবেশে
তোমার হৃদয়ের কূল ঘেষে
তোমারই বাহুডোরে বড্ড মায়ায় জড়িয়ে
জোছনা দীঘিতে পা ভিজিয়ে-
শরতের অরবিন্দ সরোবরে নিভৃতে।

তুমি কণ্ঠে পরিয়ে দিলে নক্ষত্ররাজির মালা,
আঁচলে বেঁধে দিলে মাধবিলতার ঘ্রাণ।
স্বপ্ন শেষে দেখি মিছে অভিসারে-
সবই যেন ম্লান।

লেখক: কবি, উডসাইড, নিউইয়র্ক।

আলোকিত মন

সুমন শামসুদ্দিন

বাবা বলে, বড়ো হলে
হতে হবে মোক্তার,
বলেছে মা, খুশি হবো

যদি হোস ডাক্তার।
বড়োবুবু ডেকে বলে,
হও ইঞ্জিনিয়ার,

মামা ভাবে, তার প্রভাবে
পাই যেন চেয়ার!
ক্লাসে গেলে, স্যার বলে
বইপত্র পড়তে,
বল নিয়ে মাঠে গেলে
জোড়াগোল করতে!

অসময়ে বন্ধুরা
ডাক দেয় খেলতে,
বিকেলেতে দাদু এসে
বলে রুটি বেলতে!
চাঁদ বলে চুপিসারে,
চিন্তা না করতে
চাচ্চুটা শেষে বলে
অঙ্কটা ধরতে।

সূর্যটা হেসে বলে,
কেন এত ভাবনা?
ইচ্ছেটা যায় যত
যায় বলে যাক না!

এতকিছু হওয়া ভেবে
মাথা গেল গুলিয়ে,
অতি বড়ো হতে ব'লে,
সব দিল ভুলিয়ে!

কোন দিকে যাবো আমি?
কোনঠাসা হয়েছি!
বোকাসোকা ভাব ধরে
গোলমাল সয়েছি!

এলোমেলো মাথা নিয়ে
ভাবি বসে চুপচাপ!
ভেবে কিছু না পেয়ে,
শুধুশুধু দৌড়ঝাঁপ!

ছোটো বলে ভেবো নাকো
আমি বোকা হদ্দ,
বেলাশেষে লিখে দেবে
বড়ো হওয়া পদ্য!

বুদ্ধিটা ভেবে বলে,
হও আলোকিত মন,
শিশুকালে শুধু হে
বিদ্যেটা অর্জন।

ধোঁকা রে ভাই ধোঁকা

আহম্মদ হোসেন বাবু

ধোঁকা রে ভাই ধোঁকা, চারিদিকে চলছে ধোঁকা!
বাংলার মানুষকে আর পারবেনা বানাতে বোকা।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন, কীভাবে বলো হয়?
দেশের মানুষ বুঝে গেছে আর ধোঁকা খাবার নয়।

জনগণ জেনে গেছে এ যে ক্ষমতার লড়াই
ধোঁকা দেয়া বন্ধ করো, করোনা আর বড়াই।

নির্বাচন পিছিয়ে দিতে, আটবে নতুন ফন্দি
কৃষক-শ্রমিক মাঠে এখন, আর নয় কোন সন্ধি।

ছোট বড় সব দল নিয়ে, না হয় যদি ভোট
গণতান্ত্রিক অধিকারে বাঁধো সবাই জোট।

উর্বর মাটি উর্বর লোক আরো আছে ঋতু ছয়
একাত্তরের এই দেশ মানবে না কভু পরাজয়।

শ্রাবণের ধারার মতো, কাঁদছে দুঃখিনী মাতা
লাল-সবুজ পতাকা জানে কোথায় আসল ছাতা।

মাথার ভেতরে এক বোধ সারাক্ষণ উঁকি মারে
দেশের মানুষ জানে, ক্ষমতায় বসাবে কারে।

ধোঁকা রে ভাই ধোঁকা, চারিদিকে চলছে ধোঁকা!
বাংলার মানুষকে আর পারবেনা বানাতে বোকা।।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সুজন দাশ

মত প্রকাশের অধিকার যদি
নিতে চাও কেউ কেড়ে,
গণতন্ত্রের এ হলে নমুনা
তাহলে কিন্তু কিছুই কমু না!
ভবিষ্যতের ইতিহাস তারে
কইবে না কথা ছেড়ে।

মত প্রকাশের নামেও আবার
নিজেকে চাপায় যারা,
না থাকলে নীতি মানুষের কথা
আসেনা সেখানে কোন সফলতা!
অন্তর কোণে ওরাও কখনো।
ফেলতে পারে না সাড়া।

তবুও সবার মত প্রকাশের
অধিকার চাই আগে,
মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া
গণতন্ত্রের ভেঙে যায় ধারা
রুখে দেয় তারা যারাই ফ্যাসিস্ট
গর্জায় দেখি রাগে!

মত প্রকাশের মাঝেই থাকবে
মানুষের স্বাধীনতা,
উঠেও আসবে নানান যুক্তি,
তাতে মানুষের মিলবে মুক্তি!
পারস্পরিক থাকবে শ্রদ্ধা
থাকবে ও মানবতা।

লেখক: কবি, আটলান্টিক সিটি, নিউজার্সি।

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভুবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন শাহ্‌হামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রায় এসে ঠেকতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক বর্ণনা অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর বর্ণনাও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের সঙ্গীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সহমত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যখানে হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'ওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ (রা.)'র একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই নিজ নিজ সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এক্ষণই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযুর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযুর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযুর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৩৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দীন জেলার সাহজেরাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযুর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযুরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযুরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

জাফর ইকবাল শ্রদ্ধেয় 'স্যার' থেকে নর্দমার 'ষাঁড়' হয়েছেন

৫ পৃষ্ঠার পর

সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের খুব সহজেই, অল্প দামে, কিনে ফেলা যায়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, যেমন বদরুদ্দীন উমর, এইরকম মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা দু'য়েকজন। যদি রাষ্ট্র অনৈতিকতার পৃষ্ঠপোষকতা না করে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিত, সমাজ যদি তাদের অপমান, অপদস্থ করত, তাহলে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও অপদস্থ হওয়ার ভয়ে কিছু মানুষ সৎ থাকত। আমাদের এখানে রাজনৈতিক সরকারগুলো মন্দ লোকদের পিঠ চাপড়ায়, বিশেষ করে হাসিনার শাসনামলে, যারা বেশি খুন করতে পারত, ধর্ষণ করতে পারত, অর্থ আত্মসাৎ ও লুটপাট করতে পারত তারা পুরস্কৃত হত। হাসিনা নিজেই তার ৪০০ কোটি টাকার পিয়নকে আমেরিকায় পার করে দিয়েছে। যে পুলিশ, র‍্যাব সদস্য যত বেশি মানুষ খুন করেছে তাকে তত বেশি পুরস্কার/সম্মান দিয়েছে। পুলিশের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো চোর ছিল বেনজীর, তাকে বানিয়েছে পুলিশ প্রধান, সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো চোর ছিল আজিজ, তাকে বানিয়েছে সেনাপ্রধান। সমাজে তো এর প্রভাব পড়বেই। ফ্যাসিবাদকে ক্ষমতার মসনদে দীর্ঘদিন টিকে থাকার জন্য তার পক্ষে নানান রকম ন্যারেটিভ তৈরি করতে হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উন্নয়নের রাজনীতি, ভিশন ২০৪১, শেখ হাসিনার বিকল্প নেই, ইত্যাদি ন্যারেটিভ তৈরি করা এবং তা বহাল রাখার জন্য তাদের কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক দরকার হয়। এইসব ন্যারেটিভের সমর্থনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করার মধ্য দিয়ে তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। এজন্য তারা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, জাতীয় কবিতা পরিষদসহ সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কিনে ফেলেছিল। এ-কারণেই তথাকথিত বড়ো লেখক-কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের জুলাই বিপ্লবের পক্ষে কথা বলতে দেখা যায়নি। আগেই বলেছি অল্প কিছু ব্যতিক্রম আছেন, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সদস্য হবার কারণেই আব্দুল হাই শিকদার, শফিক রেহমান, মাহমুদুর রহমানরা কথা বলেছেন, নির্দলীয় গণবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সলিমুল্লাহ খান, ফরহাদ মজহার সরব ছিলেন, কবিদের মধ্যে আমি খুব সরব ছিলাম, প্রচুর কবিতা লিখেছি, গান লিখেছি, বিপ্লবের পক্ষে প্রচুর গদ্য লিখেছি, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনবরত স্ট্যাটাস দিয়েছি। আমি মনে করি একজন লেখককে সর্বদা গণমানুষের পক্ষে কথা বলতে হয়, এটিই তার লেখক সত্তার সততা, অনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য যারা ক্ষমতার স্তুতি করেন, গণবিরোধী অবস্থান নেন তারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হন, যেমন হয়েছেন জাফর ইকবাল, যিনি একজন শ্রদ্ধেয় 'স্যার' থেকে হয়ে গেছেন নর্দমায় পতিত 'ষাঁড়'। এই অপমানটা যদি সমাজ আরো অনেক আগেই করত তাহলে বহু লেখক-সাহিত্যিকের হয়ত পদস্খলন ঘটত না।

হান্নান: আপনি একজন আন্তর্জাতিক লেখক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের লেখক-সাহিত্যিকদের সাথে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ আছে, তারা এ বিপ্লবকে কীভাবে দেখছেন?

জহিরুল: আমেরিকাসহ পশ্চিমা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের লেখকেরা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। তবে ড. ইউনূস সরকার প্রধান হওয়াতে কেউ কেউ কিছুটা জেনেছে। এবং তারা এই পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। এর পুরো কৃতিত্ব ড. ইউনূসের। আমি কারো কারো সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা জুলাই-আগস্ট বিপ্লব সম্পর্কে আসলে তেমন কিছুই জানে না। কিছুটা বুঝিয়ে বলার পরে তারা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়েছে। ৩ সপ্তাহে হাসিনা দেড় হাজার মানুষ হত্যা করেছে শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এটা জেনে অনেকেই শিউরে উঠেছেন।

হান্নান: পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিপ্লবগুলো কালোত্তীর্ণ লেখক সৃষ্টি করেছে, অন্যভাবে বলা যায় লেখকরা বিপ্লবকে গ্লোরিফাই করেছে তাদের লেখনি দিয়ে। আমাদের দেশে এবং ভাষায় এরকম সম্ভাবনা কতটুকু?

জহিরুল: বায়ান্ন এবং একাত্তরের পরে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনের জন্য আরো একটি উর্বর ভূমি তৈরি হয়েছে চব্বিশে। নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চব্বিশের পটভূমিতে প্রচুর গল্প, কবিতা, গান, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। এই বিপ্লবকে কত শত এঙ্গেল থেকে দেখা যেতে পারে। অসংখ্য নাটক এবং সিনেমা তৈরি হতে পারে। প্রতিটি শহীদের জীবনী নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ হতে পারে। দেড় হাজার মানুষের আত্মাহুতি, সোজা কথা তো না। ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিল মাত্র ৭জন, অথচ কত হাজার হাজার গান, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস তৈরি হয়েছে। আগেই বলেছি চব্বিশের এই চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সৃজনশীল মানুষদের অনেক বড়ো ভূমিকা রাখতে হবে। এই পটভূমিতে সৃজনশীল মানুষের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে।

হান্নান: আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম বহু সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। আপনি কি মনে করেন জুলাই বিপ্লবও সেরকম সম্ভাবনার দ্বারকে প্রসারিত করবে?

জহিরুল: আগের প্রশ্নেই এই বিষয়ে অনেকটা বলেছি। জুলাই বিপ্লব বাংলা সাহিত্যের একটি অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল তারা লজ্জায় কিছুদিন চুপ করে থাকলেও এক সময় তারাও এই বিষয়ে লিখতে শুরু করবে। নতুন নতুন লেখক তৈরি হবে। চব্বিশের চেতনাকে ধারণ করে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য একদল নতুন সৃজনশীল মানুষের আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা সাহিত্যে খুব উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ঠিকমতো তুলে আনতে পারলে চব্বিশের জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে রচিত সাহিত্য বড়ো কোনো আন্তর্জাতিক সম্মাননাও অর্জন করতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই বিপ্লবের একজন বড়ো সারথী নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

হান্নান: একাত্তর ও ২৪ নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য চলছে, কেউ বলছেন ২৪ একাত্তরকে ফ্যাসিবাদের গ্রাস থেকে তুলে এনে রক্ষা করেছে অন্যপক্ষ বলতে চাইছে ২৪ দিয়ে একাত্তরকে মুছে ফেলার প্রয়াস হচ্ছে। এ-বিষয়ে কী বলবেন?

জহিরুল: এগুলো বাজে কথা। ৭১ এবং ২৪ কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তারা একে অন্যের পরিপূরক। একাত্তর আমাদের দেশ দিয়েছে, চব্বিশ আমাদের ফ্যাসিবাদমুক্ত করেছে, একাত্তরের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সফল করার সুযোগ এনে দিয়েছে ২০২৪ এর বিপ্লব।

হান্নান: জুলাই বিপ্লবে আপনার প্রাণপণ সমর্থন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো। এ-তাড়না কীভাবে অনুভব করলেন? বিস্তারিত বলুন।

জহিরুল: শুধু তো জুলাই বিপ্লবের সময়ই না, সমগ্র জীবনই আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছি, গণমানুষের কথা বলেছি। এরশাদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছি। ১৯৮৮ সালে মাহবুবুর রহমান মুকুল সম্পাদিত দুই বাংলার বিপ্লবের কবিতা সংকলনে আমার কবিতা ছাপা হয়েছে। সেটি ছিল এরশাদ-বিরোধী কবিতা। পরবর্তীতেও প্রতিটি শাসকের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করে, সমালোচনা করে লিখেছি। শুধুমাত্র নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কিছু লিখিনি, কারণ আমার কাছে তাদেরকে দেশের ত্রাণকর্তা মনে হয়েছে। শেখ হাসিনার আমলে আমার কাছে নানান রকম প্রলোভন এসেছে, বাংলা একাডেমি পুরস্কারের হাতছানি, শর্ত শুধু আমাকে চুপ থাকতে হবে, আমি সরাসরি সেইসব প্রত্যাখান করেছি। আমি সব সময়ই মনে করি আমার কলম যদি গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব না করে এই কলম অর্থহীন, যদি আমার ব্যক্তিস্বার্থে গণমানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এই কলম অভিশপ্ত। হাসিনা-সরকারের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয়েছে সকল আন্দোলনের পক্ষে আমি কবিতা লিখেছি, কখনো সরাসরি, কখনো প্রচ্ছন্ন। জুলাই আন্দোলনে বলা যায় যুদ্ধেই নেমেছি, কলম যুদ্ধে। আপনি বলতে পারেন অনেক ক্ষেত্রেই আমি সকলের আগে সবচেয়ে সাহসী কথাটি বলেছি, এরপর অন্যরা তা বলার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সেই সময় আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে, এমন কী আন্দোলনের মাঠ থেকে বহু তরুণ আমাকে বলেছে স্যার আপনি সাহস দিয়েছেন বলে মাঠে নেমেছি। আমি জুলাই মাসের ১৮ তারিখে বলে দিয়েছি জয় তোমাদের হবেই, হাসিনার পতন নিশ্চিত। আবু সাঈদকে মেরে ফেলার পরে প্রথম কবিতাটি, ১৯ তারিখে, আমিই লিখি, মুগ্ধকে নিয়ে দু'দিন পরে লিখি এক দীর্ঘ কবিতা। সেই কবিতায় স্পষ্ট বলেছি, 'তোমার পদভারে এখন কাঁপছে আটষট্টি হাজার গ্রাম,/ কাঁপছে গণভবন,/ স্বৈরাচারের অবৈধ প্রাসাদ তোমার পায়ের নিচে পড়ে/ ডিমের খোসার মতো ভেঙে যাবে যে কোনো মুহূর্তে।' কবিতাটি ফেইসবুকে পোস্ট করি ২৪ জুলাই, একদিনেই ১৯ হাজার মানুষ রিপোস্ট করে। শত শত মানুষ কমেন্ট করে তাদের কান্নার কথা জানিয়েছে। পরে ইয়ামিনকে নিয়ে লিখেছি। এ-ছাড়া নৈর্ব্যক্তিক কবিতা লিখেছি আরো অনেক। আওয়ামী লীগাররা কত রকম হুমকি-ধামকি দিয়েছে তখন। আবু সাঈদকে নিয়ে লেখা কবিতায় আমি বলেছি, 'রংপুরের মাটিতে, কংক্রিটের ফুটপাতে/ ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো নতুন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ,/ আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ আবু সাঈদ।' একদিনের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত এবং প্রবাসের প্রচুর আবৃত্তি শিল্পী এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। একজন আবৃত্তি শিল্পী হুমকির মুখে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাইয়া, বীরশ্রেষ্ঠ শব্দটির জন্য আমি কোনো বিপদে পড়বো না তো। আমি তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলাম, শব্দটি স্বতস্ফূর্তভাবেই কবিতায় চলে এসেছে, আমি চিন্তা করে লিখিনি, এটি একটি ডিভাইন ফিলিংস, কাজেই ভয় নেই, আবু সাঈদ অবশ্যই আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ। আমি ঠিক জানি না, ১৮ জুলাইয়ের আগে আর কেউ জুলাই আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধ বলেছিল কি-না, তখন এই শব্দগুলো উচ্চারণ করার জন্য প্রচুর সাহসের দরকার ছিল।

হান্নান: উন্নত দেশে উন্নত জীবনযাপনের সমূহ ঐশ্বর্যে থেকেও দেশ এবং দেশের মানুষ ও মানচিত্র নিয়ে হামেশা ভাবছেন, কেন? বলবেন?

জহিরুল: আমি নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক মানুষ অবশ্যই মনে করি, একজন বিশ্বনাগরিক মনে করি কিন্তু আমি ভালো করেই জানি আন্তর্জাতিক হতে হলে নিজের একটা দেশ লাগে, আমার সেই দেশটির নাম বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ বাংলাদেশের ছবি আঁকে। সেই ছবিতে যেন বাংলাদেশের একটা উজ্জ্বল মুখ সকলে দেখতে পায় সারক্ষণ সেই চেষ্টাটাই করি। আমি মনে করি প্রতিটি মানুষেরই তা করা উচিত, এটি আমাদের জন্মের ঋণ, মাতৃভূমির প্রতি ঋণ শোধের তাড়না। আমি যে দেশেই থাকি না কেন যদি আমার দেশ ভালো না থাকে আমি ভালো থাকতে পারি না।

হান্নান: এখন কী বিষয়ে বেশি ভাবছেন ও লিখছেন?

জহিরুল: স্বরবৃত্ত ছন্দে ১০০ কবিতা নিয়ে 'শেষ বিকেলের গান' এবং মাত্রাবৃত্তে ১০০ কবিতা নিয়ে [illegible] বই দুটো লিখেছি। এবার লিখছি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ১০০ কবিতার বই 'জোছনা দুপুর'। ৬৫টি কবিতা লেখা হয়েছে। এ-ছাড়া আমার সাহিত্যকর্মের ইংরেজি অনুবাদের কাজ চলছে। অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম একটি কবিতার বই অনুবাদ করছেন, সেটির কাজ প্রায় শেষের দিকে। কবি নুরুল হক একটি ভ্রমণের বই 'এটিকেলসাইজ' অনুবাদ করে শেষ করেছেন। একজন মার্কিন এডিটর বইটি এডিট করছেন। সম্ভবত এই বইটি ইংল্যান্ড থেকে বেরুবে। নুরুল হক আরো একটি কবিতার বই [illegible] অনুবাদ করছেন, সেটিও প্রায় শেষের দিকে, এই বইটিও খুব শিগগিরই বেরুবে। পরিকল্পনা আছে আমার সমস্ত সাহিত্যকর্ম ইংরেজিতে অনুবাদ করাবো এবং আস্তে আস্তে প্রকাশ করব।

হান্নান: ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের দেশগুলোতে হালের লেখকদের লেখনীর বিষয় ও মান কেমন?

জহিরুল: আপনি হয়ত ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের কথা বলছেন। তবে ইউরোপের বহু দেশই ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের দেশ। পেত্রার্কীয় সনেটের আবিষ্কারক ইতালী, ইংরেজদেরও আগে ওরা সনেট রচনা করে। ইতালিকেই সনেটের জনক বলা যায়। পানতুম কবিতার জন্মভূমি হচ্ছে মালেশিয়া, হাইকুর জন্মভূমি জাপান। ল্যাটিন সাহিত্যও সুপ্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। স্ক্যান্ডিনেভীয় সাহিত্যের মান অসাধারণ। বর্তমানে এইসব দেশের কোথায় কেমন কবিতা লেখা হচ্ছে আমি তা পড়ার এবং বোঝার চেষ্টা করি। আফ্রিকার কবিদের কবিতায় এখনো অধিকার, সংগ্রামের কথাই উচ্চারিত হয় এবং এইসব কবিতা লিখেই ওরা বাহবা পায় সর্বত্র। জটিল মনস্তত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা এইসব পাই না ওদের কবিতায়। জাপানি সাহিত্যে জীবন, জন্ম ও প্রকৃতি মানব-মনস্তত্ত্বের প্রতীক হিসেবে আসে বেশি, এটি অবশ্য ওদের প্রাচীন ধারাতেও ছিল। ওরা সব সময় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা সাযুজ্য নির্মাণের চেষ্টা করে। ইউরোপীয় সাহিত্যে দুটো ধারাই প্রবল। একদল খুব সোজাসাপ্টা কথায় কবিতা লেখেন, একেবারে মুখের কথা। অন্যদল জটিল সব চিত্রকল্প নির্মাণ করেন। তবে ওদের কবিতায় সারল্য অধিক দেখা গেলেও কথাসাহিত্য খুবই জটিল। অবাধ যৌন-জীবনের কারণে তৈরি হওয়া জটিলতাগুলো ওদের সাহিত্যে খুব বেশি আসে। আমি বলবো মানের দিক থেকে, আমার বিবেচনায়, ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানি সাহিত্য অনেক এগিয়ে। তবে আমেরিকা এবং ইউরোপে, বাংলা সাহিত্যের মতই, প্রচুর আগাছা উৎপাদিত হয়। লেখকের মত দেখতে হলেও অনেকেই প্রকৃত লেখক নন।

হান্নান: আমাদের সাহিত্য ও ভিনদেশী সাহিত্যের টাইপে কী ধরনের প্রভেদ দেখতে পান?

জহিরুল: আমাদের যাপিত জীবনে যেমন নৈতিকতার অভাব, সততার অভাব, লেখক জীবনেও এই ঘাটতিটা আছে। অসততা দিয়ে ভালো সাহিত্য হয় না। যে দেশ যত উন্নত তাদের সাহিত্যে নৈতিকতার প্রতিফলন তত বেশি। প্রত্যেক ভাষার লেখকের সাহিত্যকর্মে তার সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়। আমি কেমন সাহিত্য রচনা করবো তা নির্ভর করে আমি আমার জীবনে কেমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমার পঠন ও ভ্রমণের একটা প্রভাব থাকে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা অনেক পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও অর্জন করি, এর প্রভাবও আমাদের সাহিত্যে পড়ে। যোগাযোগের একটা বিপ্লব ঘটে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের জীবনাচারের পার্থক্যগুলো কমে আসছে, একটা গ্লোবাল কালচার বা বিশ্ব-সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। এর প্রভাব সাহিত্যে পড়ছে। গ্লোবাল ভাষাও গড়ে উঠছে, হয়ত কয়েক দশক পরে পৃথিবীর সব দেশের মানুষই সব দেশের মানুষের ভাষা বুঝবে, সবাই সব খাবার সম্পর্কে জানবে, সব পোশাক সবাই পড়বে, উক্ত অর্থেই গ্লোবাল ভিলেইজ হয়ে উঠবে। এর ফলে সাহিত্যের যে অভিব্যক্তি তা প্রায় কাছাকাছি চলে আসবে। যে পার্থক্যটা এখন চোখে পড়ে তা হচ্ছে অভিব্যক্তির সংস্কৃতি। ভালোবাসার কথা নানান ভূখণ্ডের মানুষ নানানভাবে প্রকাশ করে, সেটিই প্রতিফলিত হয় তাদের সাহিত্যে। ল্যাটিন সাহিত্যে এখনও ব্ল্যাক ম্যাজিক, জ্বিন, ভূত, প্রেতাত্মার উপস্থিতি থাকে, ইউরোপের সাহিত্যে বিজ্ঞানের উপস্থিতি প্রবল, আবার আফ্রিকার সাহিত্যে থাকে প্রতিবাদ, দাবী-দাওয়া। বিষয় যাই হোক না কেন সাহিত্যে সাহিত্যিকের মুনশিয়ানাটা হচ্ছে উপস্থাপন-কৌশলে। তিনিই বড়ো লেখক যিনি দক্ষতার সঙ্গে নান্দনিক ভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করতে পারেন। এসব বিচারে আমার বিবেচনায় জাপানি সাহিত্য খুব এগিয়ে আছে।

হান্নান: আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লেখক, যেমন নজরুল, ফররুখ, আল মাহমুদ, মান্নান সৈয়দ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক এমন কী কাজী জহিরুল ইসলামের সাহিত্য যদি যথাযথ অনুবাদ হতো তবে কী নোবেল, বুকার, ম্যাগসেসাই অর্জন করতে পারতো না?

জহিরুল: আমাদের সাহিত্য খুব যে পিছিয়ে আছে আমার তা মনে হয় না। তবে অনুবাদ সাহিত্য দিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া যায় না। লেখককে তার নিজের ভাষায়ই সেরা লেখাটি লিখতে হয়। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে মনোযোগ দিতে হবে। বাংলাদেশ যদি উন্নত দেশ হয় তখন সবাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হবে। হ্যাঁ, একথা ঠিক একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোর অনুবাদও করা দরকার। অনুবাদ হচ্ছে পাসপোর্ট, ভিসার মত। ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ না হলে আমার সাহিত্য ভিন্ন ভাষার সীমান্ত পার হয়ে সে দেশে ভ্রমণ করবে কী করে? ভাষার অভিব্যক্তি বা মিউজিকটা অনুবাদ করা না গেলেও অন্তত আমি কী বিষয় নিয়ে লিখেছি, কীভাবে লিখেছি তা-তো জানতে পারবে। ভিনদেশি মানুষের এই জানার মধ্য দিয়েও বাংলা সাহিত্য কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে অনুবাদকের যোগ্যতাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভালো অনুবাদক দরকার। কবিতার অনুবাদ একজন কবি না করলে ভালো হয় না।

হান্নান: আপনি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন- ক্রিয়াপদহীন কবিতা লিখে। এরকম ধারণা কীভাবে পেলেন?, ভবিষ্যতে এমন আর কী করার চিন্তা আছে?

জহিরুল: একজন লেখক বা কবি হচ্ছেন সৃজনশীল মানুষ। প্রতিনিয়ত তিনি নতুন কিছু সৃষ্টি করবেন, এটিই স্বাভাবিক। এখন কথা হচ্ছে আমি কি অন্যের তৈরি করা নকশার ওপর বাড়ি বানাব? না-কি আমি নিজেই একটা নতুন নকশা তৈরি করব? বেশির ভাগ মানুষই অন্যের নকশায় বাড়ি বানান। আমি হয়ত নিজেই একটা জনরা তৈরি করেছি, সেটি ক্রিয়াপদহীন কবিতা। আমার বিশ্বাস নতুন এই ধারায় মেধাবী কবিরা ভবিষ্যতে কবিতা লিখবেন, তবেই এটি বাংলা কবিতায় একটি নতুন ও সফল ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দেশের মানুষেরা নতুনকে গ্রহণ ও সম্মান করে না, এর কারণ তারা ভীতু এবং হিংসুটে। যদি আমাদের দেশে সৎ ও সত্যানুসন্ধানী কবিতা-গবেষক থাকত তাহলে তারা ক্রিয়াপদহীন কবিতা নিয়ে এরই মধ্যে বড়ো বড়ো বই লিখে ফেলত, আমাকে ধন্যবাদ দিত, সম্মান জানাত। কিন্তু সেই রকম গবেষক এখানে নেই। নতুনের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে সাহিত্যের হরাইজনটা তো বড়ো হবে না। প্রকৃত অর্থে বাংলা কবিতার অধিকাংশ ধারাই ভিনদেশি, সনেট, হাইকু, রুবাইয়াত, পানতুম, লিমেরিক কিছুই তো আমাদের নয়। দাদাবাদ, পরাবাস্তববাদ, রোমান্টিসিজম, ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, আধুনিকতা, উত্তরাধুনিকতা কিছুই আমাদের না। আমাদের আছে পুঁথি, পয়ার, সে-তো মধ্যযুগের, আর এখনো না বাংলা কবিতা? নিজস্ব নতুন কোনো ধারা, নতুন কোনো আন্দোলন? নেই তো। আমি ক্রিয়াপদহীন কবিতা লিখলাম, এটি একটি নতুন ধারা, এটা নিয়ে কথা বলুন, গবেষণা করুন, সম্মান জানান এই নতুনত্বকে, তবেই না নতুন নতুন আরো কিছু যুক্ত হবে। ক্রিয়াপদহীন কবিতার ওপর বাংলা একাডেমিরই কি উচিত ছিল না একটা গবেষণার আয়োজন করা? আমি তো এখনো বেঁচে আছি, আমার জীবদ্দশায় কাজটি করলে আমিও ইনপুট দিতে পারব, তাতে কাজটি অথেনটিক হবে, সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেই। তারা থাকে ব্যক্তিপূজায় ব্যস্ত।

হান্নান: বাংলা ভাষার উঠতি লেখকদের জন্য নসিহত করুন

জহিরুল: নসিহত করার যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি শুধু এই কথাটাই বলি, যা করো তা ভালো করে করো, যতটা পারো জেনে নাও। যদি কবিতা লেখ তো বাংলা কবিতার আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানো, ধারাবাহিকভাবে পাঠ করো, ভাষার, ছন্দের বিবর্তনটা বোঝো, এরপর হাত দাও বিশ্ব কবিতায়। পড়ো পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ কবিতা। পড়ে কবি হওয়া যায় না একথা ঠিক কিন্তু একজন কবিকে পড়তে হয়, তাতে কবি সমৃদ্ধ হয়। নিজের কাজ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা হয়। কথাসাহিত্যে যারা কাজ করে তাদেরকেও একই কথা বলবো, আলালের ঘরের দুলাল থেকে শুরু করে যে কয়টা বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস আছে সবগুলো পড়ে ফেলো, বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক উপন্যাসগুলো পড়ো। আর আধুনিক সিনেমা দেখো, উপন্যাস লেখার স্টাইল বদলে দেবার অনেক ধারণা পাবে।

হান্নান: জুলাই বিপ্লব সংহত করতে কার ভূমিকা বেশি বলে মনে করেন? সরকার, রাজনৈতিক দল, সাহিত্য কর্মী, বুদ্ধিজীবী নাকি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাস লেখক?

জহিরুল: সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই জুলাই বিপ্লব সফল হবে। সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা তো বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের। সরকার যেন জুলাই গণ-আকাঙ্ক্ষার সড়ক থেকে বেরিয়ে না যায় সেজন্য জনগণের চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য ঠিক রাখতে হবে, সাহিত্যকর্মীদের জুলাই চেতনাকে উজ্জীবিত রাখার জন্য নিরলসভাবে লেখালেখি করতে হবে, বুদ্ধিজীবীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করে সঠিক পথ বাতলে দিতে হবে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সকল পক্ষকে সহায়তা করতে হবে। তবেই জুলাই বিপ্লবে তৈরি হওয়া জন-আকাঙ্ক্ষা সফল হবে।

ডাকসু ও জাতীয় নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ কি 'বস্তাপচা' ইস্যু

১০ পৃষ্ঠার পর

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন, রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের মতো ইস্যু এনে জাতিকে বিভক্ত করার চর্চা ভুল। তাহলে পাল্টা কি আমরা এখানে প্রশ্ন করতে পারি না, গণতন্ত্র মানে গণতান্ত্রিক রাজনীতি মানে মানুষের মধ্যে একধরনের বিভক্তি তৈরির চেষ্টা? রাজনৈতিক দলগুলো স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করবে তার মতাদর্শ এবং তার কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রের একটা অংশের মানুষের সমর্থন নিজের পক্ষে এনে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করা। বলা বাহুল্য, মতাদর্শিক বিষয়ে এমন বয়ান পাল্টাবয়ানে সৃষ্ট বিভক্তি গণতান্ত্রিক সমাজে খুবই স্বাভাবিক। যেটা দেখা জরুরি, এই বিভক্তি এমন পর্যায়ে যেন না যায়, যেটা ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের মধ্যে শত্রুতার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। গণতান্ত্রিক সমাজ মানেই সব মতভিন্নতা ও বিভক্তি নিয়েও শান্তিতে সহাবস্থান। আরেকটা ব্যাপারও খেয়াল রাখা জরুরি, কোনো রাজনৈতিক দল কোনো মতাদর্শিক বিষয় সামনে এনে সেটার মাধ্যমে তার ফ্যাসিবাদী মানসিকতা অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায় কি না বা নিজ মতাদর্শের বিপরীত মতাদর্শকে বল প্রয়োগে বাধা দেয় কি না? কোনো মতাদর্শিক ট্যাগ দেওয়ার মাধ্যমে কাউকে নির্যাতন, এমনকি হত্যাযোগ্য করে তোলা হয় কি না? বলা বাহুল্য, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে এগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শুরুতে পাঠকের মনে যে প্রশ্ন আসার কথা বলছিলাম, সেটা নিয়ে কথা বলা যাক। অনেকেই নিশ্চয়ই মনে করছেন, মুক্তিযুদ্ধকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলে আবার আওয়ামী (এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভারতীয়) রাজনীতিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা হচ্ছে। আসলেই কি এমন অভিযোগ সত্য? বলা বাহুল্য, আওয়ামী লীগের সর্বশেষ ১৫ বছরের শাসনে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আওয়ামীকরণ করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম (২০১৮ সাল পর্যন্ত; এরপর আওয়ামী লীগের শাসন ছিল মাফিয়া রেজিম) করে মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিপক্ষের ওপর অন্যায়, নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

এমনকি নিজ বয়ানের বাইরে ইতিহাসচর্চা ঠেকানোর জন্য ভিন্ন বয়ানকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল তৎকালীন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে। কিন্তু সেই সময়েও এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল উদার গণতান্ত্রিক মানসিকতার সচেতন জনগণ। নতুন বাংলাদেশে জরুরি ভিত্তিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বি-আওয়ামীকরণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শতভাগ নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস বলে কিছু নেই, এই সত্য মেনে নিয়েও আমরা বলব, নানা দিক থেকে দেখে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার কাছাকাছি পৌঁছাতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বি-আওয়ামীকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও কি আর কোনো ইস্যু হিসেবে থাকবে না? মুক্তিযুদ্ধে কারও যদি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থাকে এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের যদি সেখানে লজ্জাজনক ইতিহাস থাকে, তাহলে সে কেন মুক্তিযুদ্ধকে ইস্যু বানাবে না? এমনকি ডাকসুর মতো নির্বাচনে, যেটি মূলত ছাত্রদের প্রতিনিধি নির্বাচন, সেখানেও বাংলাদেশের মতো পটভূমিতে কেন অন্যান্য জাতীয় ইস্যুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ আসবে না? বর্তমান বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং বর্তমানে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আওয়ামী কিংবা ভারতীয় বয়ানের ট্যাগ দিয়ে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা আছে; চেষ্টা আছে মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর বিরুদ্ধেও। সেই চেষ্টা কারা করছে ও কেন করছে, সেসব প্রশ্নের জবাব জানে জনগণ।

জাহেদ উর রহমান: শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ ছাত্র রাজনীতির গতি প্রকৃতি

৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তবে সেটিই হবে লক্ষ্যের ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মনে করিয়ে দেন, 'শিক্ষার ফল মানুষকে স্বাধীন করে, তার নিজের বিচারশক্তির উপর আস্থা জাগায়'। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল তথ্য আহরণ নয়; বরং মানুষের চিন্তা, বোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিকে বিকশিত করা। তাই শিক্ষার্থীদের উচিত দলীয় শৃঙ্খল ও অন্ধ অনুসরণের বাইরে গিয়ে নিজেদের বিবেক ও বিচারশক্তি প্রয়োগ করা। তাদের প্রতিটি ভোট শুধু প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, বরং বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার নতুন ধারার পথও প্রশস্ত করবে।এই প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার আহ্বান বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক: 'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ'। এটি কেবল কবিতার অলঙ্কার নয়, বরং শোষণ, বঞ্চনা ও অবিচারের শৃঙ্খল ভাঙার এক চিরকালীন ডাক। আজকের শিক্ষার্থীদেরও সেই শৃঙ্খল ভাঙতে হবে, যে শৃঙ্খল দলীয় রাজনীতির গণ্ডি টেনে শিক্ষাঙ্গনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে গ্রাস করেছে। যদি শিক্ষার্থীরা ছাত্ররাজনীতির গতিপথ পরিবর্তন করে এক কল্যাণমুখী সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া গড়ে তোলার প্রত্যাশা করে, তবে তাঁদের প্রথম কর্তব্য হলো মুক্তচিন্তার যোগ্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দেওয়া। এ পথেই শিক্ষাঙ্গনে গণতন্ত্র, ন্যায় ও মানবিকতার এক নতুন ধারার সূচনা ঘটতে পারে।এখানে নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য: 'শিক্ষা কেবল তথ্য সঞ্চয় নয়, শিক্ষা হলো মানুষ গড়ার কর্ম'। কিন্তু যখন শিক্ষাঙ্গন দলীয় সহিংসতা ও প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন সেই মহৎ লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য তথা মানবিকতা, সহনশীলতা, ন্যায়বোধ ও সৃজনশীলতা বিকাশের পরিবেশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই ছাত্রসংসদ নির্বাচন কেবল প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার আয়োজন নয়; এটি শিক্ষার্থীদের জন্য এক ঐতিহাসিক সুযোগ, যাতে তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁরা সত্যিই শিক্ষাঙ্গনকে আবারও মানুষ গড়ার প্রকৃত কর্মশালায় রূপান্তরিত করতে চান।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, প্রতিটি প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব হলো পূর্ববর্তী প্রজন্মের ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথকে সুগম করা। আমাদের পূর্বসূরিরা দলীয় প্রভাবমুক্ত একটি স্বাস্থ্যকর ছাত্ররাজনীতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেও, বাস্তবে তাঁরা তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আজকের প্রজন্মের কর্তব্য হলো সেই ব্যর্থতার গণ্ডি ভেঙে যোগ্য, স্বতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার প্রার্থীকে বেছে নেওয়া, যাতে শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।এর মাধ্যমে সহিংসতার অবসান ঘটবে এবং ক্যাম্পাসে নতুন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জন্ম নেবে, যা বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিতেও ইতিবাচক মানদণ্ড তৈরি করতে পারে। কারণ শিক্ষাঙ্গনে যদি জবাবদিহিমূলক, সহিংসতাহীন ও মুক্তচিন্তার ছাত্ররাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে তার প্রভাব রাষ্ট্রীয় রাজনীতির ওপরও গভীরভাবে পড়বে। শিক্ষার্থীরা যদি গোষ্ঠীগত চেতনার বাইরে গিয়ে যোগ্য, বলিষ্ঠকণ্ঠ ও সৃজনশীল মননের প্রতিনিধিদের বেছে নিতে পারেন, তবে শিক্ষাঙ্গনে ভিন্নধারার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির বিকশিত হবেযা কেবল ক্যাম্পাস নয়, সমগ্র জাতির জন্য এক নবজাগরণের বার্তা বহন করবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শিক্ষার্থীরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন সমাজ ও রাষ্ট্রে ইতিবাচক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগই মাতৃভাষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনে তাঁদের সোচ্চার ভূমিকা স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করে যে শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত কোনো ক্ষণস্থায়ী বিষয় নয়; বরং তা ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণের অনুঘটক। সেই ধারাবাহিকতায় আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচনও ইতিহাস গড়ার এক বিরল সম্ভাবনা বহন করছে। উচ্চশিক্ষার সংস্কারের প্রত্যাশায় এটা হতে পারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। তাই আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের হাতে এক বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। তাঁরা যদি গোষ্ঠীগত চেতনার বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার প্রতিনিধিদের বেছে নিতে পারেন, তবে শিক্ষাঙ্গনে জন্ম নেবে ভিন্নধারার এক গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সংস্কৃতি। এতে সহিংসতাহীন ও জবাবদিহিমূলক ছাত্ররাজনীতির পথ প্রশস্ত হবে, যা কেবল ক্যাম্পাসেই নয়, সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজনীতিতেও ইতিবাচক বার্তা বহন করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই নির্বাচন নিছক নেতৃত্ব বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নয়; বরং ছাত্ররাজনীতিকে নতুন ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর এক ঐতিহাসিক সুযোগ। তাই শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব হলো সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ ছায়া অতিক্রম করা এবং যোগ্য, স্বতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার প্রার্থীদের বিজয়ী করা। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, কোন দেশের তরুণ প্রজন্ম যখন সঠিক পথে দাঁড়ায়, তখন সেখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিপথ পরিবর্তিত হয়।পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে শিক্ষার্থীরা যদি সেই সাহস দেখাতে পারেন, তবে আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠবে সৃজনশীলতা, গণতন্ত্র ও মুক্তচেতনার প্রকৃত পাঠশালা। এর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকবে না বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের ভেতর; বরং তা ভবিষ্যতের জাতীয় রাজনীতির জন্যও হতে পারে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তযেখানে মুক্তবুদ্ধি, মানবিকতা, সৃজনশীল, জনকল্যাণ ও জবাবদিহি হবে রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে, কিন্তু সেই ঐতিহ্য আজ দলীয় প্রভাব ও সহিংসতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন ইতিহাস গড়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। তাঁরা যদি গোষ্ঠীস্বার্থের বাইরে গিয়ে যোগ্য, স্বতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার প্রার্থীকে বেছে নিতে পারেন, তবে শিক্ষাঙ্গন আবারও হয়ে উঠতে পারে সৃজনশীলতা, মানবিকতা ও গণতন্ত্রের প্রকৃত পাঠশালা। এই নির্বাচন কেবল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের রাজনীতির নয়; বরং জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যৎ সংস্কৃতিরও ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি প্রজন্মের দায়িত্ব থাকে আগের প্রজন্মের ব্যর্থতাকে অতিক্রম করা এবং পরের প্রজন্মের জন্য রুদ্ধদ্বার খুলে দেওয়া। আজকের শিক্ষার্থীরা যদি সেই দায়িত্ব পালন করেন, তবে তাঁরা শুধু নিজেদের জন্য নয়, গোটা জাতির জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। একুশ শতকের বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি নয়, প্রয়োজন মুক্তচিন্তা, সৃজনশীলতা, জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক চর্চার উর্বর ক্ষেত্র। ভবিষ্যতের জন্য সেই ক্ষেত্র গড়ে তোলার সুযোগ এখন শিক্ষার্থীদের হাতেই। আসন্ন ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস তাঁদের ডাক দিয়েছে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কি সে ডাক শোনার জন্য প্রস্তুত?

ড. মাহরুফ চৌধুরী: ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

উগ্রতার মুখে ইসলামের সৌন্দর্য

৫ পৃষ্ঠার পর

যোগ্যরাই। এখন দায়িত্ব নিতে হবে প্রকৃত ধর্মবেত্তাদের। ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেওয়া, আগাছা-পরগাছাদের অপচেষ্টা রুখে দেওয়া, সরল বিশ্বাসী মানুষকে সঠিক পথে দিকনির্দেশনা দেওয়া-এগুলো তাদের কর্তব্য। ইসলামের বিরুদ্ধে অন্য মতবাদগুলো একজোট হয়ে বদনাম ছড়াচ্ছে। কথিত মুসলিম গোমস্তারা যাতে তাদের হাতিয়ার হয়ে না দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। ধর্মের সঠিক চর্চা ও সু-মহান আদর্শ প্রচারে আলেমদের নিরলস কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে-ধর্মের রাজনীতিকরণ আসলে ধর্ম অবমাননার পথ সহজ করে দেয়। সবার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক-এই হোক আমাদের নিত্য প্রার্থনা।

রাজু আহমেদ: প্রাবন্ধিক

উমরে অমরত্ব: মন-মুখে একাকার

১২ পৃষ্ঠার পর

বাবা আবুল হাশিম ভারতীয় উপমহাদেশের একজন মুসলিম জাতীয়তাবাদী অগ্রজ রাজনীতিক। ১৯৫০ সালে উমররা ঢাকায় চলে আসেন। তারও আগে তিনি বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে এসে উমর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্নাতক শেষ করে ১৯৫৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর করেন। এরপর পড়তে যান যুক্তরাজ্যে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করেন ফিলোসফি, পলিটিক্স ও ইকোনমিক্সে (পিপিই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স শেষ করার আগেই দর্শন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন বদরুদ্দীন উমর। ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ এবং ১৯৫৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে তিনি যোগ দেন। তার হাত দিয়েই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়। ষাটের দশকে প্রকাশিত তার তিনটি বই সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭) ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৯) বাঙালি জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তখন থেকেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তার বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৮ সালে শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিয়ে সরাসরি রাজনীতি ও সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন বদরুদ্দীন উমর। বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের সভাপতি এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীর দায়িত্বও পালন করেছেন। একসময় পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন গড়ে সভাপতির দায়িত্ব নেন।

মাঝেমধ্যে নিজের চিন্তাচেতনা শেয়ার করতেন নির্বাচিত কিছু গণমাধ্যমে। প্রতি বছর জন্মদিনে বিশেষ বিশেষ দিনে বলতেন কিছু কথা। এগুলো নিয়ে কিছুদিন হৈচৈ হলেও পরে নিষ্পত্তি আসেনি। আলোচনা-সমালোচনা কোনোটাই বেশিদূর গড়ায়নি। সেই ১৯৭২ সালে তিনি লিখে গেছেন, 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি'। তখনো বিএনপি জন্মায়নি, এমন কল্পনাও কারও ছিল না। এই লেখায় তিনি বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ বলে চিনিয়ে দেন। বলেন, এটা আসলে নতুন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। তাকে বাঙালিবাদী বলা অন্যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ একাত্তরে যা ছিল, আর আজ তার গড়ন যা হয়েছে ভারতপন্থি বুদ্ধিজীবীদের হাতে, উমর দুটোরই ঘোরতর বিরোধী। তার ষাট বছরের সংগ্রামী জীবনে মুসলিম জাতীয়তাবাদ, হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিস্তর বিশ্লেষণ রয়েছে। শ্রেণি প্রশ্নে ছিলেন মারাত্মকরকম অনাপসী। মুক্তিযুদ্ধকে শ্রেণির নিরিখে বিচার করেন, আওয়ামী জাতীয়তাবাদী দাবি ও তার ইতিহাসকে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে গেছেন। উপেক্ষার মাঝেও কেউ উমরকে অস্বীকার করতে পারেননি। তার সর্বশেষ দল জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল স্বাধীন দেশে কী করতে চেয়েছে? কাকে-কাদের মুক্তি দিতে চেয়েছে, তাদের কাছেও এ মুক্তিবার্তা পৌঁছানো যায়নি। ১৯৬৮-তে শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা উমরও নিজেকে উপেক্ষিত মনে করেছেন। কেন উমর নিজেকে উপেক্ষিত মনে করছেন, তা খতিয়ে দেখা হয়নি। উমর দেশের কাছে কী চেয়েছিলেন? ঠিক কী পেলে উমরের নিজেকে উপেক্ষিত মনে হতো না-এ বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। হয়নি কোনো নিষ্পত্তি।

বাংলাদেশে তার মতো হওয়ার, এমনকি তাকে অনুসরণ করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়ার মতো নয়। সাহসে, সততায়, ত্যাগে, পাণ্ডিত্যে এ অসাধারণের বিদায়ের ক্ষত অনেক দিন সইতে হবে। এ বিদায় নৈতিকতার একজন মুক্তিযোদ্ধা কমল বাংলাদেশকে। যারা ভিন্নমতের আরেক বড় সৌন্দর্য। তার সব চিন্তা, সব কথায় বিশ্বাসী না হলেও উমরের চিন্তা, যুক্তি ও সততার স্যালুট করতেই হবে। শুরুতে তিনি তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল, বরেণ্য আইনজীবী বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের পিতা ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ প্রমুখ সতীর্থ ছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। আজীবন তিনি আধিপত্যবাদবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মিথ্যা ও অসত্য ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে তার লেখনী ছিল শানিত। অন্যায় ও কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে ছিলেন আজীবন।

তিনি শাসকের সব শোষণ-বঞ্চনা ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছেন। কারও কাছে বিক্রি হননি। এ মৃত্যুতে একটি যুগের সমাপ্তি হলো। তবে উমর যে চিন্তা লালন করেছেন, যে রাজনীতি করেছেন, বাংলাদেশে তা কতটা বাস্তবসম্মত ছিল বা আছে-এ প্রশ্ন থেকেই গেল। ক্যারেক্টার হিসেবে অবশ্যই তিনি ইন্টারেস্টিং। এ সরকার আমলে ৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ কয়েকটি দিবস বাতিলের প্রশংসা করে গেছেন বদরুদ্দীন উমর। বলেছিলেন, ১৫ আগস্ট কেন ছুটি থাকবে? ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, আব্রাহাম লিংকনকে খুন করেছে, ছুটি আছে? এই দিবসে কর্মসূচি করতে পারে, কিন্তু জাতীয় দিবস হিসেবে ছুটি কেন? বিদ্যমান সংবিধান ফেলে দিয়ে নতুন সংবিধান করার পক্ষে বদরুদ্দীন উমর। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সংবিধান চেয়ে গেছেন।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

গভীর শ্রদ্ধায় ৯/১১ স্মরণ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হাজার হাজার মানুষ। গতকাল ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই দিনটিকে স্মরণ করেন সকলে। ২০০১ সালের এদিনে চারটি যাত্রীবাহী জেট বিমান ছিনতাই করে সেগুলো দিয়ে আঘাত হানা হয়েছিল নিউইয়র্কের দুটি আকাশচুম্বী ভবনে। এই হামলা ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ একটি হামলা। শুধু আমেরিকানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্ববাসি চমকে গিয়েছিল ঘটনার ভয়াবহতায়। সারা বিশ্ববাসি কান্নায় ভেঙে পড়েন এই নির্মমতা দেখে। অপরাধি গোষ্ঠি দুটি বেসামরিক বিমান বিধ্বস্ত করে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে।

হোমকেয়ার নিয়ে গভর্নর ও পিপিএল'র অনিয়মে তদন্ত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

করিয়ে পিপিএলকে এককভাবে ব্যবসার লাইসেন্স দেয়া হয়। এতে গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রশাসন দরপত্র প্রক্রিয়াকে নিরপেক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে কি না, সেই প্রশ্নে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আলবেনি। নতুন প্রমাণ ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির স্বীকারোক্তি ইঙ্গিত করছে যে চুক্তির আড়ালে হয়তো বড় কোনো কারসাজি ছিল। এদিকে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো বেতন ও সেবায় জটিলতায় পড়ে মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হয়েছে, যা ক্ষোভকে আরো উসকে দিয়েছে। স্টেট সিনেটের উভয় দলের নেতারাই এখন নতুন হয়ে স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করছেন আর প্রতিদিনই চাপ বাড়ছে হোকুল প্রশাসনের ওপর।

সম্প্রতি স্টেট সিনেট কমিটির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে কোম্পানির অভিন প্রেসিডেন্ট প্যাটি বার্নস স্বীকার করেন, তিনি আগে শপথের অধীন মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন। তিনি আগে বলেছিলেন, বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার আগে নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ হয়নি। অথচ নতুন প্রমাণের মুখে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, আগেই দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছিল।

রিপাবলিকান সিনেটর স্টিভেন রোডস (নাসাউ) এক বিবৃতিতে বলেন, এখানে কিছু একটা গন্ধ আছে। আমাদের জানতে হবে এ চুক্তির সময় কী ধরনের যোগাযোগ হয়েছে, কারা এতে জড়িত ছিল, এ যোগাযোগ কি দরপত্রের ভাষা ও বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলেছে এবং যদি তা-ই হয়, তাহলে হোকুল প্রশাসন বা তার রাজনৈতিক দাতাদের কেউ উপকৃত হয়েছে কি না-সেটিও খুঁজে বের করতে হবে। নিউইয়র্কের জনগণ এর উত্তর পাওয়ার যোগ্য।

সিনেটর রোডসের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবেই নয়, বরং ক্ষুব্ধ পরিবারগুলোর অনুভূতির প্রতিধ্বনি। কারণ এ বিতর্কিত রূপান্তর প্রক্রিয়ার ফলে লাখো হোম কেয়ার সহায়ক ও তাদের সেবাগ্রহণকারীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন। বহু মানুষ সময়মতো বেতন পাননি, আবার অনেক রোগী ও পরিবার প্রশাসনিক জটিলতায় পড়েছেন।

পিপিএল কোম্পানির অভিন প্রেসিডেন্ট প্যাটি বার্নস স্টেট সিনেটকে দেওয়া তার চিঠিতে লিখেছেন, আমার সাক্ষ্যের সময় আমি অবগত ছিলাম না যে, মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের শুরুতে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীদের সঙ্গে কিছু সাধারণ যোগাযোগ হয়েছিল। যখন রাজ্য একক ফিসক্যাল ইন্টারমিডিয়ারি প্রোগ্রামে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছিল, তখনই এসব যোগাযোগ হয়েছিল। এ বক্তব্য পুরো চিত্রটাই পাল্টে দিয়েছে। কারণ, যদি আগে থেকেই আলোচনা হয়ে থাকে, তবে নিরপেক্ষ দরপত্র প্রক্রিয়ার ওপর প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ডেমোক্র্যাট সিনেটর জিম স্কোফিল (অরেঞ্জ), তিনি সিনেট ইনভেস্টিগেশন কমিটির চেয়ার, তিনি বলেন, এ সাক্ষ্য, এর সংশোধন এবং এখনকার নতুন মন্তব্য কেবল আরো বেশি প্রশ্ন তৈরি করছে। আমরা নিশ্চয়ই এর ফলোআপ করবো। তার সঙ্গে ছিলেন সিনেট স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ার গুস্তাভো রিভেরা (ব্রঙ্কস)। দুজনেই স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, এ বিতর্কিত প্রক্রিয়া তারা ছেড়ে দেবেন না।

গত মাসে অনুষ্ঠিত শুনানিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনার জিম ম্যাকডোনাল্ডও শপথের অধীনে বলেছিলেন, তিনি বা তার দফতর দরপত্র প্রক্রিয়ার আগে পিপিএলের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ম্যাকডোনাল্ড বলেন, নিউইয়র্ক বড় একটি রাজ্য। এখানে অনেক কিছুই শোনা যায়। তবে আমার টিম সৎভাবে দরপত্র প্রক্রিয়া চালিয়েছে, সৎভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং ভালো কাজ করেছে। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু এখন যখন প্রমাণ উঠে আসছে যে, তার দফতরের কর্মীরা আগেই পিপিএলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তখন কমিশনারের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন আরো তীব্র হচ্ছে।

গভর্নর হোকুলের দফতর এখনো সরাসরি অস্বীকার করেনি যে বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার আগে কোম্পানির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছিল কি না। তবে পূর্বে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, একক ফিসক্যাল ইন্টারমিডিয়ারি ব্যবস্থায় যাওয়ার প্রক্রিয়াটি আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য দফতর পরিচালিত একটি মানসম্মত দরপত্র প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা জানতেন না কে নির্বাচিত হবে, যতক্ষণ না প্রক্রিয়া শেষ হয়।

এ প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কারণে হোম কেয়ার প্রোগ্রামের ওপর নির্ভরশীল হাজারো পরিবার মারাত্মক সমস্যায় পড়েছে। কনজ্যুমার ডিরেক্টেড পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (সিডিপ্যাপ) নামের এ কর্মসূচি নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর। এখানে রোগী বা প্রতিবন্ধীরা নিজেরাই কেয়ারগিভার নির্বাচন করতে পারেন এবং সরকারি তহবিল থেকে তাদের বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন করে পুরো প্রক্রিয়া পিপিএলের হাতে যাওয়ার ফলে হাজার হাজার কেয়ারগিভারের বেতন আটকে গেছে। পরিবারগুলো একদিকে সেবার সংকটে, অন্যদিকে আর্থিক ধাক্কায় পড়েছে। প্রতিবন্ধী সন্তান বা বয়স্ক পিতামাতার যত্ন নেওয়া অনেক পরিবার এখন দিশেহারা। বিতর্কিত এ চুক্তি নিয়ে রিপাবলিকানদের পাশাপাশি ডেমোক্র্যাটদেরও চাপ বাড়ছে হোকুল প্রশাসনের ওপর। রিপাবলিকানরা স্পষ্টতই এটিকে দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে দেখাতে চাইছে আর ডেমোক্র্যাটরা স্বচ্ছতার দাবি তুলছেন। ফলে গভর্নর হোকুলের রাজনৈতিক অবস্থানও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। যেহেতু বিষয়টি ১১ বিলিয়ন ডলারের মতো বিশাল এক প্রোগ্রাম সম্পর্কিত, তাই এর রাজনৈতিক অভিঘাত আরো গভীর হতে পারে। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে এটি যদি প্রশাসনিক দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতির উদাহরণ হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে হোকুলের জন্য তা হবে একটি বড় সংকট।

নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি শামীম ও সম্পাদক পিন্টু

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হয়। এতে নারায়ণগঞ্জবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে মোস্তফা জামান শামীম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এস্তার শাহ আলী পিন্টুর নাম ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়াও কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নামও নির্ধারিত করা হয়। এদের মধ্যে সিনিয়র সহ সভাপতি হলেন হাজী শাহীন আহমেদ, সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস, আহমেদ কবির টামান ও কামরুজ্জামান, সহ-সাধারণ সম্পাদক রিফাত জাহান রাহিল, অর্থ-সম্পাদক- গোলজার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আরিফ জামান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক-রাসেল, ক্রীড়া সম্পাদক-মার্থী চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক- মামুন প্রধান, দপ্তর সম্পাদক- বকুল আক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- লিপা জামান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মনিরা শিরীন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- শাহিদা পারভীন। কার্যকরী সদস্যরা হলেন- মোঃ ফারুক হোসেন, সাইফুদ্দিন আহমেদ, দুলাল প্রধান, মারুফ প্রমুখ। সভায় বিদায়ী সভাপতি হুমায়ূন কবির তুহিন নব নির্বাচিত কমিটির সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং নতুন গঠিত কমিটিকে সকলকে সহযোগিতার আহ্বান দেন। নতুন সভাপতি মোস্তফা জামান শামীম ও সাধারণ সম্পাদক শাহ আলী পিন্টু এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাদেরকে নির্বাচিত করার জন্য প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং কমিটি পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। যথাসম্ভব খুব দ্রুত অভিষেক অনুষ্ঠান ও শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন কমিটির কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানানো হয়।

শাহ নেওয়াজ গ্রুপে নতুন মুখ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক সদস্য। কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট, ফেথানা সিয়াটিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সোসাইটি টরন্টো, কানাডার চিফ উপদেষ্টা।

নতুন নিয়োগ পাওয়া ফরিদ আলম ২৫ বছরের কর্মজীবনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সুনামের সাথে কাজ করেছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক ফরিদ আলম জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এনটিভির উত্তর আমেরিকা ব্যুরো প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে বাংলাবাজার পত্রিকা, আজকের কাগজ, এনটিভি ও চ্যানেল ওয়ানে বিশেষ প্রতিনিধি ও চিফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

চীফ ফটোগ্রাফার হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন নিহার সিদ্দিকী। তিনি নিউইয়র্কে প্রায় ২৫ বছর ধরে ফটো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। এর মধ্যে ইত্তেফাক গ্রুপের ফটো সাংবাদিক, নিউইয়র্কে বাংলাপত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির আজীবন সদস্য। সাদমান নেওয়াজ (জাহিন), গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। একই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন সাদিয়া নেওয়াজ (জাভিন)। প্রতিষ্ঠানটিতে জিএম হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন রাসেল ভূঁইয়া। এছাড়া গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কিলবাউন ব্রুকের জিএম হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন কেনান আহমেদ। শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ আজকালকে জানান, আশা করি যারা গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন, পদোন্নতি পেয়েছেন এবং অন্য যারা এই ব্যবসায়ী গ্রুপে যুক্ত আছেন তাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। খুব শিগগিরই শাহ নেওয়াজ গ্রুপের মিডিয়া লাইনে প্রবাস থেকে একাধিক টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার শুরু হবে।

উল্লেখ্য, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের অধীনে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, এনওয়াই ইন্সুরেন্স, ভিশনারস ড্রাইভিং একাডেমি, জিএমপি এক্সপ্রেস সার্ভিস, এসএস আয়রার প্রপার্টি, কেরিয়ার একাডেমিসহ আরও একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

ছাত্রদলসহ পাঁচ প্যানেলের বর্জন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্যানেল। ভোট চলাকালে অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেয় ছাত্রদল সমর্থিত 'নাদী-বৈশাখী-সাজ্জাদ পরিষদ' প্যানেল, ছাত্র ইউনিয়নের একাংশের 'সংশপ্তক পর্ষদ'। ভোট শেষে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সপোর্ট এলাকায় ফল বর্জনের ঘোষণা দেয় ছাত্রদল সমর্থিত সমপ্রীতির ঐক্য, সংশপ্তক পর্ষদ, স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পরিষদ, সক্রিয় আমরা জেনিয়েছে ম্যান্ডেটের আংশিক প্যানেল। ভোট ও ফল বর্জনের বাইরে ছিল শিবিরের সমর্থিত শিক্ষার্থী জোট, বামছাত্র সমর্থিত শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন। সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেশ কয়েকটি হলে ২০ থেকে ৩০ মিনিট পর ভোটগ্রহণ শুরু হয়। রিটার্নিং কর্মকর্তারা জানান, পোলিং এজেন্ট না আসা এবং টেবিল, এটেনডেন্স শিট তৈরি করতে দেরি হয়ে যায়। প্রথমে ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে ভোটারদের সংখ্যা। ভোট দেয়া একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হলে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী তুষার আহমেদ বলেন, জীবনে প্রথম ভোট দিলাম। খুবই আনন্দিত। কোনো চাপ অনুভব করিনি। তবে ব্রেইল পদ্ধতি না থাকায় সমস্যায় পড়েন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। দর্শন বিভাগের স্নাতক শিক্ষার্থী আহিদুল আলী বলেন, প্রথম ভোট দিলাম- অভিজ্ঞতা ভালো। ফ্রেন্ডকে নিয়ে এসেছি। আমি বলেছি সে ভোট দিয়েছে। কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। ভালো ভাবেই দিয়েছি। আমরা প্রশাসনকে ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বলেছি। তারা তা করেননি; সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আনতে বলেছে। সমস্যা হয়নি- তবে ব্রেইল হলে ভালো হতো।

ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রতিটি গেটেই তারা সতর্ক পাহারায় ছিলেন। বহিরাগতদের প্রবেশ করতে দেননি। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ দোকানগুলো ছিল বন্ধ।

সকালে শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ হলে প্রায় ২৫ মিনিট ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন ভোট দেয়া শিক্ষার্থীদের কালি ব্যবহার করা হচ্ছে না। অন্যদের শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডে ছবি ও প্রশাসনের কারও নাম্বার নাই। যার কারণে ভুয়া ভোট দেয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। যা থেকে শুরু হয় উত্তেজনা। এরপর রিটার্নিং কর্মকর্তার আশ্বাসে ফের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে। নির্বাচনের সময় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে দুপুরের দিকে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদী হাসানসহ সংগঠনের অন্তত ১৫ জন নেতাকর্মী হঠাৎ হলে প্রবেশ করে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। এ ঘটনায় হলে তীব্র হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা হল কর্তৃপক্ষকে জানালে দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সাময়িকভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ওই হলের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, ভোট দেয়ার পর শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়া নন-রিমুভাল কালি মুছে যাচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা হলে কর্তৃপক্ষকে জানান।

এ সময় নতুন কালি না আনা পর্যন্ত ভোট স্থগিত থাকে। ওই সময় শেখ সাদী হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রদল নেতা হলে প্রবেশ করেন। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তারা নারী হলে অনুপ্রবেশের কারণ জানতে চান এবং বাইরে চলে যেতে অনুরোধ করেন। এ সময় হট্টগোলের পরিস্থিতি তৈরি হলে হলটির প্রাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক শামীমা নাসরীন জলি এসে শেখ সাদী হাসানসহ উপস্থিত অন্যদের হল থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। হলের প্রাধ্যক্ষ শামীমা নাসরীন জলি বলেন, ভোটারদের হাতে দেয়া নন-রিমুভাল কালি মুছে যাচ্ছিল বলে আমরা সাময়িকভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখি। নতুন কালি এলে ভোট আবার শুরু হবে। কিন্তু অনুমতি ছাড়া কয়েকজন ভেতরে ঢুকে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। ভোট জালিয়াতির কোনো ঘটনা ঘটেনি।

এ ছাড়াও শহীদ রফিক জব্বার হলে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩ ব্যাচের এক শিক্ষার্থী বলেন, আমি ভোট দিতে এসে দেখি ভোটার শিটে আমার নামের জায়গায় অন্য কেউ স্বাক্ষর করে ভোট দিয়ে চলে গেছে।

দুপুর ২টার দিকে পুরনো রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিবির সমর্থিত ভিপি পদপ্রার্থী আরিফুল্লাহ বলেন, বুধবার থেকেই আমরা দেখছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।' ব্যালট পেপার ও ওএমআর শিট জামায়াতঘেঁষা প্রতিষ্ঠানে ছাপানো হয়েছে- এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এইচআরনকট বিডি নামের যে প্রতিষ্ঠানটি ছাপার কাজ করেছে, সেটি পরিচালনা করেন রুকনুজ্জামান রনি, যিনি বিএনপি সমর্থক। তার ফেসবুক প্রোফাইলে খালেদা জিয়া, তারেক রহমান ও অন্যান্য বিএনপি নেতার ছবি রয়েছে। তারপরও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। অতিরিক্ত ব্যালট পেপার নিয়েও অভিযোগ তোলেন তিনি। তিনি বলেন, আমরা জানতাম অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ব্যালট ছাপানো হয়েছে। আমাদের দাবি ছিল এগুলো সিল করে রাখা হোক এবং ভোটার সংখ্যার সমান ব্যালটই প্রত্যেক হলে দেয়া হোক। কিন্তু আজ আমরা অনেক হলে অতিরিক্ত ব্যালট পেয়েছি। এটা কমিশনের প্রস্তুতির ঘাটতির পরিষ্কার প্রমাণ। বেলা ৪টার দিকে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেয় ছাত্রদল। মওলানা ভাসানী হলের অতিথি কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী।

জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ফান্ড রেইজিং : ৪ লাখ ডলার সংগৃহিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

তলায় উন্নীত করতে শুরু হয়েছে সম্প্রসারণ কাজ। প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজে প্রাথমিকভাবে এক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। পুরো কাজ সম্পন্ন হতে প্রয়োজন আরো দুই মিলিয়ন ডলার। সম্পূর্ণভাবে মুসল্লিদের অনুদানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জেএমসির সম্প্রসারণ কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। সম্প্রসারণ কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিশেষ ফান্ড রেইজিংয়ের আয়োজন করা হয় লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে গত ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায়। আয়োজিত এই ফান্ড রেইজিংয়ে সাধারণ মুসল্লিসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী- পেশার শুভানুধ্যায়ীগণ অংশগ্রহণ করেন।

ফান্ড রেইজিংয়ে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি বিজয়ী নিউইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জেএমসির ইমাম শামসি আলী। প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি আফতাব মান্নান-এর উপস্থাপনায় স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ মাহমুদুর রহমান। ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন শাহরিয়ার রহমান। জেএমসির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ নাজমুল এইচ খান বিস্তারিত আলোচনা করেন সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে। তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন জেএমসির প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গকে। ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জেএমসি পরিচালনা কমিটি এবং সম্প্রসারণ কাজে যারা আর্থিক অনুদান প্রদান করে চলেছেন তাদের প্রতি। তখন সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন জেএমসির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন তরুণ ইসলামী স্কলার ডঃ জাকির আহমেদ। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তাতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিনিয়োগ করতে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ডঃ জাকির আহমেদ। জেএমসির ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভবন সম্প্রসারণ কাজে যুক্ত হতে অনুদানের আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠানটির কল্যাণমূলক ও শিক্ষণীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ শেখ মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

জোহরান মামদানী তার বক্তব্যে জেএমসির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানান ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিভিন্ন সময় এই মসজিদে জুমার নামাজ আদায় ও ঈদের জামাতে আমি আপনাদের সাথে অংশ নিয়েছি। মামদানি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি একক কোন ব্যক্তির নয়। এই মহানগরী সবার। তিনি বলেন, আমি বরাবরই প্যালেস্টাইন ইস্যুতে কথা বলেছি এবং এখনো বলছি। আমি ন্যায় বিচার সাম্য ও সকলের নিরাপত্তায় বিশ্বাসী। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের এখতিয়ার রাখেন না। নিউইয়র্কবাসীই সিদ্ধান্ত নিবে কে হবেন সিটির পরবর্তী মেয়র। মুসলিম ভোটাররা নিউইয়র্ক সিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন বলে মন্তব্য করেন জোহরান মামদানি। অনুষ্ঠানে ভবন সম্প্রসারণ কাজের উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। জেএমসির নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আরো ৫ হাজার ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বাড়বে। ফলে বর্তমান ৯ হাজার ৮৪০বর্গফুট মিলে মোট আয়তন দাঁড়াবে ১৫ হাজার ৪৩৪ বর্গফুট।

নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউজের গ্রান্ড ওপেনিং ১৫ সেপ্টেম্বর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ও ভারতের এক ঝাঁক তারকার ডিজাইন করা পোশাক, প্রতি মাসে নতুন কালেকশন আর ধামাকা অফার। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় প্রতিষ্ঠানটির গ্রান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা, সঙ্গে থাকবেন মাহিয়া মাহি, মামুনুল ইমন, নীরব হোসেনসহ আরও অনেকে। পুরো আয়োজনের তত্ত্বাবধানে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল হোসেন। নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ গ্রুপ অব কোম্পানিজ আশা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা করবে নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউজ।

ফ্যাশন শুধু পোশাকের নাম নয়, ফ্যাশন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। কে কেমনভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে তার রুচি, তার স্বপ্ন আর তার পরিচয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, ভিড়ের মাঝে নিজেকে আলাদা করে তুলতে, আর নিজের ভেতরের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে ফ্যাশনের বিকল্প নেই। আর সেই ফ্যাশনের অনন্য দুনিয়াতেই নতুন রঙ, নতুন অধ্যায় নিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে- ঘর্ষা গিড়ংশ ঋণ্ডংবরড়ঁং ঐড়ঁং। বাঙালির প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে এবার শুরু হচ্ছে ফ্যাশনের আসল উৎসব।

প্রতি মাসে নতুন ডিজাইন, সাথে ধামাকা অফার, তারুণ্যের জন্য এক অনন্য গন্তব্য হয়ে উঠতে যাচ্ছে এই ফ্যাশন হাউস। রঙ, স্টাইল আর ট্রেন্ডের অনবদ্য মিলনমেলায় নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউসে থাকবে বাংলাদেশ ও ভারতের একঝাঁক তারকাদের নিজস্ব ডিজাইনের বাহারি পোশাক।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় অনুষ্ঠিত হবে প্রতিষ্ঠানটির গ্র্যান্ড ওপেনিং। উদ্বোধনী মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। সঙ্গে থাকবেন মাহিয়া মাহি, মামুনুল ইমন, নীরব হোসেনসহ আরও একঝাঁক তারকা।

এই মহোৎসবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল হোসেন, যার হাতের ছোঁয়ায় প্রতিটি পোশাক হয়ে উঠবে আধুনিক, স্টাইলিশ এবং একেবারে অনন্য। নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউসের ঠিকানা, ৭২-২৮ ব্রডওয়ে, সেকেন্ড ফ্লোর, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

নেপালের আগুনের স্ফুলিঙ্গ ভারতে ছড়াতে পারে!

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সুবিধাভোগীদের বাড়ি বাড়ি হামলা চালায় সাধারণ মানুষ। অর্থ মন্ত্রীকে হামলা পিটিয়ে দিগম্বর করে পানিতে ফেলে দেয়। এক ভিডিওতে দেখা যায়, নেপালের মন্ত্রী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের একটি সেনা হেলিকপ্টার থেকে ফেলা দড়ি আঁকড়ে থাকতে। পার্লামেন্ট ভবন পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মন্ত্রীদের বাড়ি লুট হয়েছে। নেপালের পাঁচতারকা হোটেলে হামলা করা হয়েছে। বাংলাদেশি এক পরিবার এই হামলার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ ফুটবল দলের সদস্যদের সামরিক বিমানে করে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আন্দোলনে গুলিতে ৩০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কয়েকশত মানুষ। পুলিশকে বেদম পিটুনি দেয়ার পর থানা লুট হয়েছে। নেপালের এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ভারতের মোদিকেও স্পর্শ করতে পারে। এর আগে যেমনটা জ্বলেছিল বাংলাদেশে দুর্নীতিবাজদের ঘাঁটি। বাংলাদেশের পলাতক প্রধানমন্ত্রী ও দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের গত এক বছর ধরে ভারত সরকার আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিজয় থালাপাতেদের অনেক

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

পানিতে পড়ে আছি, নির্বাচনের পর পাড়ে উঠবো

১২ পৃষ্ঠার পর

ছাত্র-জনতার কমিশন হলে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কিছু সক্রিয় নেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিল কিন্তু দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ডুবতো না, টিকে যেত। লীগারদের দেশ ছেড়ে বহুদেশে পালাতে হতো না। বর্তমান অভিনেতা রাজনীতিবিদদের নির্বাচন পিছানোর উছিলা এড়িয়ে নির্বাচনের শর্তবিহীন তারিখ ঘোষণা করা অন্তর্বর্তীকালীন মিশ্র সরকারের ফরজ হয়ে পড়েছে।

পাঠক মনে করতে পারেন ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করে সেই সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংকট সমাধানধর্মী বিল পাস করে সরকার চালু করা হয়েছিল। সেইমতে বর্তমানেও যদি সাবলীলভাবে নির্বাচন সময়মতো না হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে কারারত উপদেষ্টা সরকার সেনাসহ শক্ত মনোভাব নিয়ে যে ধারায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা সেই রেফারেন্সে একটি লীগের ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরি করে নির্বাচনের এই উদ্যোগটি নিতে পারেন। তখন উপদেষ্টা পরিষদকে টাইটানিক মনোভাব পরিত্যাগ করে সংস্কারন নিয়ে নির্বাচন বিরোধী এবং দেশি-বিদেশি অশুভ টাইটানদের সামলা-সামলি হতে হবে। এতে নির্বাচনের ফলাফল হতে পারে যে বহুসংখ্যক প্রার্থী (স্বতন্ত্রসহ) নির্বাচনে অংশ নেবেন, জিতেও আসবেন। তারপর সেই সংসদে দেশের স্বার্থে যাবতীয় বিল-পরিকল্পনা অনুমোদন করে নিতে হবে। পরবর্তীতে ট্রমাকাটা রেগুলার রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকবে। ড. ইউনূস সরকারের একটি গ্রহণযোগ্য প্রস্থান নিশ্চিত হবে। টাইটানিক-টাইটানের শিক্ষা আমাদের জন্য উপকার বয়ে আনুক।

ডাকসুতে ছাত্রদলের হার-বিএনপিকে যা ভাবতে হবে

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বিএনপি ও ছাত্রদল কী করবে? তাদের এই ফলাফল মেনে নিয়ে অন্তত একটা ভালো সংস্কৃতি বা 'ম্যানার' দেখাতে হবে। নির্বাচনে এমন কোনো অনিয়ম ঘটেনি, যা তাদের জন্য ফলাফল উল্টে দিতে পারত। নির্বাচন নিয়ে তারা যত কান্না-হোড়াছুড়ি করবে, তত বেশি সাধারণ ছাত্রদের রোষে পড়বে। পরবর্তী পদক্ষেপ দলের বড় ভাইদের নিতে হবে। 'আমরা বড় দল, আমরাই জয় লাভ করব'-এই মনোভাব ঝেড়ে ফেলে তাদের নিজেদের 'আত্ম-দর্প' বা 'হার্ড পার্টি' থেকে নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে। গতানুগতিক রাজনীতি থেকে পা ঝাড়া দিয়ে তাদের বড় ধরনের দলীয় সংস্কার করতে হবে। জনগণকে দেখাতে হবে এবং জনগণকে সত্যিকার দেখতে হবে যে বিএনপি পরিবর্তিত হচ্ছে। শুকনা কথায় চিড়া ভিজবে না। বিএনপি যদি দলীয় রাজনীতিতে শুদ্ধি না আনতে পারে এবং এই শুদ্ধতা যদি তারা জনগণকে দেখাতে না পারে, তাহলে দেশটাই তাদের জন্য ডাকসু হয়ে যাবে। আমি আমার এক কলামে লিখেছিলাম, 'তারেক রহমান দুই লাইনের একটা সমন জারি করে স্বেচ্ছাসেবক দল ও যুবদলকে স্থগিত করে দিতে পারেন, তাদের মধ্যে যাদের ভালো ইমেজ আছে, তাদের বিএনপিতে স্থান দিতে পারেন। বিএনপির মতো এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কেন এত অঙ্গসংগঠন লাগবে?' বিএনপির একদম এটাই করতে হবে এমন নয়। তবে এ ধরনের বড় কিছু, যা জনগণের কাছে দৃশ্যমান হবে ও যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাদের কেলেঙ্কারিগুলো জনগণকে আর দেখতে ও শুনতে হবে না। ডাকসুর নির্বাচন একটা জিনিস স্পষ্ট করেছে যে আওয়ামী লীগের বদনামগুলো গায়ে মেখে বিএনপি বেশি দূর এগোতে পারবে না।

সালেহ উদ্দিন আহমেদ: ডাকসুর সাবেক সদস্য, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

নিউইয়র্কে সাইফুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মাহফিলের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিলু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা সালেহ চৌধুরী বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, মৌলভীবাজার চেম্বার এন্ড কমার্সের সভাপতি সোহেল আহমেদ, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, প্রাক্তন যুগ্ম আহবায়ক এজিএম জাহাঙ্গীর হোসাইন, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল আলম ভূঁইয়া, লিয়াকত আলী, সুলতান মাহমুদুন সিদ্দিকি উজ্জ্বল এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ইমরান হোসেন চেয়ারম্যান ও বশির উদ্দিন। সংগঠনের সভাপতি সায়েকুল হাসান তরফদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী

খোকন। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়েলী যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন মরহুম সাইফুর রহমানের নাতনি আমিরা রহমান, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আরিফুল হক চৌধুরী এবং হবিগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গৌস। অনুষ্ঠানে সাইফুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি জাবেদ উদ্দিন ও বশির খান, জিল্লুর রহমান খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তপনির রায় তুতন, টিটু চৌধুরী, জুয়েল খান, মতিউর রহমান চৌধুরী টুকু, খলিলুর রহমান, জাবেদ উদ্দিন, সৈয়দ ফয়সল, শামিম আহমেদ, গনি খান, লাল মিয়া, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী ও সদস্য মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, আবুল কালাম শিপু, সাইদ আহমেদ রিপন আহমেদ, মোহাম্মদ সানি, সিপু আহমেদ, মুনা খান, লিটন খান, জোবায়ের খান জুয়েল, জসিম আহমেদ, শাহীন আহমেদ, সাদিকুর খান, রুবেল আহমেদ, সুলতান মাহমুদ উজ্জ্বল, সাকিব আহমেদ, কয়েস আহমেদ, মশিউর রহমান চৌধুরী টুটু, মুমিনুল ইসলাম সাব্বির, মফজল চৌধুরী সজীব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মরহুম এম সাইফুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি সারা জীবন লালন করেছেন। তিনি দলীয় রাজনীতি করলেও বৃহত্তর সিলেট সহ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। যে কারণে দেশের মানুষ আজো তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বক্তারা বলেন, সাইফুর রহমান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক সং রাজনীতিবিদ। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে তিনি কাজ করেছেন। বিএনপি সরকারের সময় দেশের স্বাবলম্বী অর্থনীতিকে তিনি শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে চালু করেন ভ্যাট আইন। সব মিলিয়ে সাইফুর রহমান ছিলেন দেশের প্রথম অর্থনীতির সংস্কারক। ছিলেন সফল অর্থমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সাইফুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা হাফিজ এবাদুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বনভোজন

৩ পৃষ্ঠার পর

মিউজিক্যাল চেয়ার, দুপুরের লাঞ্চ, সংগীত পরিবেশনা সহ একে পর এক মনোমুগ্ধকর পর্ব চলে দিনভর।

সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় কন্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব আর কৃষ্ণা তিথির পরিবেশনা ছিলো বনভোজনের অন্যতম আকর্ষণ। সিলেট সদরের পরিচিত মুখ এজাজ আলমের পারফরম্যান্স ও ছিল দুর্দান্ত।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সহ-সভাপতি

মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মো. আলী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী, নুরুল ইসলাম, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোদাব্বের আহমদ মন্জু, শাহিন আজমল, আসিফ চৌধুরী, সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা আশরাফ আহমদ, ট্রাস্টি কয়েস আহমদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি ইয়াসিন রুমীল, শামসুদ্দিন, আব্দুল মালেক খান সায়েক, মাহবুব রহমান, মেহবুব আহমদ, মামুন আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল, জয় দে, বর্তমান কার্যকরী কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজিব খান, সহ সভাপতি শাকিল আবু নোমান, জয়ন্ত কুমার, সহ সাধারণ সম্পাদক আতাউল হাকিম হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক তানভির রাকিব, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হাফিজ আফতাব, সংস্কৃতি সম্পাদক তানভীর চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক জুবের আহমেদ প্রমুখ।

পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানের পর সবাইকে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি আর.সি টিটো বনভোজনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং সামান্য কথন

৬ পৃষ্ঠার পর

জটিল ও ভয়াবহ সমস্যা। কোন জাতীর উন্নতির জন্য প্রথম এবং প্রধান উপকরণ হচ্ছে শিক্ষা বা অক্ষর জ্ঞান। নিরক্ষর লোকেরা ভালোমন্দ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাই দেশের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। তারা ব্যক্তি জীবন ও জাতীয় জীবনেও অভিশপ্ত। এ অভিশাপ থেকে তাদের মুক্ত করতে না পারলে জাতীয় অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব নয়। নিরক্ষর লোকদের অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার জন্য আমাদের আরও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে অ-আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করেছে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের মানুষকে আলোকিত করা। স্কুল ও কলেজের বাইরে পাহাড়ী এলাকা, দুরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাওর, বাওর, চর, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলাকা, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, অতি বঞ্চিত শিশু, শ্রমিক, ঝরে পড়া, পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান, হরিজন বা নিচুবর্ণের শিশু এদের শিক্ষার জন্য ওয়ার্ড, এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্প বা হোস্টেল নির্মাণ করে শিক্ষার দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। যারা বয়স্ক ও বিধবা ভাতা গ্রহণ করছেন তাদেরকেও নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্বাক্ষর জ্ঞানের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, সমাজকর্মী, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের মানুষকে শিক্ষার উপকারীতা বোঝাতে হবে। সমাজের যে কোন অংশের নাগরিকদের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন হয় না। একজন ডাক্তারের অপারেশন সফল যদি না হয় তবে একজন রোগী মারা যাবে। একজন বাস বা ট্রাক চালক, লঞ্চ চালক, বা রেলের চালকদের একটু অবহেলায় অনেক লোকের অভাবনীয় ক্ষতি হতে পারে। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হতে পারে তা তাদের বোঝাতে হবে। সরকারী বা বেসরকারী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগাতে হবে। বর্তমান সরকার বৃত্তি মূলক, কারিগরী এবং কর্মমূখী শিক্ষা (হাতে কলমে প্রশিক্ষিত) অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক শিক্ষা চালু করেছে। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা সে দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে সাধারণ শিক্ষার দ্বারা মানসিক বিকাশ ঘটলেও কর্ম ও জীবিকার নিশ্চয়তা থাকে না। কর্মমুখী শিক্ষা সেই নিশ্চয়তা বিধান করে জীবনকে হতাশা মুক্ত করে। প্রয়োজনের তুলনায় তবে তা অতি সামান্য, বর্তমানে এ শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আমি মনে করি, অক্ষর বা বর্ণমালার মাধ্যমে অর্জিত হয় শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব ঘটায় মুক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানই শক্তি বা শিক্ষাই শক্তি।

লেখকঃ শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।

আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নাকি নতুন ভুলের শুরু?

১০ পৃষ্ঠার পর

ছাড়া এই পরিবারতান্ত্রিক নেতৃত্ব আদৌ কার্যকর হবে কি না।

দলের ভেতরের অস্থিরতা : ওবায়দুল কাদেরকে সাইডলাইনে রাখা, আবার আসাদুজ্জামান খান কামাল, এ.এফ.এম. বাহাউদ্দিন নাসিম, জাহাঙ্গীর কবির নানকদের ওপর আস্থা রাখার খবর দলের ভেতরেই নতুন দ্বন্দ্ব তৈরি করছে। অনেকে মনে করছেন, হাসিনা তার নিকটাত্মীয়দের সামনে এনে দলের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের অপমান করছেন।

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ : বিশ্ব ইতিহাসে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির টিকে থাকার নজির সীমিত। পাকিস্তানে ভুট্টো পরিবার, ভারতীয় কংগ্রেসে গান্ধী পরিবার, শ্রীলঙ্কায় রাজাপাকসেকে পরিবার-সব ক্ষেত্রেই জনগণের বিরাগ, দলে ভাঙন এবং শেষ পর্যন্ত দুর্বলতাই প্রধান ফলাফল হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নতুন এই পরিবারতান্ত্রিক কাঠামোও একই বিপদে পতিত হওয়ার ঝুঁকি বহন করছে। শেখ হাসিনা হয়তো ভেবেছেন-'Rahul-Priyanka মডেল' প্রয়োগ করে তিনি দলকে পরিবারের ভেতরেই ধরে রাখতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো- জনগণের আস্থা হারানো একটি দল কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে টিকে থাকতে পারে না। আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য দল আবারও 'পরিবারতন্ত্রের হাতল' নিয়ে দাঁড়ালে তা ভেঙে পড়বে দ্রুত। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে এ ধরনের কৌশল শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী প্রমাণ হতে পারে।

ম্যাকিয়াভেলির সেই বিখ্যাত সতর্কবাণী এখানে প্রযোজ্য: "জনগণ যদি আর মেনে নিতে না চায়, উত্তরাধিকার নেতৃত্ব যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন-অবশেষে ভেঙে পড়বেই।"

সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দিল্লিতে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন: শেখ হাসিনার ভাষণ খসড়া, কর্মকাণ্ডের ক্যালেন্ডার নির্ধারণ, বাইরের দর্শনার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি।

সজীব ওয়াজেদ জয়, যুক্তরাষ্ট্রে বাস করলেও দলের মুখপাত্র ও "ন্যারেটিভ ম্যানেজার" হিসেবে কাজ করছেন, আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিধিত্ব করছেন।

পাশাপাশি, কলকাতায় অবস্থানরত দলের অভ্যন্তরীণ শক্তিধর নেতারা - আসাদুজ্জামান খান কামাল, এ.এফ.এম. বাহাউদ্দিন নাসিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক - ভারতে শেখ হাসিনার যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম।

এভাবেই দলে একটি নতুন ত্রিভুজীয় কাঠামো গড়ে উঠেছে- মূল নেতা নির্বাসনে, মেয়ে দিল্লিতে, ছেলে যুক্তরাষ্ট্রে, এবং মধ্যস্থতা কলকাতায়।

বাংলাদেশ আজ যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে, তা কেবল এক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রাষ্ট্র কেমন হবে সেই প্রশ্ন। নেতৃত্ব হতে হবে জনগণের আস্থাভাজন, নির্বাচন হতে হবে অবাধ ও সুষ্ঠু, আর বিচারব্যবস্থা হতে হবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। এগুলো ছাড়া গণতন্ত্র কেবল শব্দে সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রখ্যাত রাজনৈতিক চিন্তক আলেক্সিস দ্য টকভিল বলেছিলেন: "প্রতিটি প্রজন্ম তার উত্তরাধিকার সূত্রে গণতন্ত্রকে কেবল ভোগ করার জন্য পায় না; বরং তার দায়িত্ব হলো সেটিকে রক্ষা করা, উন্নত করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরও শক্তিশালী করে তোলা।"

বাংলাদেশের রাজনীতির সামনে এই মুহূর্তে দায়িত্ব স্পষ্ট: উত্তরাধিকার নয়, দায়বদ্ধতা। পরিবার নয়, জনগণ। ক্ষমতা নয়, গণতন্ত্র।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

মহিলাদের জন্য
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা আছে
KARNAFULLY
TRAVEL INC.
EXCLUSIVE UMRAH
PACKAGE FOR NOVEMBER 2025
JFK-JEDDAH
19TH NOV
MADINA-JFK
29TH NOV.
TOTAL DAYS
9 DAYS
(2 Jummah Makka & Madina)
PACKAGE INCLUDES
1. Round Trip Ticket From Jfk To Jedda & Madina To JFK.
2. 1 Year Multiple Entry Tourist Visa (Us Passport) & Perform Umrah With Guide.
3. 5* Star Hotel Makka & Madina Near to Haram With VIP Breakfast Buffet in Hotel.
4. Full Ground Transportation With Luxury Bus From Jedda Airport To Makka Hotel, Makka To Madina, Madina To Airport.
5. Historical & Religius Tours With Guidance (Makka & Madina).
6. Extra Visit Makka Tayef & Madina Wadi-E-Jinn.
7. Individual Family Package Also Available. *
KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite # 201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Tel: +1-718-205-6050, Cell: +1-646 724 5933
karnafullytravel@yahoo.com I www.karnafullytravel.com

গোল্ডেন এইজ হোমকেয়ারের অনুষ্ঠান 'ঈদে মিলাদুন্নবী'তে ফেডারেল হলিডে দাবী

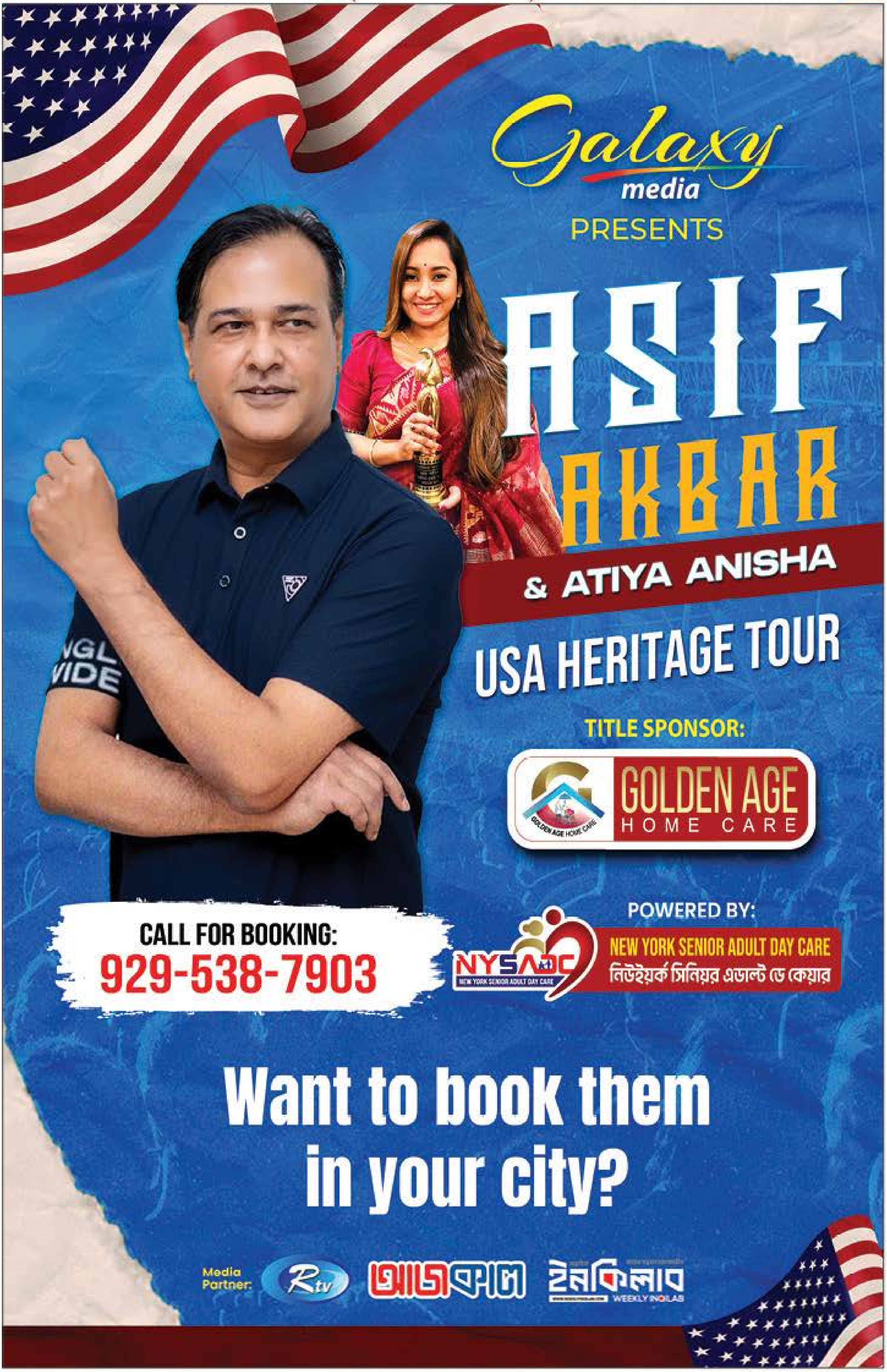
Galaxy media
PRESENTS
ASIF
AKBAR
& ATIYA ANISHA
USA HERITAGE TOUR
TITLE SPONSOR:
GOLDEN AGE
HOME CARE
POWERED BY:
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
CALL FOR BOOKING:
929-538-7903
Want to book them in your city?
Media Partner:
Rtv
আজকাল
ইনকিলাব
WEEKLY INQILAB

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.co

AGE
RE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

আতিফ আসলাম শো'তে হাজার হাজার শ্রোতার ভীড়

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হতে থাকে। নানাউ কলেজিয়ামের বাইরের পার্কিং লটে তখন ৪০ ডলারের বিনিময়ে সহস্রাধিক গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। এরই মধ্যে দলে দলে ভেতরে ঢুকতে থাকে দর্শক-শ্রোতারা। নিরাপত্তা চেকআপের পর চারটি লেনে তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সের মানুষ ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। এ সময় ভেতরে দাঁড়িয়ে দর্শকরা যাতে ঝামেলামুক্তভাবে প্রবেশ করতে পারেন তা পর্যবেক্ষণ করেন শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার শাহ নেওয়াজ ও এই গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ। তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে দর্শকদের ভেতরে প্রবেশে নানাভাবে সহযোগীতা করেন।

শো শুরু হবার আগে শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ স্থানীয় প্রমোটার আরাভ মতওয়ানিকে সাথে নিয়ে পুরো অডিটোরিয়াম ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য নানা পরামর্শ দেন। এ সময় শাহ নেওয়াজ স্থানীয় প্রমোটারকে বলেন, দর্শকরা অনেক কষ্ট করে অনেক অর্থ ব্যায় করে গান শুনতে এসে যেনো কোনো সমস্যায় না পড়েন।

পুরো শো'র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুই শতাধিক নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ দেয়া হয়। পাশাপাশি ভেতরে একাধিক স্টলে ছিলো হালকা খাবারের ব্যবস্থা। শ্রোতারা অনেকেই শো শুরুর আগে হালকা নাস্তা বা পানীয় খেয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। বিকেল থেকেই শ্রোতারা অডিটোরিয়ামের বাইরে ভীড় করতে থাকলেও সন্ধ্যা ৭ টা থেকে তারা ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পান। নিরাপত্তা আর্চওয়ে পেরিয়ে টিকিট স্ক্যান করে সবাইকে ভেতরে প্রবেশ করতে দীর্ঘ লাইন দেখা গেলেও কারো চোখেমুখে হতাশার ছাপ ছিলো না। সবারই চোখেমুখে ছিলো নতুন কিছু দেখার বা শোনার এক তীব্র আকাঙ্খা। একদিকে লাইন ধরে শ্রোতারা ঢুকছে আর তার পাশেই কাউন্টারে টিকিট বিক্রি হচ্ছিলো। যদিও নির্ধারিত আসনের তুলনায় টিকিটের চাহিদা ছিলো বেশি। কিন্তু তারপরও দর্শকদের স্বাচ্ছন্দের জন্য মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রি করা হয়। আসন ভেদে টিকিটের মূল্যের হেরফের ছিলো। সামনের আসনে এক হাজার ডলার থেকে শুরু করে পেছনের দিকে ৬০ ডলার পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হয়েছে। নির্ধারিত আসনের চেয়ে টিকিটের বেশি চাহিদা থাকলেও পরে টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়।

রাত নয়টার দিকে আতিফ আসলাম যখন মঞ্চে উঠেন সে সময় হাজার হাজার শ্রোতার করতালি আর উল্লাসে কেঁপে উঠে পুরো অডিটোরিয়াম। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পরই কোনো বিরতি ছাড়াই টানা দুই ঘন্টা গান গেয়ে নেচে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে। বিশাল আকারের অডিটোরিয়ামে কানায় কানায় ভরা শ্রোতা থাকায় আতিফ আসলাম চারিদিকে ঘুরে ঘুরে অনেকের সাথে হাত মিলান। একই সাথে গানও করেন। অডিটোরিয়ামের দুইপাশে ছোট বড় দুটো মঞ্চ তৈরি করা ছিলো তার জন্য। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, শুধুমাত্র বাংলাদেশি দর্শকরাই নয়, এই শো'তে হাজার হাজার পাকিস্তানী ও ভারতীয় প্রবাসীরাও সঙ্গীত উপভোগ করেন। তবে তরুণীদের সংখ্যা ছিলো চোখে পড়ার মতো। সেন্ট জোনস কলেজের শিক্ষার্থী দিবা আলী, আলেয়া খান জানান, এর আগেও তারা পাকিস্তানে আতিফ আসলামের শো লাইভ দেখেছে বা শুনেছে কিন্তু আজকের এই শো'র মতো আতিফ আসলামকে নাচানাচি করতে দেখেনি। টেক্সাস থেকে তার ভাইয়ের সাথে আনজুমান আরা এসেছিলেন প্রথমবারের মতো আতিফ আসলামের গান শুনতে। তার বয়স এখন ২০। আতিফের গান শুনে সে এতই খুশী যে আগামীতে যেখানেই শো হবে সেখানেই যেতে চায় সে।

নাদিয়া বক্স আতিফ আসলামকে তার ভালোবাসা আর ভালো লাগার কথা জানাতে ছুটে এসেছিলেন ফ্লোরিডা থেকে। সাথে তার বাবা মা ছিলো। ছিলো তার স্বামী ইফতিখার খান। তারপরও কাগজে লিখে নিয়ে এসছিলেন, 'আই লাভ ইউ আতিফ।' সেটা আতিফ হাতে নিয়েছে এবং ফিরতি ভালোবাসাও প্রকাশ করেছে উন্মুক্ত মঞ্চে। তাদের আরও শত শত মেয়ের আবদার ছিলো আতিফ আসলামের সাথে হাত মেলানোর, হাতে স্পর্শ করার। সবাইকে খুশী করতে না পারলেও পুরো অডিটোরিয়াম ঘুরে ঘুরে অনেকের সাথে হাত মিলিয়েছে। সেল্ফি তোলার সুযোগ দিয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে এই শো ছিলো এক অভূতপূর্ব আনন্দসন্ধ্যা। সবাই ফিরে যাবার আগে একবুক আনন্দ আর সুখানুভূতি নিয়ে ফিরে গেছে আবারও আতিফ আসলামের গান শোনার আশা নিয়ে। নিউইয়র্কে কোনো বাংলাদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে এতবড় বাজেটের আয়োজন ছিলো এটাই প্রথম। আয়োজক প্রতিষ্ঠান শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই তারা আরও বড় পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রবাসীদের বিনোদনের জন্য বিশ্বখ্যাত আরও কয়েকজন শিল্পিকে নিয়ে একটি গ্র্যান্ড শো'র আয়োজন করবেন। আতিফ আসলাম নিজেও খুশী এত বড় আয়োজনের জন্য। আতিফ নিজেই শাহ নেওয়াজ পরিবারের সাথে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করে স্থানীয় ও ন্যাশনাল প্রমোটারের কাছে খবর পাঠান। অনুষ্ঠান শেষে শাহ নেওয়াজকে আতিফ আসলাম ধন্যবাদ জানান এতবড় ব্যয়বহুল একটি সফল অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। তিনি আবার তার আমন্ত্রণে নিউইয়র্কে আরও শো করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শাহ নেওয়াজ আতিফ আসলামকে বলেন, তিনি খুব শিগগিরই আরও একটি শো করবেন তাকে নিয়ে। কিছু সময় শাহ নেওয়াজ পরিবারের সাথে আড্ডা দেয়ার পর একসাথে ক্যামেরাবন্দি হন আতিফ আসলাম ও শাহ নেওয়াজ পরিবার।

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.

Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!
Tel. 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com

20 Years Experience
BUY - SELL - RENT

আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোন: 929-393-7331

EXIT
EXIT REALTY PRIME
169-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11432
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator

• ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)

631-805-1051
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE

NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

যুক্তরাষ্ট্র থেকেই সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স বাংলাদেশে

৬২ পৃষ্ঠার পর

(২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের ৬ দিন) একই সময়ের চেয়ে ১৮ কোটি ৫০ ডলার বেশি এসেছে। গত বছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ৮৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

আর চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের ৯ দিন পর্যন্ত ৫৯১ কোটি ৮০ লাখ ডলার। যা গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসেছিল ৪৯৭ কোটি ১০ লাখ ডলার। অর্থবছর হিসাবে গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৯৪ কোটি ৭০ ডলার বেশি এসেছে। যা প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ দশমিক ১০ শতাংশ।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা। আর গত আগস্টের পুরো সময়ে এসেছিল ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলার বা ২৯ হাজার ৫৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকার রেমিট্যান্স এসেছে।

এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল, যা ছিল বছরের রেকর্ড পরিমাণ। আর পুরো অর্থবছর (২০২৪-২৫) জুড়ে প্রবাসী আয় এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল জুলাইয়ে ১৯১.৩৭ কোটি ডলার, আগস্টে: ২২২.১৩ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০.৪১ কোটি ডলার, অক্টোবরে: ২৩৯.৫০ কোটি ডলার, নভেম্বরে: ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে: ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি ডলার, ফেব্রুয়ারিতে: ২৫৩ কোটি ডলার, মার্চে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে: ২৭৫ কোটি ডলার, মে মাসে ২৯৭ কোটি ডলার এবং জুনে ২৮২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ও প্রবাসী আয়ের পথ সহজ করায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক ধারায় রয়েছে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি

আমাদের প্যাকেজ বিবরণ

- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL

37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

লন্ডনে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

৬২ পৃষ্ঠার পর

আইনপ্রণেতা হার্জগের সফর সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের মতো আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) হার্জগের গ্রেপ্তারের জন্য কোনও পরোয়ানা জারি করেনি। লন্ডনে প্রেসিডেন্ট আইজ্যাকের বিপক্ষে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তবে তাদের চিঠিতে আইন প্রণেতারা বলেন যে তারা আশঙ্কা করছেন ১৯৪৮ সালের গণহত্যা কনভেনশনের অধীনে লন্ডনে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানানোর ফলে যুক্তরাজ্য তার আন্তর্জাতিক আইনি দায়িত্বের প্রতি উদাসীন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। যার মধ্যে যেখানেই গণহত্যা ও উস্কানি ঘটুক না কেন তা প্রতিরোধ ও শাস্তি দেওয়া রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার আনা একটি মামলায় আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আই. সি. জে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তার প্রমাণ হিসাবে, দক্ষিণ আফ্রিকা হার্জগের বেশ কয়েকটি বিবৃতি এবং পদক্ষেপ তালিকাভুক্ত করেছে। যা তারা দাবি করেছে যে গণহত্যার প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। তবে ইসরায়েল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর এথিক্স, ল' অ্যান্ড আর্মড কনফ্লিক্ট-এর সহ-পরিচালক জ্যানিনা ডিল সিএনএন-কে জানিয়েছেন। হার্জগের সফর অগত্যা গণহত্যা প্রতিরোধের কর্তব্য লঙ্ঘন করে না কারণ এটি নীতিগতভাবে ইসরায়েলকে পথ পরিবর্তন করতে ব্রিটিশ প্রভাব প্রয়োগ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ডিল জোর দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার যদি হার্জগের সফরকে ইসরায়েলি সরকারকে পথ পরিবর্তনের জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা না করে, তবে এটি গণহত্যা রোধ করার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

গাউসিয়া কমিটি নিউইয়র্কের মিলাদুন্নবী পালন

৬২ পৃষ্ঠার পর

উপলক্ষে বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ (স.) এর জীবনী শীর্ষক আলোচনা, মিলাদ- মাহফিল প্রভৃতি। গাউসিয়া কমিটি নিউইয়র্ক শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড.এমদাদুর রহমান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাজী মোহাম্মদ ফারুক, মূলধারার রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, সংগঠনের উপদেষ্টা ও সাংবাদিক সৈয়দ জেলাল উদ্দিন মাহমুদ। আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি হাজী মো. নাসের। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা কামাল।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার আহ্বান জানান। অতিথিদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন, কামাল হোসেন মিঠু, নাজিম উদ্দিন, মামুন সিরাজী, জসিম উদ্দীন, আবদুল হামিদ, রুমি চৌধুরী, মনির হোসেন, সালাহউদ্দিন, জামাল, আসাদ হোসেন হেলাল উদ্দিনের আরো অনেকে। অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা শেষে সবাইকে দৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

চট্টগ্রাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এসএম রেজার জানাজা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

ব্রুকলিন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর নামাজে জানাজায় নিউইয়র্কের ৫ বরো থেকেই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম সমিতি বিশেষ করে কমিউনিটির জন্য যে অবদান রেখে গেছেন তা স্মরণ করে তাঁর আত্মার মাগফিরাত চেয়ে দোয়া করা হয়েছে।

ড. ইউনূস জাতিসংঘে ভাষণ দেবেন ২৬ সেপ্টেম্বর

৩ পৃষ্ঠার পর

নরেন্দ্র মোদিও ভাষণ দেবেন। একই অধিবেশনে ইসরায়েল ও চীনের পক্ষ থেকেও বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার আসার সম্ভাব্য তারিখ আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। উদ্বোধনী দিনে সভাপতির ভাষণের পাশাপাশি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস শান্তি, নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। এবারের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে চলমান বৈশ্বিক সংঘাত, বিশেষ করে ইউক্রেন সংকট, ফিলিস্তিনের যুদ্ধ পরিস্থিতি ও মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা। একই সঙ্গে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ সংকট মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে করণীয় বিষয় নিয়েও প্রস্তাব আসতে পারে।

অধিবেশনের মূল উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলবে একটানা সাতদিন-২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময়েই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা সাধারণ বিতর্কে অংশ নেবেন। প্রথমদিন ব্রাজিল বক্তব্য রাখবে, এরপর যুক্তরাষ্ট্র।

প্রকাশিত প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ অধিবেশন ও ২৬ সেপ্টেম্বর পারমাণবিক অস্ত্র পুরোপুরি বিলুপ্তির আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের জাতীয় স্বার্থ, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশল এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার তুলে ধরবেন। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ অধিবেশন বিশ্ব কূটনীতিতে নতুন দিকনির্দেশনা দেবে।

বিএএনবি'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়। এছাড়াও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্যে তিন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হচ্ছেন সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিয়াউদ্দিন শামস চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবা অধিদফতরের সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফজলুল করিম, এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী আলমাস আহমেদ।

তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব জালাল আহমেদ এবং এজাজ হোসাইন। বিএএনবির প্রেসিডেন্ট মাসুদ আলীর সার্বিক পরিচালনায় পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন শফিক আকবর, সাহাব উদ্দিন, এজাজ সাখাওয়াত, মোস্তাফিজ চৌধুরী, আহাদ আলী সিপিএ, জাকির চৌধুরী সিপিএ, ইমতিয়াজ চৌধুরী, আবু আবির, রাসেল চৌধুরী, রাকিব আহমেদ, রাবেয়া চৌধুরী সহ আরো অনেকে। পরিশেষে আয়োজকরা ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে পিকনিকের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

হামলার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভা

৩ পৃষ্ঠার পর

রহমান চৌধুরী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি এডভোকেট হাবিব উদ্দিন আহমেদ, সহ-সভাপতি শফিউল আলম, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জিএম ইলিয়াস, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, মহিলা সভানেত্রী কামরুন্নাহার, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি মোহাম্মদ আউয়াল, ছাত্র সভাপতি সালমান রশিদ। বক্তারা বলেন, আমাদের পার্টির অফিসে বারবার হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা কেবল একটি রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমণ নয় বরং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং আইনের শাসনের ওপর নগ্ন আঘাত এমন ন্যক্কার জনক ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও ব্যথিত। এই নাশকতামূলক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় শতভাগ ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনায় একজন এরশাদ প্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে শুধু নয় একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা এই মিটিংয়ে বর্তমান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অনুরোধ সকল হামলাকারীকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনুন।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন নিয়ে মুখ খুললেন শচীন

৫২ পৃষ্ঠার পর

রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশন ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তাদের প্রতিনিধিদের নাম জমা দেবে। এই তালিকা প্রকাশের পর বোর্ডের বড় পদগুলির জন্য কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তা স্পষ্ট হবে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির খেতাব হারিয়েছেন ইলন মাস্ক

৬২ পৃষ্ঠার পর

সরবরাহকারী হিসাবে উত্থানের দ্বারা চালিত হয়েছিল যা এআই সংস্থাগুলির কম্পিউটিং শক্তির জন্য বিপুল চাহিদা-ক্লাউড পরিষেবা এবং ডাটাবেস সফটওয়্যার সরবরাহকারী হিসাবে ওরাকলের রুটি এবং মাখনকে শক্তি দেয়। জুলাই মাসে, ওরাকল তার এআই সফটওয়্যারকে শক্তি দেওয়ার জন্য চ্যাটজিপিটির মূল সংস্থা ওপেনএআইকে ৪.৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি ঘোষণা করেছিল। বুধবার বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক নোটে ওরাকলের আয়ের প্রতিবেদন সম্পর্কে মেলিয়াস রিসার্চের বিশ্লেষক বেন রেইটজেস বলেন, "আমরা এই বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলি। রেইটজেস ওরাকলের এআই পরিষেবাগুলির চাহিদার ৪৫৫ বিলিয়ন ডলার ব্যাকলগকে "বিস্ময়কর" বলে অভিহিত করেছে। এদিন ওরাকলের বৃহত্তম ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার এবং বুধবার স্টকের অসাধারণ লাভের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির খেতাব অর্জন করেছেন। বিশাল বাজার মূল্য রয়েছে এমন একটি সংস্থার জন্য শেয়ারের লাফ অত্যন্ত বিরল।

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
এয়ার লাইন সমূহ
السعودية
SAUDIA
QATAR
AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH
AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, ইনক
BANGLADESH BEANIBAZAR SOCIAL & CULTURAL SOCIETY USA, INC

নির্বাচন কমিশন ২০২৫, নির্বাচনী বর্ষ ২০২৬-২০২৭

নির্বাচনী তফসিল ও ইশতেহার

১. সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নিম্নলিখিত পদ সমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচন কমিশন, কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং উপদেষ্টা পরিষদের সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে নির্ধারিত মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত করা হইল। নীচে উল্লেখিত মনোনয়ন ফি মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থী নির্বাচন কমিশনকে নগদ বুঝাইয়া দিয়া রশিদ গ্রহণ করিবেন। "সব ধরণের ফি সর্বাবস্থায় অফেরত যোগ্য"

পদের নাম	সংখ্যা	ধার্য্যকৃত মনোনয়ন ফি	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্য্যকৃত মনোনয়ন ফি
০১। সভাপতি	১ জন	২,০০০.০০ ডলার	০৮। দপ্তর সম্পাদক	১ জন	৬০০.০০ ডলার
০২। সহ-সভাপতি	১ জন	১,৫০০.০০ ডলার	০৯। প্রচার সম্পাদক	১ জন	৬০০.০০ ডলার
০৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন	১,৫০০.০০ ডলার	১০। ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	৬০০.০০ ডলার
০৪। সহকারী সাধারণ সম্পাদক	১ জন	১,২০০.০০ ডলার	১১। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১ জন	৬০০.০০ ডলার
০৫। কোষাধ্যক্ষ	১ জন	১,০০০.০০ ডলার	১২। মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন	৬০০.০০ ডলার
০৬। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	৬০০.০০ ডলার	১৩। কার্য্যকরী সদস্য / সদস্যা	৭ জন (জনপ্রতি)	৩০০.০০ ডলার
০৭। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	৬০০.০০ ডলার			

২. গত ১৭ আগষ্ট নির্বাচন কমিশন, কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ও নির্বাচনী বিধিমালা সম্বলিত প্যাকেজ নগদ ১০০ (একশত) ডলার অফেরতযোগ্য প্রদান করিয়া প্রার্থীগণ নির্বাচন কমিশনের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৩. যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ানীবাজার উপজেলার স্থায়ী বা উত্তরাধিকার সূত্রে বসবাসকারী বিয়ানীবাজার সমিতির ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্য/সদস্যাগণ বিয়ানীবাজার সমিতির সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪. ফটো আইডিতে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে যাদের বয়স ১৮ বা তদুর্ধ্ব শুধুমাত্র তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এবং ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। ১৮ বৎসরের কম বয়স থাকিলে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন সদস্য/সদস্যা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এবং ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

৫. বিয়ানীবাজার সমিতির কার্যকরী পরিষদের পদপ্রার্থী সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ আমেরিকার বৈধ বাসিন্দা অথবা বৈধ সোস্যাল সহ ওয়ার্ক অথরাইজেশন এবং সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড থাকিতে হইবে। বাকি পদগুলোর জন্য বিয়ানীবাজার সমিতির বৈধ সদস্য/সদস্যা হইতে হইবে। মনোনয়নপত্র জমা করার সময় প্রার্থীকে উল্লেখিত ডকুমেন্টের আসল (Original) কপি নির্বাচন কমিশনকে প্রদর্শন করিতে হইবে। সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড ব্যতীত, মনোনয়নপত্রের সাথে উল্লেখিত ডকুমেন্টের ফটোকপি জমা দিতে হইবে।

৬. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সীলমোহর ও স্বাক্ষরযুক্ত মনোনয়নপত্র দ্বারা নির্ধারিত নগদ ফি (অফেরতযোগ্য) জমা দিয়ে আবেদন করিতে হইবে।

৭. প্রত্যেক প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিধি মারফত ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও মনোনয়নপত্র সুস্পষ্টভাবে ভোটার তালিকা অনুসারে নাম, ভোটার নাম্বার এবং জন্ম তারিখ সহ অন্যান্য সব তথ্য সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া জমা করিতে হইবে। মনোনয়নপত্র জমা করার সময় প্রার্থীকে অবশ্যই বৈধ ফটো আইডির কপি সাথে জমা দিতে হইবে। কিন্তু প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার সময় প্রার্থী অবশ্যই স্বশরীরে উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যাহার করিতে হইবে। প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী অবশ্যই বিয়ানীবাজার সমিতির বৈধ সদস্য/সদস্যা হইতে হইবে। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থককে নিজ নিজ হাতে মনোনয়নপত্রে দস্তখত করিতে হইবে। কোন প্রার্থী যদি ব্যালট পেপার বা ভোটিং মেশিনে বা নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো কাজে তাদের বৈধ নাম সহ ডাক নাম বা নিক নেইম ব্যবহার করিতে চান তাদের অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ফর্মে নির্বাচন কমিশন বরাবর মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন আবেদন করিতে হইবে।

৮. কোন প্রার্থী একই পদে একের অধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিলে উভয় মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। নির্বাচনে যে কোন সদস্য/সদস্যা একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন, তবে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করিলে দাখিলকৃত উভয় মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৯. বর্তমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ করা হইবে। ভোটার তালিকার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে কোন ধরণের আপত্তি করা যাইবেনা।

১০. চাঁদা পরিশোধের পরও কোন সদস্যের নাম যদি ভোটার তালিকায় ভুলবশত অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে রশিদ প্রদর্শন পূর্বক ঐ ব্যক্তি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, তবে মুল রশিদ বইয়ের সাথে চাঁদা পরিশোধের তারিখ ও ক্রমিক নাম্বারের সামঞ্জস্য থাকিতে হইবে। যদি না থাকে তবে ওই ব্যক্তির ভোট বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা যাইবেনা।

১১. ভোটিং মেশিন অথবা প্রতীকবিহীন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ভোটিং মেশিনে ভোটগ্রহণে অসুবিধা দেখা দিলে সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন। ভোটপ্রদান শেষে কোন ধরণের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১২. ভোট প্রদানকালে কোন অবস্থাতেই ফটো আইডি যেমন (১) ড্রাইভার লাইসেন্স/ স্টেট/ সিটি আইডি (২) বাংলাদেশী অথবা আমেরিকান পাসপোর্ট (৩) গ্রীনকার্ড/ওয়ার্ক অথরাইজেশন কার্ড ছাড়া কেহই ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না। উল্লেখিত আইডির যেকোনো একটির আসল (Original) কপি দেখিয়ে ভোট প্রদান করিতে হইবে। কোন অবস্থায় ফটোকপি বা কোন ডিভাইসে আইডি প্রদর্শন করলে তা গ্রহণ করা হইবে না। ভোটার তালিকায় নাম থাকিলেও কোন ভোটারের ফটো আইডিতে ১৮ বছরের কম বয়স থাকিলে তিনি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না। ভোটার তালিকায় অবশ্যই জন্মসাল লিপিবদ্ধ থাকিবে। তবে প্রকাশ থাকে যে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ সালের পূর্বে যাহারা আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন শুধু তাহাদের বেলায় ভোটার তালিকায় জন্মসাল না থাকিলেও তাহারা ভোট দিতে পারিবেন।

১৩. নির্বাচনের দিন ভোটপ্রদান কক্ষে একমাত্র ভোট প্রদানকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্যকেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তবে ভোটদানে অক্ষম বা নিরক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য উক্ত ভোটারদের পিতা, মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনের মধ্যে যে কোন একজনকে মনোনীত করিতে পারিবেন। মনোনীত ব্যক্তি তার নিজের ভোট ও যাকে সাহায্য করিবেন এই দুই ভোট ব্যতীত আর কাউকে সাহায্য করিতে পারিবেন না।

১৪. কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য/সদস্যা নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা অন্য কোন প্রার্থীকে সমর্থন করিতে হইলে সেই সদস্য/সদস্যাকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নিজ দায়িত্ব থেকে লিখিতভাবে কার্যকরী পরিষদ হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি নিতে হইবে এবং অব্যাহতির অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে জমা করিতে হইবে। নির্বাচনী ফলাফল চূড়ান্তভাবে ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদে পুনর্বহাল হইতে পারিবেন না।

১৫. টেন্ডার ভোট ঃ যদি একজন ভোটার অন্য আরেকজনের ভোট প্রদান করিয়া চলিয়া যান এবং পরে মুল ভোটার আসিয়া তাহার ভোট অনুসন্ধান করেন তখন ওই ব্যক্তির কাগজপত্র যাচাই করিয়া সঠিক হইলে তাহাকে ভোট দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইবে, তখন তাহার ঐ ভোট টেন্ডার ভোট হিসেবে গণ্য করা হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বা ততোধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সমান হইলে সেক্ষেত্রে টেন্ডার ভোট দ্বারা ফলাফল নির্ধারণ করা হবে এবং তারপরও যদি সমান হয় তাহলে লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে।

১৬. যদি এক বা একাধিক পদে মনোনয়নপত্র জমা না হয় তবে এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃ প্রার্থী মনোনয়নের জন্য আবেদন আহ্বান করবেন।

১৭. যদি দুই প্যানেলের মনোনয়নপত্র জমা পড়ে এবং উভয় সভাপতিদ্বয়ের নামের প্রথম অক্ষর সমান হয় তবে ক্রমান্বয়ে পরের অক্ষর দ্বারা ভোটিং মেশিনে কোন প্যানেল আগে অথবা পরে যাবে তাহা নির্ধারণ করা হইবে।

১৮. নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদী সহ নির্বাচন কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশন, কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন চলাকালীন সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা পরিষদ জরুরি সভায় মিলিত হইয়া ত্রিপ পরিষদের মোট উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ত্রিপ পরিষদের সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন প্রার্থী সমিতির স্বার্থে আদালতের আশ্রয় নিতে পারিবেন না।

১৯. নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে কোন প্রকার প্রচার, পোস্টার লাগানো বা লিফলেট বিতরণ করা যাইবেনা। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রার্থীর বা সমর্থকদের কোন প্রকার মাইক, রেডিও অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। নির্বাচন কেন্দ্রের চারিদিকের ফুটপাথকেও নির্বাচন কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হইবে। কোন প্রার্থী বা প্যানেল এর ব্যত্যয় ঘটিলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচন কেন্দ্রে কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থকরা কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলে সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হইবে।

২০. নির্বাচনের দিন সকাল ৯ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে এক বা একাধিক কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে। যদি যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোন কারণে ভোট গ্রহণ শুরু হইতে বিলম্ব হয় অথবা শুরুর পর বন্ধ থাকে তাহলে যতটুকু সময় বিলম্বিত হইবে সেই সময়টুকু শেষের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হইবে। একই সাথে কোন ভোটার যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ভোট গ্রহণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে তাদের ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেও ভোটগ্রহণ চলিবে। এক্ষেত্রে লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদেরকে নির্বাচন কমিশন বিশেষ আইডি প্রদান করিবেন।

২১. ভোটকেন্দ্রের ভেতরে কোন ভোটার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারী কোন প্রার্থী বা প্যানেলের নমুনা ব্যালট দৃশ্যমান অবস্থায় হাতে নিয়ে ঢুকিতে পারিবেন না। তবে ছোট কাগজে ভোটার নম্বর লিখে নিয়ে আসিতে পারিবেন।

২২. নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান করা স্থানীয় আইন অনুযায়ী একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন ভোটার যদি এই অপরাধ সংগঠিত করেন তাহলে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩. নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরণের যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্যে যেসব প্রার্থীরা প্যানেল যুক্ত নির্বাচন করিবেন তাদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এবং প্যানেল কর্তৃক মনোনীত আরও একজন প্রতিনিধির সাথে নির্বাচন কমিশন কেবলমাত্র যোগাযোগ করিবেন। একক প্রার্থীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেই প্রার্থীর সাথে কমিশন যোগাযোগ রাখিবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরণের তথ্য এবং সিদ্ধান্ত কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার চিঠি, হোয়াটসঅ্যাপ, টেক্সট মেসেজ, ফোন কল এর যে কোন একটি বা সব কয়টির মাধ্যমে জানাবেন/পৌঁছাবেন।

২৪. নির্বাচন সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। কোন প্রার্থী গঠনতন্ত্র বা নির্বাচনী বিধিমালার কোন ধারা অমান্য করিলে নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ তার প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবেন। যে কোন পরিস্থিতিতে নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সূচি

	কার্যক্রম	তারিখ	সময়	স্থান
১	অফিসিয়াল ভোটার তালিকা গ্রহণ	আগস্ট ৩০, ২০২৫	সন্ধ্যা ৭টা	সমিতির কার্যালয়, বিয়ানীবাজার ভবন
২	নির্বাচনী তফসিল ও ইশতেহার ঘোষণা	সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৫	সন্ধ্যা ৮টা	আল মদিনা পার্টি হল, ওজন পার্ক
৩	মনোনয়ন ফর্ম/প্যাকেজ বিতরণ	সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫	সন্ধ্যা ৮টা - রাত ১০টা	সমিতির কার্যালয়, বিয়ানীবাজার ভবন
৪	মনোনয়ন দাখিল	সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫	বিকেল ৫টা - রাত ৯টা	আল মদিনা পার্টি হল, ওজন পার্ক
৫	যাচাই-বাছাই ও প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ	সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫	রাত ১০টা	আল মদিনা পার্টি হল, ওজন পার্ক
৬	আপিল ও মনোনয়ন প্রত্যাহার	সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৫	সন্ধ্যা ৮টা - রাত ৯টা	সমিতির কার্যালয়, বিয়ানীবাজার ভবন
৭	চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা	সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫	সন্ধ্যা ৮টা - রাত ৯টা	সমিতির কার্যালয়, বিয়ানীবাজার ভবন
৮	নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে	অক্টোবর ২৬, ২০২৫	সকাল ৯টা - রাত ৮টা	শিগগিরই জানানো হইবে

সম্মানিত বিয়ানীবাজারবাসী,
সুষ্ঠ ও সুন্দর নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনকের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সকল বিয়ানীবাজার বাসীর সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীতঃ

শামীম আহমদ
নির্বাচন কমিশনার
(৬৪৬) ৩২২-৮৩৯৪

মোঃ আমিনুল হোসাইন
নির্বাচন কমিশনার
(৭১৮) ৪২৭-০৮১৫

আজিজুর রহমান
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
(৭১৮) ৪০৪-৮৩৮৩

মজলুর রহমান
নির্বাচন কমিশনার
(৭১৮) ৪১৩-০৮৮১

আব্দুল জলিল চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার
(৯২৯) ২৪৫-৪৭৯৮

একজন সফল সমাজ সেবক, ব্যাবসায়ি ও আদর্শ রাজনিতিবিদের সামান্য পরিচিতি!

:::: তোমার তুলনা তুমি নিজেই, নেই তোমার কোন প্রতিপক্ষ প্রচার বিমুখ তুমি, মানুষের সেবার ব্রত, তোমার জীবনের লক্ষ্য। ::::

হে আমাদের অভিমতে বলছিলাম, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আমাদের এলাকার কৃতি সন্তান তারেক খানের কথা, পরিচয়ের সুবাদে তার সাথে আমাদের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতা ! সেই ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তাহার মানব হিতৈষী কর্মকাণ্ড যে কোনো মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আমাদের মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, সমাজে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব হয়, অন্যের জন্য, যারা সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার গোপন এবং প্রকাশ্যে ক্ষেত্র ভেদে সবার অ-লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, সেই বিশ্বাসের অনুভূতি-তে আমরা এলাকার কৃতি সন্তান তারেক খান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো নৈতিক দায়িত্ব মনে করে এই প্রচার বিমুখ মানুষ সম্পর্কে কিছু বলতে হয়, সমাজে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজের জন্য সৃষ্টি হননি, তারা অন্যের উপকার ও সহযোগিতার জন্য জন্ম হয়েছে ! কোনো স্বার্থের কারণে কারো গুণ কীর্তনের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়, বিশেষ করে অতীতে দেশে থাকাকালীন নিজের সামর্থ্যের মধ্যে মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা তার একটি চারিত্রিক অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তার সান্নিধ্যে আমরা যারা ছিলাম, এবং এলাকার মানুষ হিসাবে সৌভাগ্যের কারণে আজ সুদুর প্রবাসে ও তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেশ বিদেশে বিরল বললেও অত্যুক্তি হবে না! তার সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা একজন সফল মানুষ হিসেবে তিনি আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ ! তার ধার্মিকতা, আল্লাহর উপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা, পরিশ্রমের উপর নির্ভরতা তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য । তার সততার বৈশিষ্ট্যে সুদুর আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ফ্লোরিডায় প্রতিষ্ঠিত Green Horizon Private Limited ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্কে ৩০০ একর পোলট্রি, ডেয়ারি, ভেজিটেবল ফার্মে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় আমরা গর্বিত! তার বাবা আবু রফিক খান সমাজ হিতৈষী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, এবং পর পর দুই বার নেত্রকোনা সদর ১ নম্বর ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সংস্পর্শে এসে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন! তারেক খান পারিবারিক সুত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন! নাছিরাবাদ কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি কামরুল ইসলাম জি এস ওয়ালিদের সমন্বয়ে কলেজ কমিটির সভাপতি হিসেবে ছাত্রদল গঠনে কলেজ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন! বিশেষ করে নব্বইয়ের এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন, নাজিমুদ্দিন আলমের সাথে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারনে এলাকার উন্নয়নে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য! বিশেষভাবে ৯১ সালে তৎকালীন নির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রয়াত ফজলুল হক এবং ২০০১ সনের নির্বাচিত সাংসদ মতিউর রহমানের প্রভাবে তিনি সদরের ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মাসকান্দা পর্যন্ত সুন্দরযৌ বর্ধন এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভূমিকা রেখেছিলেন! তার পারিবারিক ভূমিকায় বোন ময়মনসিংহ মহিলা কলেজের ৮৮/৮৯ জি এস নির্বাচিত হয়েছিলেন! তার রাজনৈতিক আদর্শের অন্যতম পুরোধা নকলা নালিতাবাড়ী আসনের এম পি ও মন্ত্রী মরহুম জাবেদ আলী চৌধুরীর স্নেহের কারণে বহু মানুষের ছোট্ট বড় উপকারের কথা অনস্বীকার্য! এছাড়াও নিউ জার্সি স্টেইট বি এন পির উপদেষ্টা হিসাবে সদ্য বিগত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন! পরিশেষে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কতিপয় শুভানুধ্যায়ী বিবেকের তাড়নায় তার অজান্তে তারেক খান সম্পর্কে কিছু অভিমত প্রকাশ করলাম! আমাদের অভিমতে কোনো ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা!

রেদওয়ান আহমেদ

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

* Tuition is Free but there is little fee for books

- Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com (আল-আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে নিয়ে অনুষ্ঠান ২০ সেপ্টেম্বর

৩ পৃষ্ঠার পর

সভাপতির অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন। কবি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করবেন এদিন। ফ্লাশিং আইওয়ারনি কনফারেন্স রুম, ৪১-১৭ মেইন স্ট্রিট (৭১৮-৬৬১-১২০০)। অনুষ্ঠানটি অনলাইনেও দেখা যাবে। https://queenslib.org/5tsR passcode: 855282. কাজী জহিরুল ইসলাম ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৯৮টি। যার অর্ধেকই কবিতার বই। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ উড়িয়া, আলবেনিয়ান, সারবিয়ান, রাশান, চাইনিজ এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিউজার্সিতে পালিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রশংসিত হয়েছে। নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্চুর পরিচালনায় আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিলু, নিউজার্সি স্টেট বিএনপি প্রধান উপদেষ্টা আলাউর খন্দকার, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ খান। সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন নিউজার্সি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক জহুরুল হক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, বিএনপি নেতা শরীফ লস্কর, মজনু আহমেদ, হারুন আহমেদ, আব্দুল আহাদ, মিজানুর রহমান মিজান প্রমুখ।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ছিল মধ্যাহ্নভোজ, আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আলম আরা মিনু, রোজি আজাদ, চন্দ্রা রায়, শিমুল খান, প্রমী তাজ, ফ্রেজআপ তারকা রাজিব, মুমিত হাসান, হাসান মাহমুদ প্রমুখ। এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আহ্বায়ক ছিলেন আবুল কালাম আজাদ খান, সদস্য সচিব ছিলেন আমির উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন মোহাম্মদ মহসিন সেলিম ও খসরু পারভেজ, প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন এনাম চৌধুরী সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ খালিদ আলী, মাছুম চৌধুরী, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদ।

আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের ক্যারম টুর্নামেন্ট

৬২ পৃষ্ঠার পর

ফলাফলসহ সুদৃশ্য ট্রফি ও রানার্স আপ জুটিকে একশত ডলার সহ ট্রফি পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী এই টুর্নামেন্টের খেলা উপভোগ করেন। বেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি রানা কবির ও সাধারণ সম্পাদক কাজল সরকার ওপেন ক্যারম টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনের জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে বেঙ্গল ক্লাবের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ কমিউনিটির লোকজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আগামীতে তাঁরা সংগঠনের উদ্যোগে দাবা এবং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই ক্যারম টুর্নামেন্টটি সফল করতে সংগঠনের কর্মকর্তা হেলাল হাসান ও আলী চৌধুরী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্যারম টুর্নামেন্টটি কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

তৃতীয় দেশে গিয়ে মার্কিন ভিসার আবেদনে নিষেধাজ্ঞা

৬২ পৃষ্ঠার পর

অ-অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের নিজ দেশ বা বাসস্থানের মার্কিন দূতাবাস বা কনস্যুলেটেই সাক্ষাৎকারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে।' মার্কিন সরকারের এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে যাচ্ছে ভারতীয় নাগরিকদের ওপরে। ভারতীয় নাগরিকদের অনেকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা এড়াতে মার্কিন ভিসার জন্য সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড বা জার্মানির মতো দেশ থেকে আবেদন করতেন। এখন থেকে ব্যবসা (বি১) বা পর্যটন (বি২) ভিসার জন্য অন্য দেশে গিয়ে আবেদন করা যাবে না। তবে আফগানিস্তান, কিউবা বা ইরানের মতো যেসব দেশে মার্কিন দূতাবাস নিয়মিত ভিসা পরিষেবা দেয় না, সেখানকার নাগরিকেরা নির্দিষ্ট কিছু দূতাবাস থেকে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আগে বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় ভারতে ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষার সময় প্রায় তিন বছর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তখন অনেকেই বিদেশে গিয়ে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতেন। মহামারির পর ভ্রমণ চালু হলে ভারতীয়রা জার্মানির মতো দেশেও সাক্ষাৎকার দিতে যেতেন। পাশাপাশি ২ সেপ্টেম্বর থেকে আরেকটি নিয়ম চালু হয়েছে। এখন থেকে বেশির ভাগ আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার দিতে হবে। 'ড্রপবক্স' (যেখানে ইন্টারভিউ ছাড়া শুধু কাগজপত্র জমা দেওয়া যেত) সুবিধা কমিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে এইচ, এল, এফ, এম, জে, ই এবং ও-সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসার জন্য আবেদনকারীদের এখন দূতাবাসে যেতেই হবে। এমনকি ১৪ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ৭৯ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদেরও সাক্ষাৎকারের জন্য দূতাবাসে উপস্থিত থাকতে হবে।

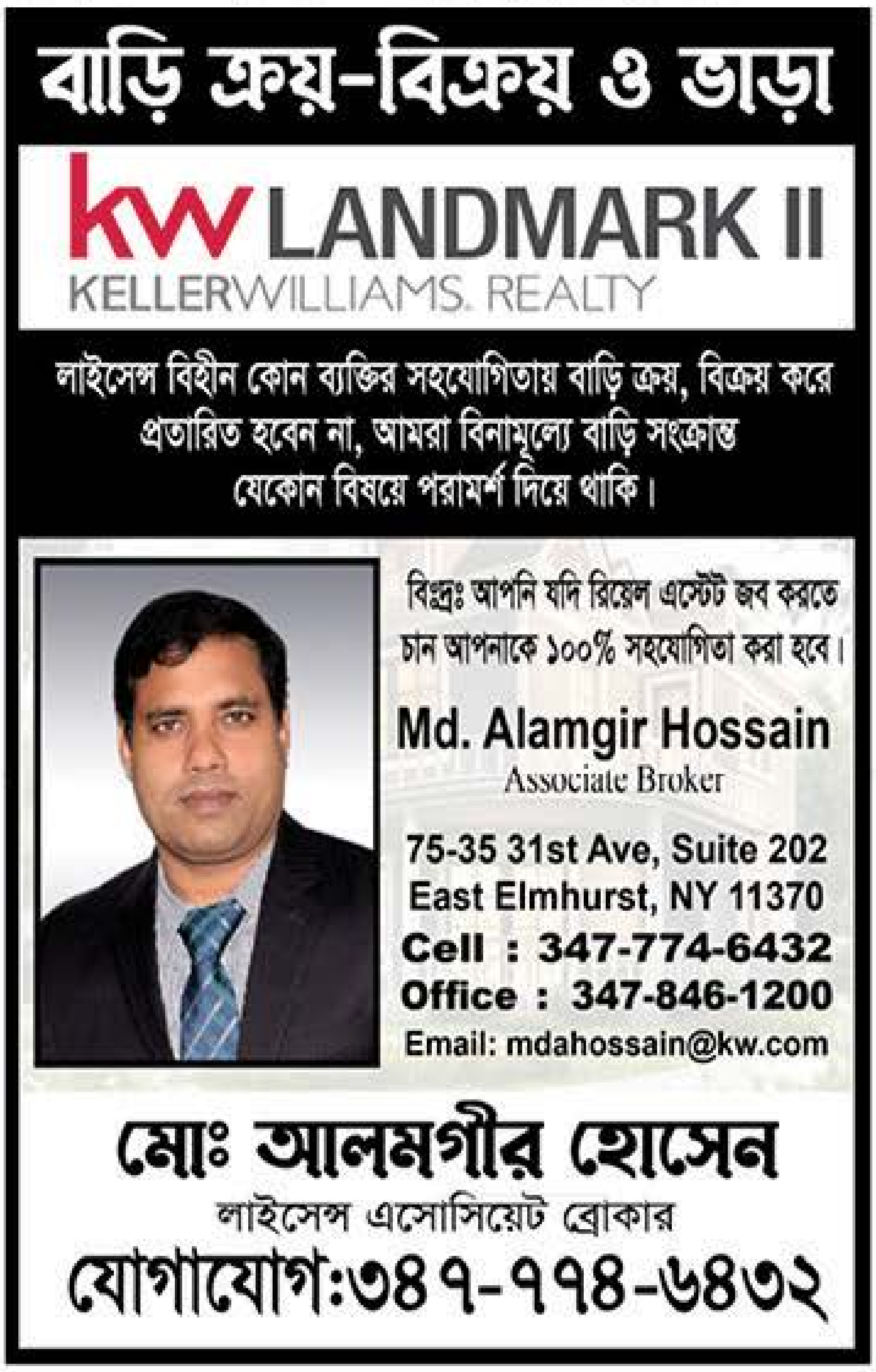

জ্যাকসন হাইট্‌স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

এস্টোরিয়ায় বহু বছরের অভিজ্ঞ বাংলদেশি মালিকানাধীন বিশ্বস্থ অটো রিপেয়ার শপ

ইউনাইটেড অটো রিপেয়ার এন্ড বডি শপ

24 Hours Open

TOYOTA LEXUS Mercedes-Benz Ford BMW LAND ROVER MITSUBISHI HYUNDAI SUZUKI

১০০% গ্যারান্টি সহ যাবতিয় গাড়ির রিপেয়ারিং
* দক্ষ মেকানিক দ্বারা ত্রুটি নির্ণয়
* সুলভ মুল্যে ফুল অটো রিপেয়ার
* নতুন ও রিবিল্ড ট্রান্সমিশন স্থাপন

Our Services
* All kinds of body works
* Computerized Wheel Alignments
* Complete Mechanical works.
* Rebuild Transmission
* Tire and Wheel Balancing
* N.Y.S. Inspection
+Low Price & Fully Guaranteed

Contact : AZAM

Tel: 718-786-6677 / 718-361-6432

Address: 38-06 31st Street (Between 38 & 39 Ave.)
Astoria, NY 11101.

৭ উইকেটের জয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

৫২ পৃষ্ঠার পর

আবু ধাবিতে দারুণ জয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ১৪ বল হাতে রেখে। ১৪৪ রানের লক্ষ্যে পাওয়ার প্লেতে দুই উইকেট হারানো বাংলাদেশ তার পর লিটন-হৃদয়ের ৯৫ রানের জুটিতে জয়ের বন্দরে পৌঁছেছে। যদিও অদের ওপর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপ তৈরি করতে পেরেছিল হংকং। একটা সময় পর্যন্ত লিটন-হৃদয়কে সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। তার পর চড়াও হতে থাকেন লিটন দাস। অধিনায়ক লিটন জয়ের কাছে থাকা অবস্থায় বিদায় নেন ৫৯ রানে। তার আগে উইকেটকিপার ব্যাটার ৩৩ বলে ১৫তম ফিফটির দেখা পেয়েছেন। তার ৩৯ বল স্থায়ী ইনিংসটিতে ছিল ৬টি চার ও ১টি ছয়ের মার। ধীর স্থির খেলা হৃদয় ৩৬ বলে অপরাজিত থাকেন ৩৫ রানে। তার ইনিংসটি মোটেও টি-টোয়েন্টি সুলভ ছিল না। তাতে ছিল একটি চারের মার।

বল হাতে হংকংয়ের হয়ে আলো ছড়ান আতিক ইকবাল। ১৪ রানে ২ উইকেট নেন তিনি। একটি নিয়েছেন আইযুশ শুক্লা।

পাওয়ার প্লে শেষ ওভারে ফিরলেন তানজিদ : ওপেনার পারভেজ হোসেনের বিদায়ের পর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি আরেক ওপেনার তানজিদ হাসানের ইনিংসও। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে আতিক ইকবালের ঘূর্ণিতে ১৪ রানে ফিরেছেন তিনি। তার ১৮ বলের ধীর গতির ইনিংসে ছিল ১টি চার। পাওয়ার প্লের মধ্যেই দুই উইকেট হারানো বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল ৫১ রান।

পারভেজের বিদায়ে ভাঙলো ওপেন জুটি : পারভেজ হোসেনের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দারুণ শুরু পায় বাংলাদেশ। নিজের প্রথম ১৩ বলেই দুটি চারের সঙ্গে একটি ছক্কা মারেন তিনি। কিন্তু তৃতীয় ওভারের শেষ বলে শুক্লার বলে ১৯ রানে কাটা পড়েছেন ইমন। তাতে ২৪ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। পারভেজের ১৪ বলের ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ১টি ছয়।

বাংলাদেশকে ১৪৪ রানের লক্ষ্য দিয়েছে হংকং : প্রথম ম্যাচে বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনী করলেও এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে খারাপ করেনি হংকং। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে করেছে ১৪৩ রান। যার পেছনে অবদান জিশান আলী (৩০), বাবর হায়াত (১৪), নিজাকাত খান (৪২) ও ইয়াসিম মুর্তজার (২৮)। শেষ দিকে নিজাকাত খানের দায়িত্বশীল ব্যাটিং ও ইয়াসিম মুর্তজার হালকা ক্যামিও ইনিংস দ্রুত রান তুলতে সহায়তা করেছে। চতুর্থ উইকেটে এই জুটিতেই যোগ হয় সর্বোচ্চ ৪৬ রান। তাতে ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৬৪ রান করা হংকং শেষ দশ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ৭৯ রান। বাংলাদেশের হয়ে ২১ রানে এক মেডেনে দুটি উইকেট নেন তানজিম হাসান। ৩১ রানে দুটি নেন রিশাদ হোসেনও। তাসকিন আহমেদও ৩৮ রানের বিনিময়ে নিয়েছেন দুটি।

শেষ ওভারে তাসকিনের আঘাত : শেষ দিকে রান বাড়িয়ে নেওয়ার দিকে মনোযোগ ছিল হংকংয়ের। সেই তাড়ায় ৪ বলে ৩ উইকেট হারায় তারা। ১৯তম ওভারে রিশাদের জোড়া আঘাতের পর শেষ ওভারে তাসকিন আহমেদ তুলে নেন নিজের দ্বিতীয় উইকেট। আইজাজ খানকে ক্যাচ আউট করালে ১৩৭ রানে সপ্তম উইকেট হারায় হংকং।

এক ওভারে রিশাদের জোড়া শিকার : শেষ দিকে এসে রান বাড়িয়ে নেওয়ার কাজটা করছিলেন নিজাকাত খান। ১৮তম ওভারের শেষ বলে মারেন বাউন্ডারি। রিশাদের ১৯তম ওভারেও ছক্কা হাঁকান তিনি। শেষ পর্যন্ত রিশাদের ঘূর্ণিতেই ৪২ রানে কাটা পড়েন নিজাকাত। তার ৪০ বলের ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ১টি ছক্কা। পরের বলে নতুন ব্যাটার কিঞ্চিৎ শাহকেও লেগ বিফোরে বিদায় দেন তিনি। হংকং ব্যাটার রিভিউ নিয়েও রক্ষা পাননি।

রান আউটে পড়লো হংকংয়ের চতুর্থ উইকেট : চতুর্থ উইকেটেও ভালো জুটি গড়েছিল হংকং। নিজাকাত খান ও ইয়াসিম মুর্তজা মিলে যোগ করেন ৪৬ রান। দুজনে মিলে রানের চাকা সচল রাখতেই স্কোর ১৫ ওভারে একশ ছাড়ায়। তবে ১৭.১ ওভারে রান আউটে কাটা পড়েন অধিনায়ক ইয়াসিম। তার ১৯ বলে ২৮ রানের ইনিংসে ছিল দুটি চার ও দুটি ছয়।

এবার উইকেট পেলেন মোস্তাফিজ : ৩০ রানে দ্বিতীয় উইকেট পতনের পর তৃতীয় উইকেটে জুটি গড়ে খেলছিলেন নিজাকাত খান ও জিশান আলী। যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জিশান। ১১.৩ ওভারে জিশানকে বিদায় দিয়ে ৪১ রানের সেই জুটি ভেঙেছেন মোস্তাফিজুর রহমান। জিশান ৩৪ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ৩০ রান।

পাওয়ার প্লেতে হংকংয়ের ৩৪ : পাওয়ার প্লের মধ্যেই দুই উইকেট হারিয়ে ফেলে হংকং। চাহিদা মতো অবশ্য রান তুলতে পারেনি তারা। ৬ ওভারে তারা তুলতে পেরেছে ৩৪ রান। ষষ্ঠ ওভারে মোস্তাফিজও রান দিয়েছেন মাত্র ৩।

বাবরকে বিদায় দিয়েছেন তানজিম : দ্বিতীয় ওভারে প্রথম উইকেট পতনের পর পাওয়ার প্লেতে রানের চাকা সচল রাখার চেষ্টা করছিলেন বাবর হায়াত। হাত খোলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। পঞ্চম ওভারে এসে বাবরকে বোল্ড করেছেন তানজিম হাসান সাকিব। তাতে ১২ বলে ১৪ রানে কাটা পড়েন বাবর। তার ইনিংসে ছিল ১টি ছক্কা। আউট হওয়ার আগের বলটি ছক্কা মেরেছিলেন হংকং ব্যাটার। পরের বলও এগিয়ে এসে খেলতে গিয়ে পরাস্ত হন তিনি।

এসেই তাসকিনের আঘাত : প্রথম ওভারে মেহেদী হাসানের বলে বিদায় নিতে পারতেন ওপেনার জিশান আলী। এলবিডব্লিউয়ের আবেদন হলেও আম্পায়ার তাতে সাড়া দেননি। পরে বাংলাদেশ রিভিউ নিলে দেখা যায় আম্পায়ার্স কলে বেঁচেছেন তিনি। পরের ওভারে তাসকিন আহমেদ অবশ্য এসেই ফিরিয়েছেন ওপেনার আংশুমান রাথকে। তাসকিনের বলে কট বিহাইন্ড হয়ে আংশুমান বিদায় নেন ৪ রানে।

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে বাংলাদেশ : বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। শুরুর ম্যাচেই লিটন দাসদের প্রতিপক্ষ হংকং। আবু ধাবিতে টস জিতে শুরুতে ফিল্ডিং নিয়েছেন লিটন দাস। টসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেছেন, যেহেতু প্রথম ম্যাচ তাই প্রথমে বল করে কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা নিতে চান। বিপরীতে শুরুতে ব্যাট করতেই চেয়েছে হংকং। হংকংয়ের সঙ্গে অবশ্য এর আগে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে টাইগারদের। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে স্বাগতিক বাংলাদেশকে দুই উইকেটে হারানোর সুখস্মৃতি নিয়ে আজ মাঠে নামবে তারা। বিপরীতে বাংলাদেশ এশিয়া কাপে এসেছে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

একাদশে কারা : তিন ফ্রন্টলাইন পেসার নিয়েই একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে রয়েছেন তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান। হংকং আফগানিস্তানের কাছে প্রথম ম্যাচে হারলেও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নেমেছে।

এশিয়া কাপে শুভসূচনা বাংলাদেশের

৫২ পৃষ্ঠার পর

পড়েন। পেছনে ফেলেন মাহমুদউল্লাহকে। ম্যাচসেরাও হন লিটন। বল হাতে হংকংয়ের হয়ে আলো ছড়ান মিডিয়াম পেসার আতিক ইকবাল। ১৪ রানে ২ উইকেট নেন তিনি। বাংলাদেশের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে হংকংয়ের শুরুটা যদিও ছিল নড়বড়ে। দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায় আর জিশান আলী (৩০) ও নিজাকাত খানের (৪২) ধীর গতির ব্যাটিংয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে বাংলাদেশ। তবে তৃতীয় উইকেটে ৪১ রানের জুটি গড়ে চাপ সামলান জিশান-নিজাকাত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তাদের স্ট্রোক খেলার প্রবণতাও। তার পর অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তজা ১৯ বলে ঝোড়ো ২৮ রান করে ঝলক দেখালেও শেষদিকে উইকেট হারাতে থাকলে গতি হারায় হংকংয়ের ইনিংস।

বাংলাদেশি বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া ছিলেন তরুণ পেসার তানজিম হাসান সাকিব। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করে ২১ রানে নেন ২ উইকেট। তুলে নেন বাবর হায়াত (১৪) ও জিশান আলীর উইকেট। আংশুমান রাথকে ফেরান তাসকিন আহমেদ, তিনি শেষ ওভারে তুলে নেন আইজাজ খানের উইকেটও। লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনকে আনা হয় পাওয়ার প্লের পর। তাকে সামলাতে সুইপ-রিভার্স সুইপের কৌশল নেন হংকং ব্যাটাররা। রিশাদ মূলত শেষ ওভারেই সাফল্য পেয়েছেন। নিজাকাতকে লং-অনে ক্যাচ আউট করান, পরের বলেই এলবিডব্লিউ করেন কিঞ্চিত শাহকে।

শুরুটা ধীর গতির হলেও হংকং শেষ ছয় ওভারে ৫৪ রান যোগ করে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছাতে পারে।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবার সব আম্পায়ার-রেফারিই নারী

৫২ পৃষ্ঠার পর

মোট ১৮ সদস্যের প্যানেলে থাকছেন ৪ জন ম্যাচ রেফারি এবং ১৪ জন আম্পায়ার, যাদেরকে ৯টি দেশ নির্বাচন করা হয়েছে।

ম্যাচ রেফারির তালিকা : ট্রুডি অ্যান্ডারসন (নিউজিল্যান্ড), শান্দ্রে ফ্রিটজ (দক্ষিণ আফ্রিকা), জি এস লক্ষ্মী (ভারত), মিশেল পেরেইরা (শ্রীলঙ্কা)।

আম্পায়ারের তালিকা : সু রেডফার্ন (ইংল্যান্ড), ক্লেয়ার পলসাক, ইলোইস শেরিডান (অস্ট্রেলিয়া), ক্যান্ডেস লা বোর্দে, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কিম কটন (নিউজিল্যান্ড), সারা দাম্বানেভানা (জিম্বাবুয়ে), সাথিরা জাকির জেসি (বাংলাদেশ), কেরিন ক্লাস্টে, লরেন এজেনবাগ (দক্ষিণ আফ্রিকা), এন জানানি, বৃন্দা রাঠি, গায়ত্রী ভেনুগোপালন (ভারত), নিমালি পেরেইরা (শ্রীলঙ্কা)। এর মধ্যে পলসাক, উইলিয়ামস ও রেডফার্ন এর আগে দুটি করে ওয়ানডে বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার রেকর্ডসংখ্যক নারী আম্পায়ার ও রেফারি কাজ করবেন আইসিসির কোনো বৈশ্বিক আসরে।

এর আগে ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং সাম্প্রতিক দুটি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সম্পূর্ণ নারী ম্যাচ অফিশিয়াল প্যানেল দেখা গেলেও, ওয়ানডে বিশ্বকাপে এটিই প্রথম। আইসিসি আশা করছে, এই উদ্যোগের প্রভাব টুর্নামেন্টের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে এবং বিশ্বব্যাপী আরও বেশি নারীকে ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালনার (আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারি) পেশা বেছে নিতে উৎসাহিত করবে। আইসিসি সভাপতি জয় শাহ বলেছেন, 'এটি নারী ক্রিকেটের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এটি কেবল প্রতীকী পদক্ষেপ নয়, বরং দৃশ্যমানতা, সুযোগ সৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও।' ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। পরদিন (১ অক্টোবর) মাঠে নামবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। প্রতিটি দল বাকি সাত দলের সঙ্গে একবার করে খেলবে। এরপর সেরা চার দল যাবে সেমিফাইনালে। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ভারতের গুয়াহাটি, ইন্দোর, বিশাখাপত্তনম, নবি মুম্বাই ও কলম্বোয়। ফাইনাল নির্ধারিত আছে আগামী ২ নভেম্বর কলম্বোয়। মূলত হাইব্রিড মডেলের কারণে পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলের ভারতে না এসে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।

ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের দাম কমানোর অনুরোধ

৫২ পৃষ্ঠার পর

মোবাইলে যেভাবে দেখবেন এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলা

বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর, তবে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ভিসা কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারছেন। মোট ১৬টি ভেন্যু থাকবে, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১১টি, মেক্সিকোতে ৩টি এবং কানাডায় ২টি। ৪৮ দল নিয়ে আসরের খেলা চলবে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত।

পর্তুগালে 'সর্বকালের সেরা' সম্মাননায় ভূষিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো

৫২ পৃষ্ঠার পর

তবে শীর্ষে উঠেছেন তিনি (৩৯ গোল)।

অন্যদিকে, সুইডিশ ফরোয়ার্ড ভিক্টর গিয়োকেরেস টানা দ্বিতীয়বারের মতো লিগা পর্তুগালের বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। গত মৌসুমে স্পোর্টিং লিসবন হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোল সংখ্যা ছিল ৫৪টি। লিগে করেছেন ৩৯ গোল, যা স্পোর্টিংকে শিরোপা ধরে রাখতে সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে। এই সাফল্যের পর তিনি ইংলিশ ক্লাব আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন। গিয়োকেরেস এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এ পুরস্কার পাওয়া আমার জন্য বিশাল সম্মানের। স্পোর্টিংয়ের সতীর্থ, কোচিং স্টাফ ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের কারণেই আমরা দারুণ একটি মৌসুম কাটিয়েছি, যেখানে লিগ এবং কাপ দুটোই জিতেছি।'

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc
Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

কমিউনিটিতে সৌহার্দ্যের সুবাতাস!

১ পৃষ্ঠার পর

পদচারণা প্রসংশিত। দেশ মাতৃকা তথা মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য তারা মরিয়া। দেশের যেকোন ক্রান্তিকালে ঝাঁপিয়ে পড়েন তারা। সংগঠন প্রিয় এ জাতিগোষ্ঠী প্রবাসে এসে নিউইয়র্কেই প্রায় ৪ শতাধিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে কমিউনিটির ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও সামাজিক যোগাযোগ। এমন দৃশ্যটি অন্য কোন কমিউনিটিতে চোখে পড়ে না। কমিউনিটির যেকোন দুঃসময়ে সবাই এক অপরের। ব্যতিক্রম যে নেই তা বলা যাবে না। ব্যক্তিগত ও সংগঠনের টানাপোড়েনে বিবাদের ছায়াও নেমে আসে। একে অপরের তিরস্কার ও পরনিন্দাতেও এগিয়ে থাকার প্রতিযোগিতা চলে।
এই গেল বছরই বাংলাদেশ প্যারেড নিয়ে কমিউনিটিতে বিভক্তি দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী শাহ নেওয়াজ ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আজিজের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। আর এ বিরোধকে উস্কে দেবার জন্য উভয় পক্ষকেই তা দিতে থাকেন সুবিধাভোগী একটি মহল। এ বিরোধ কমিউনিটিতে সামান্য হলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ২ পক্ষের অনুসারীদের মধ্যে অস্বস্তিও বিরাজ করছিল।
৯/১১। বাংলাদেশ সোসাইটির একটি সংবাদ সম্মেলন চলছিল জ্যাকসন হাইটসে। সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ সহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন চলাকালে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলেন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ। যাদের মধ্যকার বৈরিতা কমিউনিটির মুখেমুখে। শাহ নেওয়াজ দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন আজিজের দিকে। আজিজও হাতটি ধরলেন। উভয়ই হাসলেন। শাহ নেওয়াজ হাতটি কাছে নিয়ে আজিজকে বসালেন পাশের চেয়ারে। কুশল বিনিময় করলেন। এমন দৃশ্য দেখে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকরা নড়েচড়ে বসলেন। এ দৃশ্যটির ছবি ধারণ করতে সবারই ক্যামেরা ছিল সচল। ক্লিক ক্লিক আওয়াজ উঠছিল। অনেকেই বলছিলেন, শাহ নেওয়াজ প্রকৃত কমিউনিটির নেতার মতো আচরণ দেখালেন। ২ নেতা পাশাপাশি বসে সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত থাকলেন। মুহূর্তের মধ্যে কমিউনিটিতে এমন ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ে। এতে সবাই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সাধুবাদ জানান শাহ নেওয়াজ ও মোহাম্মদ আজিজকে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী আগামী ২ নভেম্বর

১ পৃষ্ঠার পর

টেরেস অন দ্য পার্কে অনুষ্ঠিত হবে।
গত ১১ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ,সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া, মঈনুল ইসলাম মিয়া, ডা. হামিদুজ্জামান, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সোসাইটির সাবেক সেক্রেটারি ফখরুল আলম, আজিমুর রহমান বুরহান, কাজী আজম, আহসান হাবিব, মাহবুব তালুকদার, কামরুজ্জামান কামরুল, মফিজুল ইসলাম রুমি, হারুনর রশীদ, শাহ শহিদুল হক, ফারুক হোসেন মজুমদার, ডা. এনামুল হক, নাঈম টুটুল, হাসান জিলানী ও রিজু মোহাম্মদ। লিখিত বক্তব্যে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, প্রায় ২৭ হাজার নিবন্ধিত সদস্যের সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি আগামী নভেম্বরে গৌরবময় ৫০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। অর্ধশতাব্দীর এই ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপনকে কেন্দ্র করে নানাবিধ কর্মসূচি ও উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। যাতে তা সংগঠনের সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কমিউনিটির সবার কাছে পৌঁছে যায়। আগামী ২ নভেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত কনভেনশন হল টেরেস অন দ্য পার্কে সুবর্ণজয়ন্তীর মহা-উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এই অনন্য আয়োজনে ইতিহাস, সংস্কৃতি, আবেগ, কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির চিত্র ফুটে উঠবে।
সুবর্ণজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানের আগে আরো কিছু অর্থবহ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ সোসাইটির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল। জীবন বাঁচানোর মহৎ কাজ এগিয়ে নিতে সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ রক্তদান কর্মসূচী। প্রবাসের আঞ্চলিক, সামাজিক, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা জন্য মতবিনিময় সভা।
এছাড়া সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচির মধ্যে থাকবে সাবেক নেতৃবৃন্দের সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান। বিশেষ আলোচনা সভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনী। প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিশেষ পরিবেশনা ও সম্মাননা প্রদান। প্রবাস ও কমিউনিটিতে অবদান রাখা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি।
সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মারকগ্রন্থ (স্মরণিকা) প্রকাশনা বের করা হবে, যা সোসাইটির অর্ধশতাব্দীর যাত্রাপথের একটি জীবন্ত দলিলের রূপ পাবে। এতে বাংলাদেশ সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, সাফল্য, এবং প্রবাসীদের গল্প। স্মরণিকার জন্য আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই সংগঠন বিভিন্নভাবে প্রবাসীদের সেবা দিয়ে আসছে। প্রবাসীরাও এসব সেবায় উপকৃত হচ্ছেন। ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সার্ভিস, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তথ্যসেবা, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষার জন্য বাংলা স্কুল স্থাপন যা কুইন্স এবং ব্রুকলিনে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এছাড়াও দৈনন্দিন নানান প্রয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটি পাশে দাঁড়িয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের। নিজস্ব কবরস্থানের মাধ্যমে সোসাইটি তার একটি বড় সামাজিক দায়িত্বে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকএর পক্ষ থেকে ৯/১১-এ নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতসহ সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের সকল নেতৃবৃন্দ, সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। এর মধ্যে যারা বেঁচে নেই নেই। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মাসুম। ১৯৭৫ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ সোসাইটি। যা অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি সনির্ভর, প্রভাবশালী ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

ডাকসু নির্বাচন বিএনপির জন্য সতর্কবার্তা

১ পৃষ্ঠার পর

সেখানে বাংলাদেশের প্রতিবেশি ভারতের জন্য তা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। কারণ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানপন্থী দল। এই দলের সঙ্গে ভারতের মিলেমিশে থাকা কঠিন। পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগও তাই আগামী নির্বাচনে কোনও না কোনও ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ সবই মূল প্রশ্ন। তবে ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের ফলাফল আগামী নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রভাব হবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির জন্যে সতর্কবার্তা হতে পারে।
আওয়ামী লীগের সাড়ে পনেরো বছরের শাসনামলে সারাদেশের ক্যাম্পাসগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র একবারই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৯ সালে। ওই নির্বাচন ঘিরেও ছিল নানা বিতর্ক, নানা প্রশ্ন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডাকসু কিংবা কোনো ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদ বলছেন, যে কারণে অনেক বছর ধরে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা ভোটাধিকার চর্চার সুযোগ পাননি। আর সে কারণে গণ-অভ্যুত্থানের পর নতুন পটভূমিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদা রওনক খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'চব্বিশের আন্দোলন শুরু করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদেও রয়েছেন। সে কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ডাকসু নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কোটা সংস্কার আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের হামলার পরই গত বছরের জুলাইয়ে সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ওই আন্দোলনই এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছিলেন, বিশেষ করে দুইটি কারণে এবারের ডাকসু নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রথম কারণ অনেকদিন পরে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দ্বিতীয়ত জুলাই পট পরিবর্তনের পর দেশের মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তার দুয়ার খুলে গেছে। যে কারণে এই নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফেরার একটা অংশ মনে করা হচ্ছে। এখন থেকে প্রায় চার দশক আগে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন নাগরিক ঐক্যের আহবায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্দোলনে ডাকসু সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের ক্রান্তিলগ্নেও ডাকসু নেতৃত্ব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দিয়েছে। যে কারণে ডাকসুর আবেদন ও গুরুত্ব সব সময় ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। ডাকসুতে ২৮টি পদের নির্বাচনে ৪৭১ প্রার্থীর মধ্যে ৬২ পদে প্রার্থী হয়েছেন ছাত্রীরা। সর্বশেষ ২০১৯ সালে যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ওই নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন বর্তমান গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ডাকসুতে ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। একই সাথে জুলাই আন্দোলনে তার দলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
এছাড়াও অতীতে বিভিন্ন সময়ে ডাকসুতে যারা ভিপি- জিএস কিংবা গুরুত্বপূর্ণ পদে বিজয়ী হয়েছেন তাদেরও রাজনীতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা গেছে। যে কারণে রাজনৈতিক দলগুলোও এবার এই নির্বাচনকে অনেক আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ডাকসু নির্বাচনকে সারাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই নির্বাচন কমবেশি জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করবেই। ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোতে নিয়মিত টকশো, আলোচনা, বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করতে দেখা গেছে। নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পর ছাত্রদল-ছাত্রশিবির-কিংবা প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর মধ্যে নানা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগও করতে দেখা গেছে।

মামদানির সমর্থনে বাংলাদেশিদের সমাবেশ

১ পৃষ্ঠার পর

স্বতন্ত্র হিসেবে মাঠে নেমেছেন। তাকে সমর্থন দিয়েছেন মাত্র ২৪% ভোটার। এ নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীর প্রতি সমর্থন দেয়ার কথা জানিয়েছেন মাত্র ১৫%। অপরদিকে, বর্তমান মেয়র এরিক এডামসকে ৯% সমর্থন দিয়েছেন।
জোহরান মামদানিকে পরাশায়ী করতে ট্রাম্পও নানাভাবে তৎপরতা চালাচ্ছেন। এন্ড্রু কুমোর বিজয় ত্বরান্বিত করার অভিপ্রায়ে ট্রাম্প এরিক এডামসকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ট্রাম্পের ধারণা এরিক সরে দাঁড়ালো কুমোর বিজয়ের পথ সুগম হতে পারে। উল্লেখ্য, ঘুষ-দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত মেয়র (ডেমক্রাট)এরিক এডামস ইতিমধ্যেই ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন মামলা থেকে অব্যাহতির প্রত্যাশায়। তার সুফল এলেও পুনরায় মেয়র নির্বাচনের ময়দান থেকে সরে দাঁড়াতে সম্মত হননি। তিনিও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন। এমনি অবস্থায় 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এবং সিয়েনা কলেজ' চালানো এ জরিপ। নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীম্যান হিসেবে চার বছর আগে নির্বাচিত জোহরান ভারতীয় মা চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার এবং উগান্ডার বাবা মাহমুদ মামদানির সন্তান। নিউইয়র্ক সিটিতে দক্ষিণ এশিয়ানদের রাজধানী হিসেবে পরিচিত কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটি নিয়ে গঠিত স্টেট এ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ থেকে ২০২০ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথেও সখ্যতা বাড়িয়েছেন।
বাংলাদেশিরা সরব হয়েছেন মামদানীর পক্ষে। গত শনিবার নিউইয়র্ক সিটির প্রোসপেক্ট পার্কে মামদানীর সমর্থনে 'ড্রাম বীটস' নামক একটি সংস্থার বনভোজন পার্টিতে প্রচুর বাংলাদেশি অংশ নেন । বৃষ্টি সত্ত্বেও শতশত প্রবাসীর সমাগমে হাজির হয়েছিলেন জোহরান মামদানি। মামদানিকে বিজয় করতে সর্বাত্মক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিটি বাংলাদেশী ভোটারকে কেন্দ্রে গিয়ে ব্যালট যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহবান জানান কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শাহানা হচ্ছেন এই সিটির প্রথম মুসলিম এবং প্রথম বাংলাদেশী কাউন্সিলওম্যান। শাহনা

বলেন, জোহরানের বিজয়ে ত কঠোর পরিশ্রমী অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে। উল্লেখ্য, এই বনভোজন আয়োজনের নেপথ্য সংগঠক ছিলেন বাংলাদেশী আমেরিকান কাজী ফৌজিয়া। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জুমানী উইলিয়াম, রুবার্ট ক্যারল, নাজমুল হোসাইন, আব্দুর রহিম হাওলাদার, ফায়াজ সোলায়মান, জে মোস্তা সানী, মেরি জোবায়দা, ইমরান আনসারী, মহিনউদ্দীন মাহমুদ, এনায়েত মুন্সী, আক্কুল কাদের মিয়া, বখতিয়ার উদ্দীন, আহসান হাবিব, সেলার ভূঁইয়া রাসেল,ইকবাল হাওলাদার, ও মফিজ উদ্দীন। এতে কমিউনিটির সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্বকারীরা জড়ো হয়ে জোহরানের বিজয়ে কাজের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

ড. ইউনূসের আগমনে যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের প্রতিরোধ সমাবেশ ঘোষণা

১ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কে অবস্থানকালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট-মহানগর আওয়ামীলীগ, মহিলা আওলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, ছাত্রলীগ, হাসিনা মঞ্চ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রতিদিন সভা সমাবেশ করবে।। উল্লেখ্য, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ড. ইউনূস জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসছেন। তাদের স্লোগান থাকবে 'হটাও ইউনূস বাঁচাও দেশ শেখ হাসিনার নির্দেশ'। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ২২ সেপ্টেম্বর জেএফকে বিমানবন্দরে ইউনূসকে কালো পতাকা প্রদর্শন ও পদত্যাগ দাবি, হোটেলের সামনে অবস্থান,
সেপ্টেম্বর ২৫ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অংশগ্রহণের দিন জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ। প্রধান উপদেষ্টার সম্মানে হুন্ডী সংবর্ধনা স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ।
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান আজকালকে বলেন, ড. ইউনূস দেশকে এগিয়ে নেবার একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। দেশকে একটি একটি জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। দেশের অচলাবস্থার জন্য তিনিই দায়ি। যুক্তরাষ্ট্রের আইনের মধ্যে থেকেই সেখানেই ইউনূস সেখানেই আমরা প্রতিরোধ সমাবেশ গড়ে তুলবো। যে হোটেলে ইউনূস অবস্থান করবেন সেখানে প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ সব সমাবেশকে সফল করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক স্টেট থেকে মুজিব অনুসারীরা আসবেন।

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

- 01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
- 02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
- 03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
- 04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
- 05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
- 06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে

অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে

ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং

অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং

অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS™ EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 [LIMITED TIME OFFER]

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আতিফ আসলাম শো হাজার হাজার মুগ্ধ শ্রোতার ভীড়

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE

Presents

Dimond Sponsor
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

Gold Sponsor
Empire Care Agency
LHCSA Licensed Health Home Care
NURUL AZIM
CEO
Ph: 516-451-3748
Email: Empirehcare@gmail.com

সাউথ জ্যামাইকা
বাংলাদেশী মেলা ২০২৫

28 September 2025
Sunday @12pm to 8pm

Archie Spigner Park
Merrick Blvd, Queens, NY-11433

For Stall: 347-935-0263, 646-662-9353

Co-Powered by

THE NEW YORK BRIGHT
United State of America

TIZARAH & CO
FLOWER SHOP

Belal Ahmed
Convenor

Zahrul Amin Tapader
Member Secretary

First Time in NY
COMMUNITY CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

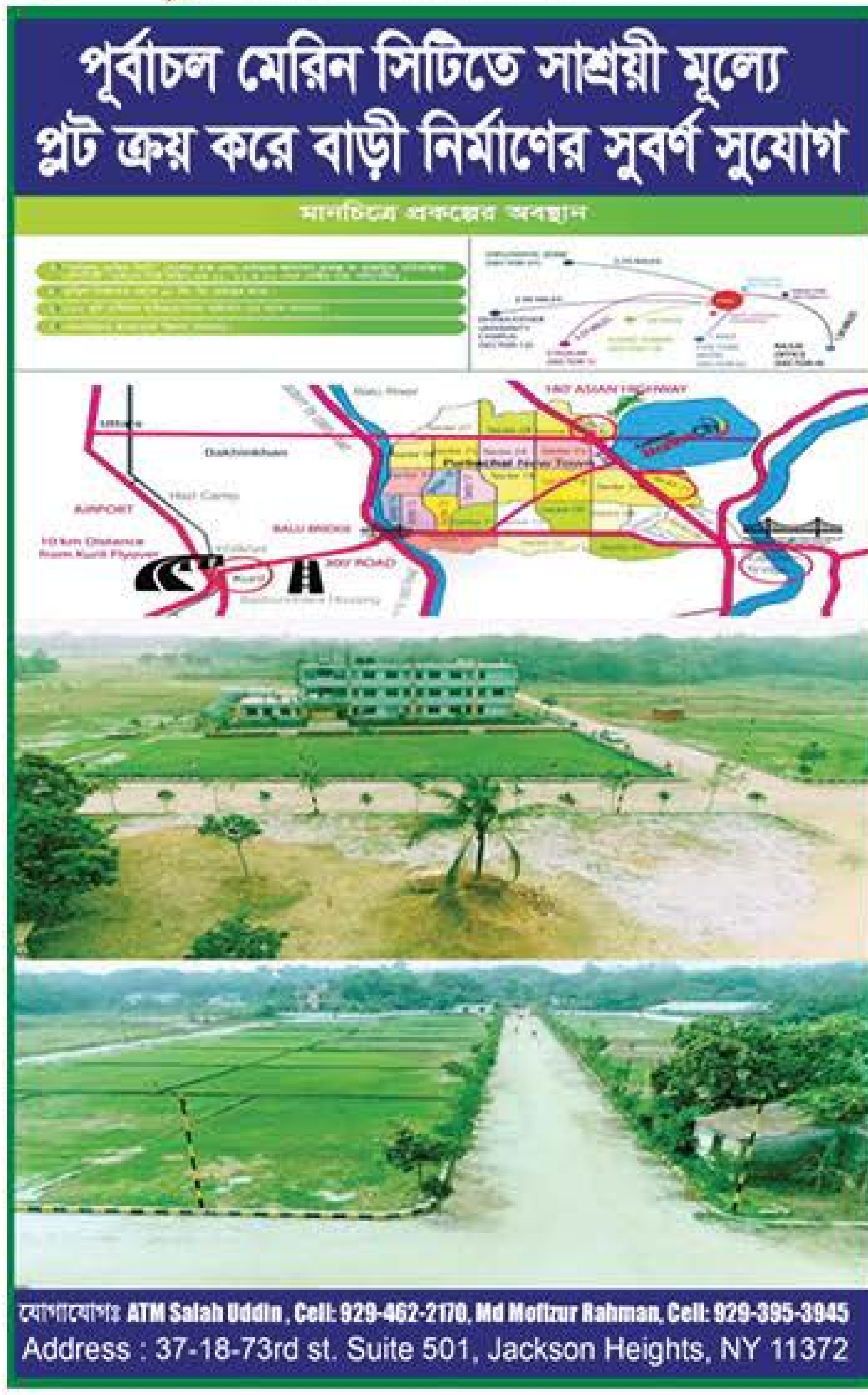

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin , Cell: 929-462-2170, Md Motizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION SERVICES

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও –সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

Hasna Travel
হাসনা ট্রাভেল

All International & Domestic
Fly Any Airlines, Anywhere, Anytime

- গত দীর্ঘ ২৭ বছরের অভিজ্ঞতায় বিশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতার সাথে আমরা ভ্রমণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।
- ভ্রমনকারীদের সাথে প্রতিটি পদক্ষেপে সুপরামর্শ দান করে যথাসাধ্য সুলভ মূল্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্লেনের টিকেটের ব্যবস্থা করে থাকি।
- আমরা অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে উমরাহ্ ভিসাও করে থাকি।

Turkish Airlines | QATAR AIRWAYS القطرية | السعودية Saudia

যোগাযোগ :
(646) 496-6879
(10 am to 11pm / 7days a week)
Email address is : hena3212@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Win Zone Realty Inc.

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

NEW YORK Fashion HOUSE
GRAND
Opening
PRESENTING OUR HONORABLE GUEST
Rituparna Sengupta
15th September 2025
MONDAY, 06:00 PM ONWARDS
NEW YORK FASHION HOUSE
72-28 Broadway, 2nd Floor, Jackson Height NY11372
Contact No: 3474486886

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
ঈদ উপলক্ষে
10%
DISCOUNT
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

এশিয়া কাপে শুভসূচনা বাংলাদেশের

অবশেষে বড় ব্যবধানে হংকংকে হারালো

আজকাল স্পোর্টস

এর আগে একবারই হংকংয়ের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে ২০১৪ সালের টুটোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেই ম্যাচে অবশ্য তিক্ত অভিজ্ঞতা সঙ্গী হয়েছিল স্বাগতিকদের। হারতে হয়েছিল ২ উইকেটে! এশিয়া কাপ অভিযানে নেমে অবশেষে হংকংকে টি-টোয়েন্টিতে প্রথমবার হারানোর স্বাদ নিয়েছে বাংলাদেশ দল। তাতে 'বি' গ্রুপে হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ে পূর্ণ ২ পয়েন্টও নিশ্চিত হয়েছে। তবে সেই পয়েন্ট পেতে যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছে টাইগারদের। ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়েও থ েকছে প্রশ্ন!

আবু ধাবিতে ১৪৪ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতেছে ৭ উইকেট ও ১৪ বল হাতে রেখে। পাওয়ার প্লেতে দুই ওপেনার ফিরলেও দলের জয়ের ভিত গড়েন মূলত লিটন দাস (৫৯) ও তাওহীদ হৃদয় (৩৫*)। যদিও মাঝের ওভারগুলোতে হংকং চাপ তৈরি করায় বাউন্ডারির দেখা মিলছিল না। রানও উঠেছে ধীর গতিতে। তার পর হংকংয়ের বোলিংয়ে ধার কমতেই হাত খুলে খেলেছেন লিটন। ২৪ বলে ২৬ রান থেকে ৩৩ বলে পূর্ণ করেন ফিফটি। অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত দলকে জয়ের কাছে রেখে ৩৯ বলে ৬টি চার ও ১টি ছয়ের মারে ৫৯ রানে ফিরেছেন। তার পর বাকি কাজটা সারেন হৃদয়। ১৪ বল হাতে রেখেই ম্যাচ শেষ করেন তিনি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মাত্র ৯৪ রানে গুটিয়ে যাওয়া হংকংয়ের দ্বিতীয় ম্যাচের ব্যাটিং ছিল তুলনামূলক ভালো। জিশান আলীর ৩০, নিজাকাত খানের ৪২ আর অধিনায়ক ইয়াসিম মুর্তজার ঝোড়ো ২৮ রানে পায় লড়াইয়ের মতো পুঁজি৭ উইকেটে ১৪৩ রান। কিন্তু লিটন-হৃদয়ের ৯৫ রানের জুটি ম্যাচটিকে সহজ করে দেয় বাংলাদেশের জন্য। ম্যাচ জেতাতে লিটন আবার বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ হজার (৭৮) রেকর্ডও

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

৭ উইকেটের জয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

আজকাল স্পোর্টস

সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ বাংলাদেশ ১৭.৪ ওভারে ১৪৪/৩, লক্ষ্য ১৪৪ (হৃদয় ৩৫*, জাকের ০*; পারভেজ ১৯, তানজিদ ১৪, লিটন ৫৯)।
ফলঃ বাংলাদেশ ৭ উইকেটে জয়ী।
হংকং ২০ ওভারে ১৪৩/৭ (এহসান ২*, চাল্লু ৪*; আংশুমান ৪, বাবর ১৪, মুর্তাজা ২৮, নিজাকাত ৪২, কিঞ্চিৎ ০, আইজাজ ৫)

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন নিয়ে মুখ খুললেন শচীন

আজকাল স্পোর্টস

ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গুজবকে উড়িয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি গুজব ছড়িয়েছিল, টেন্ডুলকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। তবে তার টিম এই খবরকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে ক্রিকবাজ।
এসআরটি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'কিছু সংবাদ ও গুজব ছড়িয়েছে যে শচীন টেন্ডুলকার বিএসসিআই প্রেসিডেন্ট পদে বিবেচিত বা মনোনীত হতে পারেন। আমরা স্পষ্টভাবে জানাই, এরকম কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সকলকে অনুরোধ করছি এই ভিত্তিহীন গুজবে বিশ্বাস না করার।'
বিএসসিআই নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৮ সেপ্টেম্বর। এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষের পদে ভোট হবে। বোর্ডের অভ্যন্তরীণ ধারণা অনুযায়ী, বর্তমান সেক্রেটারি দেবজিত সাইকিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারি রোহান গাউন্স ভেসাই এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ সিং ভাটি তাদের পদে থাকবেন।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নিয়ে বৃহৎ চাঞ্চল্য প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ ঘিরে, পাশাপাশি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) চেয়ারম্যান পদেও। বর্তমানে ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা, এবং তিনি বোর্ডের কাঠামোর অংশ হিসেবে থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

পর্তুগালে 'সর্বকালের সেরা' সম্মাননায় ভূষিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো

আজকাল স্পোর্টস

পর্তুগিজ ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে 'সর্বকালের সেরা' (বেস্ট অব অলটাইম) পুরস্কারে ভূষিত করেছে লিগা পর্তুগাল। বুধবার এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা (২২৩ ম্যাচে ১৪১ গোল) রোনালদোর ক্যারিয়ারে এই খেতাব আরও একটি উজ্জ্বল অর্জন হিসেবে যুক্ত হলো। লিগা পর্তুগাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'লাখো মানুষের আদর্শ রোনালদো এক যুগকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তার প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিযোগিতার মানসিকতা বিশ্ব ফুটবলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্যক্তিগত রেকর্ড, দলীয় শিরোপা এবং প্রভাব- সব মিলিয়ে তিনি সর্বকালের সেরা।'
যদিও রোনালদো নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তবে এক ভিডিও বার্তায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সৌদি প্রো লিগের আল নাসর তারকা বলেন, 'এই সম্মাননা পাওয়া আমার জন্য ভীষণ গর্বের বিষয়। আমার সতীর্থ, কোচ ও যারা আমাকে ক্যারিয়ারে সমর্থন করেছেন- সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের কারণেই আমি এমন এক অনন্য পুরস্কার পেলাম।'
সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের হয়েও ইতিহাস গড়েছেন সিআর সেভেন। হাঙ্গেরির বিপক্ষে গোল করে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় গুয়েতেমালার কার্লোস রুইজের সঙ্গে যৌথ

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিটের দাম কমানোর অনুরোধ

আজকাল স্পোর্টস

২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। সম্প্রতি ফিফা টিকিটের দাম প্রকাশ করেছে, যা আগের কোনো আসরের তুলনায় অনেক বেশি। সাধারণ দর্শকদের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিউইয়র্কে বসবাসকারীদের জন্য টিকিটের দাম কমানোর অনুরোধ জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানি। তিনি চাইছেন, শহরের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষও বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পারবে। মামদানি ফিফাকে সরাসরি অনুরোধ করেছেন, আসন্ন বিশ্বকাপে 'চাহিদা ভিত্তিক মূল্য বৃদ্ধি' থেকে সরে আসার জন্য।
তার পিটিশন 'গেম ওভার গ্রিড' ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেলাধুলার আসর আমাদের উঠোনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু নিউইয়র্কের অধিকাংশ মানুষ তা দেখতে পারবে না। মামদানি দাবি করেছেন, টিকিটের ১৫ শতাংশ বিশেষভাবে নিউইয়র্কবাসীর জন্য কম মূল্যে রাখা হোক।
সামাজিকমাধ্যমে নিজের 'এক্স' হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেন মামদানি। সেখানে তাকে ছোট মাঠে ফুটবল অনুশীলন করতে দেখা যায়। ভিডিওতে তিনি বলেন, ফুটবলের একজন আজীবন সমর্থক হিসেবে বিশ্বকাপ নিয়ে এর চেয়ে বেশি উত্তেজনা আর হয় না। কিন্তু নিউইয়র্কে বসবাস করা শ্রমিক-শ্রেণির কেউ কি কোনো ম্যাচ দেখতে পারবে?
২০২৬ বিশ্বকাপের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে উত্তর আমেরিকার ১৬টি শহরে, যার মধ্যে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনালসহ ৮টি ম্যাচ। নিউইয়র্ক সিটি থেকে ট্রেনে অল্প দূরত্বে অবস্থিত মেটলাইফ স্টেডিয়ামে দর্শকরা পৌঁছাতে পারবেন।
ফিফার পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রুপ পর্বের টিকিটের দাম শুরু হবে ৬০ ডলার (প্রায় ৭,৩০৭ টাকা) থেকে, এবং ফাইনালে বেড়ে ৬,৭৩০ ডলার (প্রায় ৮ লাখ ১৯ হাজার ৬৯৫ টাকা) হবে। তবে চাহিদার ভিত্তিতে দাম ওঠানামা করতে পারে।

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবার সব আম্পায়ার-রেফারিই নারী

আজকাল স্পোর্টস

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর) প্রথমবারের মতো দায়িত্ব পালন করবেন শুধুমাত্র নারী আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) থেকে বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:
CELL: +1 (347) 294-9697

ডাকসু ইলেকশন মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড!

১ পৃষ্ঠার পর

ভেবেচিন্তে হিসাব নিকাশ করে এই নির্বাচনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, টাইমিং ঠিক করা হয়েছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সাজানো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেককেই বলতে দেখলাম ৫ আগস্টের পর বিএনপি এবং এই দলের নেতাকর্মীদের নানা ধরনের দখলবাজিতে লিপ্ত হওয়ায় তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে এই নির্বাচনে। কথাটা একদম ফেলে দেওয়ার মত না। একটা মহল আছে স্বাধীনতা একাত্তর বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বললেই তাকে ভারতীয় বয়ান বলে ট্যাগ দেয়। ছাত্রদল জামাত শিবিরকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তি বলায় নাকি সাধারন শিক্ষার্থীরা অসন্তুষ্ট হয়েছে। সেজন্য তারা ভোট পায় নাই। বাজে কথা। ছাত্রদল হেরেছে অন্য কারনে।

১। এটা তো এখন আর কোন রাখঢাকের ব্যাপার না যে ৫ আগস্টের পর পর জামাত এবং তাদের ছাত্র-প্রজাতি শিবির দলটি প্রফেসর ইউনূসের উপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতার অঘোষিত অংশীদার হয়েছে। সেই প্রভাব কাজে লাগিয়ে জামাত যখন একেএকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দখল করেছে, প্রশাসন পুলিশে নিজেদের লোক সেট করেছে, আদালতে পছন্দের লোক বসিয়ে দিয়েছে, মিডিয়াসহ মিডিয়াগুলো নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নিয়েছে- বিএনপি তখন হাট বাজার বাস স্ট্যান্ড টেম্পু স্ট্যান্ড ফুটপাথ হকারদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির দখল নিয়েছে! জামাত-শিবির রাজনীতি করেছে বিএনপি-ছাত্রদল দখলবাজি করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ঢাবির বর্তমান ভিসি একজন পুরনো শিবিরকর্মী বলে কেউ কেউ দাবী করেন। যদি তাই হয় শিবিরের প্রতি তার একটু ভিন্ন স্নেহানুগতি থাকলে সেটাই স্বাভাবিক, বিশেষ করে তার তিনি নিয়োগের ক্ষেত্রে জামাত যখন মুখ্য উদ্যোগটা নিয়েছিল।

২। মানুষ এখন জাতীয় নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। এই সময়ে হঠাৎ ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন কোন স্বাভাবিক ঘটনা মনে করার কারন নাই। জামাত যখন নিশ্চিত হয়েছে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে এবং নির্বাচন দিলে শিবিরই পাশ করবে তখনই ভিসি সাহেবকে দিয়ে তড়িঘড়ি এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে- এমনও দাবী কারও কারও। জাতীয় নির্বাচনের আগে জামাত এই নির্বাচনে বিজয় দেশের মানুষের জন্য একটা বার্তা হিসেবে পাঠাতে চেয়েছে। সে কারনে কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে এই আয়োজন।

৩। শেখ হাসিনার সরকার বিএনপিকে নিয়ন্ত্রনে রাখার নীতি নিলেও জামাত শিবিরকে চেয়েছে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করতে। দমন পীড়ন অত্যাচার নির্যাতনের হেন কোন তরীকা নাই যা পনেরো বছর তাদের উপর চালানো হয় নাই। শিবিরের সাড়ে তিন শ'র উপর নেতাকর্মীকে শুধু হত্যা করেছে, গুম করেছে অসংখ্য। আয়নাঘরে নিয়ে আটকে রেখেছে। পঙ্গু করে দিয়েছে। অনেকের শিক্ষাজীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। বাড়ী ঘরে থাকাও বন্ধ হয়ে যায়। জেল ঠাসা জামাত-শিবির নেতাকর্মীদের দিয়ে। হাজার হাজার মামলা, ওয়ারেন্ট। শীর্ষ নেতাদেরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছে। বিএনপির নেতা কর্মীরা নির্যাতনের মুখে কোনমতে টিকে থাকলেও শিবির সেই সুযোগ পায়নি। তারা প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ করে পরিচয় গোপন রেখে মিশে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এবং কৌশলে ছাত্রলীগে ঠাঁই নেয়। এতে দুইটা লাভ হয়। পিঠ বাঁচে, লেখাপড়া চলে এবং সেই সাথে অতি সংগোপনে নতুন রিক্রুট মোটিভেশনসহ সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক অটুটই থাকে। ছাত্রলীগ পরিচয় দিয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করায়।

৪। শেখ হাসিনার আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ছাত্রলীগের দখলে। হেন কোন অপকর্ম নাই যা তারা সেখানে করে নাই। ছাত্রদল শুধু বহিষ্কৃতই ছিল না, হলের কাছে গেলে মেরে পুলিশে দিতো। ফলে ৫ আগস্টের পরে তাদেরকে নতুন করে শুরু করতে হয়। সংগঠন গোছানোর জন্য এই নির্বাচনের আগে তারা সময় পায় মাত্র দেড় মাস। পক্ষান্তরে শিবির কাজ করেছে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশী সময়কাল ধরে। সে কারনে নির্বাচনের আগেই তাদের গ্রাউন্ডওয়ার্ক করা ছিল।

৫। ছাত্রদল ভুল করেছে এই সময়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে। তাদের বোঝা উচিত ছিল হঠাৎ কেন ভিসি সাহেব নির্বাচন ঘোষণা করলেন এবং শিবিরই বা কেন এত উৎসাহী! বিএনপির ক্ষমতার স্বপ্নে মশগুল নেতারাও এ নিয়ে স্টাডি করার সময় পায় নাই। তাদের বোঝা উচিত ছিল জামাত বা শিবির কেন এখনই এই নির্বাচনের ব্যপারে উৎসাহি। তারা আপত্তি জানাতে পারতো। তাদের উচিত ছিল স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মত জাতীয় নির্বাচনের আগে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন আয়োজন না করতে সরকারকে বলা বা বোঝানো। এই স্ট্যান্ডে গোঁ ধরে থাকা। করে নাই- ধরে নিয়েছে দল যেহেতু ক্ষমতায় গিয়েই বসে আছে ডাকসু আর হাতছাড়া হয় কিভাবে! ছাত্র ছাত্রীরা সব ক্ষমতার স্বাদ পেতে দলে দলে ছাত্রদলকেই ভোট দিয়ে আসবে। ধরতেই পারে নাই নানা ধরনের বাজিতে লিপ্ত হয়ে এই দল এবং ছাত্রদলের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! সাধারন শিক্ষার্থী বিশেষ করে তরুণ যুবকদের কাছে গ্রহনযোগ্যতা কতটুকু।

৬। ১৫ বছর ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকে ছিল ক্ষমতা আর অস্ত্রের জোরে। এরা সংগঠন করে নাই। এদের হয়ে সংগঠন করার কাজগুলো করে দিয়েছে অনুপ্রবিষ্ট শিবির। ফলে ছাত্রলীগের নিজস্ব ভোট কমতে খুব কমই। যারাই ছিল নেতৃস্থানীয়রা পলাতক। যারা কোনমতে টিকে আছে ভোট দিতে আসার সাহস পায় নাই। যারা ভোট দিয়েছে তারা কিছু কৌশল অবলম্বন করেছে। শিবিরের নেতৃস্থানীয়রা তাদের সাবেক সহকর্মী। ভবিষ্যতে ফেরার পথের আশায় তাদের সাথে পরামর্শ করে থাকতে পারে। প্রশ্ন উঠলে তাহলে জগন্নাথ হলে ছাত্রদল এত ভোট পেলো কি ভাবে। এটাও একটা মেটিকুলাস ডিজাইনের অংশ হতে পারে। বিএনপিকে আওয়ামীপন্থী হিসেবে পচানোর একটা চাল, কারন জগন্নাথ হলের ভোটাররা সবাই সনাতন ধর্মাবলম্বি।

৭। নানা অনিয়মের অভিযোগ পরাজিত প্রার্থীদের। ব্যালটে আগে থেকেই টিক মার্ক দেওয়া, প্রার্থীদেরকে কেন্দ্রে ঢুকতে না দিয়ে ইচ্ছামত টিক দেওয়া, আগে থেকেই বাক্স ভরে রাখা বা একজন ভোটারের হাতে দশ/বারটা ব্যালট পেপার পাওয়া যাওয়া। ইভিএম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কেউ কেউ। এই মেশিনটা সফটওয়্যার পরিচালিত। অর্থাৎ যেভাবে প্রোগ্রামিং করা থাকে সেভাবেই রেজাল্ট দেয়। তাতে ব্যালট পেপারে টিক কোথায় থাকলো কোন ম্যাটার না। বাটন টিপে দিলে সেট করা রেজাল্ট শীট বের হয়ে আসে।

এত কিছুর পরেও সোজা কথা হচ্ছে শিবির পাশ করেছে। ইতিহাসে এই প্রথম জামাত রাজনীতির একটা সংগঠন ডাকসু পেলো। ৭৬ বছর আগে ১৯৪৭-৪৮ এবং ৪৮-৪৯ দুই টার্মে প্রয়াত জামাত নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম ডাকসুর জিএস নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন তিনি জামাত করতেন না। জামাতে যোগ দেন ১৯৫৪ সালে। এত বছর জামাত এবং তাদের ছাত্র সংগঠন শিবিরকে নানা চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতার বিরোধীতাকারি একটা সংগঠনের ডাকসু পাওয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে। তবে জাতীয় নির্বাচনে এই ঘটনা বিরাট প্রভাব ফেলবে- এমন কোন সম্ভাবনা আমি দেখি না। দেশের অনেক বড় বড় নেতা বছরের পর বছর ডাকসু চালিয়েও রাজনীতির মাঠে খাবি খেয়ে ফিরেছেন এমন প্রমান অনেক। ডাকসুতে শিবিরের জয়লাভ দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি ছাত্র সমাজের সমর্থন- এটাও মনে করার কোন কারন নাই। সচেতন ছাত্র সমাজ তালিবানী শাসন নিয়ে খুবই শংকিত।

আগেই বলছি পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল একটা মেটিকুলাসলি ডিজাইনের বাস্তবায়ন। রাজনীতির সব ক্ষেত্রে এমন ডিজাইন কাজ দেবে তা নাও হতে পারে। তবে এই ঘটনা ভবিষ্যতে ক্ষমতা প্রত্যাশী বিএনপির জন্য একটা সতর্ক সংকেত সন্দেহ নাই। তারা যদি এখনও স্বপ্নের ঘোরেই থাকেন, একদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখবেন রিয়ালিটিটা এক নিদারুন দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছে।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties

List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন,
বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

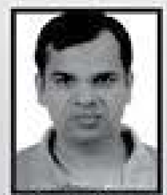
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

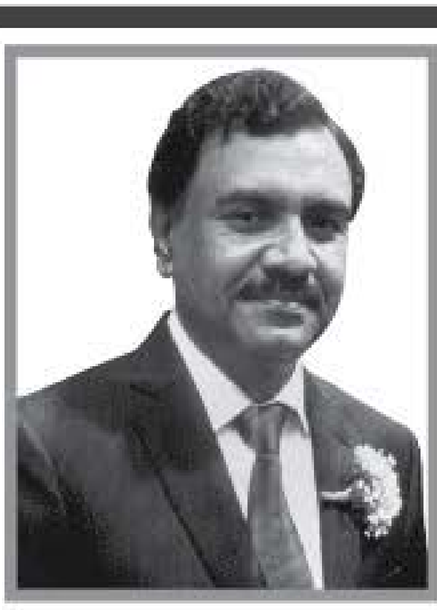

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা নিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL

168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

গাড়ি ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে UBER/ LYFT এর জন্য গাড়ি ভাড়া Rent for Ford Explore TLC plate Uber X & XL immediately. 2020 Ford explorer 89k miles asking $450 weekly, super mint condition

Please call

(917) 770-1341

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের অটিজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ★ ৫টি রোড লেসন,
- ★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
- ★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · simple mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

- * রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
- * DMV Quick রোড টেস্ট
- * 5 Hour (Per- License Class) Certificate
- * 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
- * High Way Lesson
- * Available Schedule
- * DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School

37-13 74th ST. FL-2

Jackson Heights NY-11372

Phone: 718 255 1231

Cell: 929 670 2871

E-mail: swadeshdrv@gmail.com

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We Provide Individual Lesson Also

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-
কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্টাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public
প্রতি রবিবার একমন্টার ফ্রি কর্মশালা
LOW COST GUARANTEE

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Authorized IRS e-file Provider

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা
Hajj & Umrah Specialist

Emirates Biman EGYPTAIR QATAR ETIHAD KUWAIT AIRWAYS Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express small world ria Money Transfer

International/Domestic টিকিট ১০০%
সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় লিবার্টি ও রেমিংটন স্ট্রিটে জেএফকে এয়ারপোর্টে কাছে ৪ বেডরুম, ২ বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। কুইন্সের লরেন্টনে মনোরম পরিবেশে ১৩৩ এভিনিউ এবং ২২৯ স্ট্রিটে মিরিক বুলেভার্ডে বাস স্টপের নিকটে ৩ বেডরুম বেসমেন্ট ভাড়া হবে।

কুইন্সের সানিসাইডে ৩ বেডরুম ও ইস্ট এল্মহার্স্টে ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে।

ইস্ট নিউইয়র্কের হেমলক স্ট্রিটে ২ বেডরুম, এলডার্ট লেনে ৩ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে।

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। ভাড়া দিতে বা নিতে যোগাযোগ করুন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি

(০১/১০/০০/০৭/সি)

বাসা ভাড়া

Bronx, Hobart Ave-এ নতুন সেমিবেসমেন্ট বড় স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ১২০০ ডলার। কাছেই ৬ ট্রেন, বি৫০, বী৮ বাস। দুইজন ব্যাচেলর বা স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।

ফোন : ৩৪৭-৩১৯-০৮২৯

(০৯/১২/০৩/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

১১৪-৫০, ১৪৫ স্ট্রিট, জ্যামাইকায় বেসমেন্টে ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। স্বামী/স্ত্রী, দুইজন পুরুষ বা মহিলা অগ্রাধিকার। বাস স্টপ নিকটে।

ফোন : ৯১৭-৯১৩-৬৪২৫, ৬৪৬-৭৫৩-৪১৮৭

(০৯/১২/০৩/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের আপনা বাজার হতে দেড় ব্লকের মধ্যে খোলামেলা একটি বেডরুম ও বএকটি লিভিংরুম ও সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন ও বাথরুম ছোট পরিবার ও সর্বোচ্চ তিনজন বা দুইজন ব্যাচেলরকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভ্যারিফাইয়েবল ইনকাম ও ভালো ক্রেডিট থাকতে হবে।

ফোন : ৩৪৭-৯৩৫-১৪২৩

(০৯/১২/০১/০৭)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ajkalnews@gmail.com

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ১১৫ এভিনিউ ও ১৬৫ স্ট্রিটে বাথরুম কিচেনসহ দুই রুমের বেসমেন্ট আগামী ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। বাস স্টপ ৩-৪ মিনিট দূরত্ব। ছোট পরিবার অগ্রাধিকার।

ফোন : মির্জা ৯২৯-৪৯৯-৬৮৯২, ৯২৯-৩৪৬-৯৫৪৪

(০৯/০৫/০২/০১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ২০৫ স্ট্রিট ও ৯৩ এভিনিউতে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ রেনোভেটেড।

ফোন : ৯২৯-৩৯৫-৫৭৯৪

(০৯/০৫/০২/০৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটস-এ ১৭৯ সাবওয়ের এফ ট্রেন এবং লং আইল্যান্ড বাস স্টেশনের কাছাকাছি অনেক বড় ১ বেডরুম, আলাদা কিচেন ও বাথরুমসহ বেসমেন্ট এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন/দুইজন অধুমপায়ী কর্মজীবি অগ্রাধিকার।

ফোন : ৯২৯-৪৩৮-৮১৯৯ (সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা)

(০৯/০৫/০১/০৯)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রিট হলিসে রেনোভেটেড প্রাইভেট হাউজে তিন বেডরুম ও চার বেডরুমের দুটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৭১৮-৭১৫-৫৩৮১

(০৯/০৫/০২/০৬)

বাসা ভাড়া

অক্টোবর মাস থেকে কুইন্সে লাগুয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেজমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার সন্নিকটে Q19,Q49,Q23 বাসস্ট্যান্ড। (জ্যাকসন হাইটে Q49 Bus)

ঠিকানা : 27-19 Kearney street, East Elmhurst .NY 11369

যোগাযোগ : ৭১৮-৩৪০-৯৫৭১, ৬৪৬-৭৮৫-৫৫৭৩

(০৯/০৫/০২/১১)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটস-এ ১৭৯ সাবওয়ের এফ ট্রেন এবং লং আইল্যান্ড বাস স্টেশনের কাছাকাছি অনেক বড় ১ বেডরুম, আলাদা কিচেন ও বাথরুমসহ বেসমেন্ট এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন/দুইজন অধুমপায়ী কর্মজীবি অগ্রাধিকার।

ফোন : ৯২৯-৪৩৮-৮১৯৯ (সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা)

(০৯/০৫/০১/০৯)

House for Rent

4 Bedrooms, 2 baths on 93rd Ave, 170 street, Jamaica.

4 beds, 2 baths on 206 st Bronx, near subway.

2 beds on 105th Ave, 177 street, Jamaica.

3 rooms in basement in Hollis.

We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 programs.

Call:347-465-3220

Kamruz Zaman Baccu

Island Advantage Realty

Basement for Rent

Jamaica 1 bed with living 1 bath basment for rent , newly renovated . All utilities includes $1500 1 or 2 people only. Location:- 108-41 171st Pl, Jamaica, NY 11433

Contact:- 929-355-1461

(09/12/02/03)

Apartment for Rent

Apartment for Rent

Two bedrooms with small living area apt in 2nd floor is for rent in 85 Ave in Jamaica hills immediately.

Call : 929-615-8203

(09/05/01/05)

বেসমেন্ট ভাড়া

১১৪-৫০, ১৪৫ স্ট্রিট, জ্যামাইকায় বেসমেন্টে ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। স্বামী/স্ত্রী, দুইজন পুরুষ বা মহিলা অগ্রাধিকার। বাস স্টপ নিকটে।

ফোন : ৯১৭-৯১৩-৬৪২৫, ৬৪৬-৭৫৩-৪১৮৭

(০৯/০৫/০২/১৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইডে ৯০এভিনিউ ও ১৮৬ স্ট্রিট, এফ ট্রেনের স্টেশনের কাছে দ্বিতীয় তলায় ২ রুম, কিচেন, ডাইনিং ও বাথরুমসহ বাসা ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।

ফোন : ৬৪৬-২৬১-৩০৪০, ৬৪৬-২৬১-৩০৩৯

(০৯/০৫/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

জামাইকা ১৬৯ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউ, ঝ ট্রেনের সাথে, ৩ তলায়, ৩ বেডরুম ও ১.৫ বাথরুম, সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বাসা।

যোগাযোগ: ৯১৭-৪৪৩-৬৩৯৪

(০৮/২৯/০১/১৩)

পূর্বাচলে প্লট বিক্রি

ঢাকার আধুনিক নতুন শহর পূর্বাচল, ১ নং সেক্টরে ৩০০ফিট রাস্তা থেকে নেমে বাম দিকে নীলা মার্কেটের প্রবেশের আগেই সাড়ে সাত কাঠার একটি প্লট সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হবে। আলোচনায় বিস্তারিত বলা হবে।

646-339-1484

সেমি-বেজমেন্ট ভাড়া

কুইন্সে লাগুয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ২ বেডরুমের বেজমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার সন্নিকটে Q19, Q49, Q23 বাসস্ট্যান্ড।

বাসার ঠিকানা: 27-19 Kearney Street, East Elmhurst, NY 11369

যোগাযোগ

CELL: 718 340 9571 & 646 785 5573

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৯ স্ট্রিট সাবওয়ের পেছনে স্টুডিও ও দুই বেডরুম এবং তিন বেডরুমের বাসা আগামী ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৯১৭-৭৮৩-০৩৪৮

(০৯/১২/০১/২১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় কুইন্স হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ১৬১ স্ট্রিটে প্রাইভেট হাউজের ১ম তলায় একটি ২ বেডরুম ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই বাস স্টপ।

ফোন : ৪৬৯-৮৮৮-৩৮৫৩

(০৮/১৫/০৩/১১)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইডে ৫৫ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিনিউতে ৩ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুম, ২ বারান্দাসহ বাসা সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া হবে। ৭ ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে। ভাড়ার সঙ্গেই গ্যাস ও হিট বিল।

ফোন : ৯১৭-৪৯৮-২৭৬৫

(০৮/২৯/০২/১৬)

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের হবার্ট এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার বড় স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ১২০০ ডলার। ৬ ট্রেনের বিউরি স্টেশন ও বিউ-৫০ ও বিএক্স-৮ বাস স্টপ বাসার কাছেই। দুই ব্যাচেলর বা স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।

ফোন : ৩৪৭-৩১৯-০৮২৯

(০৮/২৯/০২/০১)

বাসা ভাড়া

Jamaica, 103-15 Remingtou street-এ ৫ বেডরুম, ১টি ফুল বাথরুম, একটি হাফ বাথরুম বিশিষ্ট ২য় তলা বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৬৪৬-২২০-৫৮৮৮

(০৮/২৯/০২/০৬)

বাসা ভাড়া

ব্রুকস মরিস পার্ক এলাকায় ১ বেডরুম ও ফুল বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। গ্রোসারি, সাবওয়ে, বাসস্টপ হাটাপথ দূরত্বে। ফিমেল অগ্রাধিকার।

৯১৭-৬০০ ৬৭৪৯

(০৯/০৫/০২/২০)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেন, হিলসাইডের সন্নিকটে দুই বেডরুম, কিচেন-বাথ লিভিং-সহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।

ফোন : ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪

(০৯/০৫/০১/১২)

বাসা ভাড়া

Jamaica, 103-15 Remingtou street-এ ৫ বেডরুম, ১টি ফুল বাথরুম, একটি হাফ বাথরুম বিশিষ্ট ২য় তলা বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : ৬৪৬-২২০-৫৮৮৮

(০৮/২৯/০২/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২১৫ স্ট্রিট ও হিলসাইড এভিনিউতে প্রাইভেট বাসার বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ১/২ জন ব্যাচেলর অগ্রাধিকার। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : ৬৪৬-৭৮৫-৫৩৫৬

(০৮/২৯/০২/০৭)

বেসমেন্ট ভাড়া

১১৪-৫০, ১৪৫ স্ট্রিট, জ্যামাইকায় বেসমেন্টে ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। স্বামী/স্ত্রী, দুইজন পুরুষ বা মহিলা অগ্রাধিকার। বাস স্টপ নিকটে।

ফোন : ৯১৭-৯১৩-৬৪২৫, ৬৪৬-৭৫৩-৪১৮৭

(০৮/২৯/০২/১২)

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
জ্যামাইকার ১১০-২৯ ১৫৯ স্ট্রিটে পরিবারের সাথে ৩য় তলায় (এটিক) একটি রুম এবং একটি ছোট রুম যথাক্রমে ৮০০ এবং ৭০০ ডলারে একেক রুম একজনকে ভাড়া দেওয়া হইবে। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। কিচেন এবং বাথরুম শেয়ার। 110-29 159th Street, Jamaica, NY 11433
যোগাযোগ : ৭১৮-৮০৮-৫৯৪৯, ৯১৭-৬০৫-৪৫২৫
(০৯/১২/০২/০৪)

রুম ভাড়া
৩৯-১২, ৬২ স্ট্রিট উডসাইডের একটি এপার্টমেন্ট বাসায় ১টি ছোট রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ২ জন কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯২৯-৪৫৩-৭৯৮১
(০৯/১২/০০/০২)এ

রুম ভাড়া
এল্মহার্স্টের প্রাইভেট বাসায় এম, আর ৭ ট্রেন একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি দুইজন মানুষের কাছে। রুম অনেক বড়।
ফোন : ৩৪৭-৮৩৭-৪৩৪৬
(০৯/১২/০২/০৮)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও পারসন বুলেভার্ডে এফ ট্রেনের সাবওয়ের এক ব্লকের মধ্যে রুম ভাড়া হবে। একজন বা দুইজন কর্মজীবি মেয়ে অগ্রাধিকার।
ফোন : ৯২৯-৪২৪-৮৬০৪
(০৯/০৫/০১/০৭)

রুম ভাড়া
আগামী অক্টোবর ১তারিখ এস্টোরিয়া ৩৬ এভিনিউ ইস্টানওয়ে ইস্ট, অধুমপায়ী ২জন ব্যাচেলরের নিকট একটি বড় রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৬৪৬-৩৩৮-৮১৩২, ৩৪৭-৫৯৬-০৭১০
(০৯/১২/০০/১১)এ

রুম ভাড়া
আগামী ১ অক্টোবর থেকেএল্মহার্স্টের এক রুম ভাড়া হবে। অথবা দুই জন রুমমেট আবশ্যক। এম ও আর ট্রেনের সাবওয়ে থেকে ৫ মিনিটের দুরত্ব। ৮৬-২২ ভোল্গান এভিনিউ, এপার্টমেন্ট ২জে, এল্মহার্স্ট।
ফোন : ৩৪৭-৮০৬-৪২৯২, ৯২৯-৬৪১-৯৭৪৫
(০৯/১২/০০/১০)এস

রুম ভাড়া
জ্যামাইকায় পারসন বুলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে রুম ভাড়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের জন্য।
ফোন : ৭১৮-৮২০-২৬০২
(০৯/০৫/০২/০৪)

রুম ভাড়া
এল্মহার্স্টের এম, ৭ ও আর ট্রেনের কাছে একটি মাস্টার বেডরুম ২ জন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ১২৫০ ডলার।
ফোন : ৯২৯-৪৯৪-৬১৩৮, ৩৪৭-৯৪৪-৪২৭০
(০৯/০৫/০২/১২)

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় এ/সি ট্রেন, কিউ-৭, কিউ-৮ বাস, মসজিদ, গ্রোসারি সংলগ্ন প্রাইভেট বাড়ির একটি রুম দুইজন অধুমপায়ী ধার্মিক ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৪৫১-৬৪১৪
(০৯/০৫/০২/২২)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেন, হিলসাইডের সন্নিকটে একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬, ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪
(০৯/০৫/০১/০৭)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকায় এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১টি বড় রুম শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৮২-২৯৪২
(০৮/২২/০৩/০৬)

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসে ৭৭-১০-৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ৩ তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্টের ১টি রুমের জন্য আগামী ১ সেপ্টেম্বর-২০২৫ থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইন্টারনেট, লিফট, ও লন্ড্রির ব্যবস্থা আছে।
ফোন : ৯২৯-২৩৫-২০৬৫, ৯২৯-৬০৫-৮৪১৯
(০৮/২৯/০২/১৪)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের ৯০ স্ট্রিট এবং ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্টে ৪র্থ তলায় এছাড় একরুমে একজন রুমমেট আবশ্যক, ভাড়া বিলসহ ৪০০ ডলার। এছাড়া একটি রুম বিলসহ ৭৭৫ ডলারে ভাড়া দেওয়া হবে। এখনই ভাড়া দেওয়া হবে, চলতি মাস হতেই থাকা যাবে। এলিভেটর আছে।
ফোন : ৯২৯-৩৪৬-৯১৫৬
(০৮/২৯/০২/১৭)

TLC Car Sale

TLC প্লেটসহ একটি
ইয়েলো ক্যাব বিক্রি হবে।
917-770-1341

জাইরো গাড়ি বিক্রি

এক বছরের পারমিটসহ সম্পূর্ণ নতুন, টিপটপ কন্ডিশনের একটি জাইরো গাড়ি বিক্রি করা হবে।
ফোন : **347-695-5407**

জ্যাকসন হাইটসে অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রিটে দোতলায় অফিস ভাড়া হবে, সেপ্টেম্বর মাস থেকে।
ফোন : **347-656-5106**

জাইরো কার্ট ভাড়া

সিটিওয়াইড একটা
জাইরো কার্ট ভাড়া
দেওয়া হবে,
পারমিট সহ।
-ফোন-
৩৪৭-২৮৫-২১৪০
(০৮/২৯/০২/১১)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে কল করুন
646-267-7751।

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি / ড্রাইভার আবশ্যক

Car For Sale
Nissan Rough-2016, Burgandy Color, Milage 120,000, Warking Air Condition Car Is for Sale. Extra 2 Seats in back row. Well Maintainance, Good Condition.
Phone : 917-603-1628
(09/05/01/15)

Car For Sale
Two Tip-top condition Car is for sale.
Nissan, Model-N-20(Wav)-2016, Plate Private, Milage-1,98,000, Price-$12,500.
Toyota Prius High breed. Year 2014, Plate-Regular, Milage- 1,82,000, Price-$8,500.
Please Call For details
Phone : 917-250-2356
(08/29/02/15)(Card25)

Yellow Taxi Rent

Brand New Yellow Taxi For Rent. Toyota SIENNA-2025, Zero Milage
917-691-7721

Yellow Taxi Rent

একটি নতুন র‍্যাম-ফোর্ড ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। পার্ট টাইম/ফুলটাইম। কুইন্স এলাকা।
ফোন : ৩৪৭-৯৩৫-৪১৯৬

Green Taxi Cab Rent

Toyota Camry Hybrid-2014 Green Cab for rent. Rent $400 Weekly Or Long Term Lease. Insurance : Hereford Insurance Company. Meter Verifone. Car is Located in Queens. You must have Bank Account & EZ-PASS.
718-737-1154 (Call or Text)

বাড়ি বিক্রি

বাড়ি/ কন্ডো বিক্রি
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে ৪ ফ্যামিলি + বেসমেন্টে ২টি এপার্টমেন্ট বিক্রি হবে, ১৭১৫ সেইন্ট পিটারস এভিনিউ। মূল্য ১,৫৫০,০০০ ডলার।
লং আইল্যান্ডের ভ্যালিস্ট্রিমে ৫ বেডরুম, ৪ বাথরুমের বাড়ি বিক্রি হবে। মূল্য ৬৭০,০০০ ডলার।
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

কুইন্স বাড়ি বিক্রি
কুইন্স হলিসে ব্রিকস রেনোভেটেড ৪ বেডরুম ডুপ্লেক্স ১ম ও ২য় তলায় নতুন তিনটা বাথরুম ও কিচেন, গ্রানাইড কাউন্টার টপ, পার্কিং, ওয়াকিং বেসমেন্ট, সেপারেট এপার্টমেন্ট বাথরুমসহ বাড়ি বিক্রি হবে। দাম ৭৫৫০০০ ডলার। Abdus Salam
ফোন : ৯১৭-৪১৫-৮৪৭৫
(০৯/১২/০১/০৯)

House For Sale
4 Falimy + 2 Units in Basement at 1715 Saint Peter's Ave, Bronx, NY 10462 For Sale. Asking Price $1,550,000.
One Family in Jamaica, Queens, behind York College, Asking price $575,000.
We Have 100+ Bank owned house In Queens, Brooklyn, Long-Island and Bronx.
Call:347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়

(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN

NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক (পুরুষ) আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203(10am-7pm)

গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক

ব্রুকলিনে প্রিন্টিং স্টোরে কাজের জন্য (ইলাস্ট্রেটর, ফটোশপ ও মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও বাংলা টাইপ জানা) ২ জন অভিজ্ঞ গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং ১ জন মোবাইল সার্ভিসিং কাজ জানা লোক আবশ্যক।

646-934-4062

লোক আবশ্যক

জ্যামাইকার একটা হোলসেল কোম্পানিতে ডেলিভারি কাজে লোডিং আনলোডিং এর জন্যে একজন পুরুষ লোক আবশ্যক।

917-497-8397

লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে গ্যাস স্টেশনের জন্য একজন দক্ষ ও কর্মঠ ক্যাশিয়ার আবশ্যক। কাজের জায়গার পাশেই থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

561-827-3966

কুরআন শিক্ষা

অনলাইনে কুরআন মাজীদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া বাচ্চাদের সরাসরি কোরআন মাজীদ ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়।

* ফ্রি ট্রায়াল ক্লাসের সুযোগ * লাইভ টিচার
* সুবিধামতো টাইম ফিক্সড * ওয়ান টু ওয়ান ক্লাস
* তাজদীদ সহকারে পাঠদান * ক্লাস শেষে ভিডিও রেকর্ড

347-872-4577

পাত্র /পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সী পাত্রের জন্য অনূর্ধ ৪০ বছরের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই।
ফোন : ৫১৬-৭২৮-৭৩০৭
(০৯/০৫/০৫/০৫)

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৪ বছর বয়সী সিটিজেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছর হতে হবে। টুরিস্ট ভিসায় আসা পাত্রী হলেও সমস্যা নেই। গার্জিয়ানরা সরাসরি বায়ো ডাটা পাঠান বা যোগাযোগ করুন। খুলনা বিভাগ অগ্রাধিকার।
jamelm9876@gmail.com
ফোন : ৬৪৬-৭৮৯-৮৬৫২
(০৭/১৮/০২/০৮)

হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক

বাসার কাজের জন্য একজন মহিলা হেল্পিংহ্যান্ড দরকার। বাসা পরিস্কার, রান্না সহজ ভাবে করা, একটি সুন্দর পরিবারে কাজ করতে হবে। সপ্তাহে ২ দিন কাজ করতে হবে।
যোগাযোগ : ৯১৭-৬৩৫-২৯৯৮, ৪৬৯-৩৯৬-৫৮৭৫
(০৯/১২/০০/১০)এ

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত গ্রীনকার্ডধারী, মাস্টার্স, ৪৮ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য নিউইয়র্ক বা পার্শ্ববর্তী স্টেটে বসবাসরত পাত্রী চাই। বৃহত্তর সিলেটের পাত্রী হলে অগ্রাধিকার।

টেক্সট/ফোন : **(347) 238 7475**

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সিটিজেন, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ২৮ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রের বয়স ৩০-৩৫ বছর হতে হবে। একই সঙ্গে মার্জিত, ভদ্র ও উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। স্টুডেন্ট অথবা গ্রিনকার্ড স্ট্যাটাসের পাত্ররা যোগাযোগ করুন। (পাত্র ডিভোর্সী হলেও চলবে)। সিরিয়াস প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন ও ইমেইলে বায়োডাটা পাঠান।
allow1686@gmail.com

718-912-8057

পাত্র চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অনুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

929-235-2412(Nasrin)

পাত্র চাই

বাংলাদেশে অবস্থানরত, ঢাকার বাসিন্দা এমবিএ করা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, সুশ্রী, মুসলিম, পাত্রীর জন্য সিটিজেন পাত্র চাই।

516-288-9527, +8801717167306

কুরআন শিক্ষা

অর্থসহ ছহি-শুদ্ধভাবে নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন, নামাজ ও মাছলা-মাছায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর ও বয়স্করা পড়তে পারেন।

267-206-4162

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

সেমিবেসমেন্টে রুম ভাড়া

১৪৬-১৫ ১০৬ এভিনিউ, জ্যামাইকায় সেমিবেসমেন্টে ৩ বেডরুমের ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। **Airtrain, E, J, Z** থেকে ৮ মিনিট ওয়াকিং। বাথ কিচেন শেয়ার। (মহিলা অগ্রাধিকার)

যোগাযোগ : **929-435-7194**

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

40-16 74th street Elmhurst, NY 11373

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : **৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮**

GOLDEN AGE HOME CARE
PRESENTS
POWERED BY:
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
SUNDAY
OCT 12, 2025
7.30-11.00 PM
REGULAR: $55 SILVER: $65 GOLD: $75
PREMIUM: $85 VIP: $150 VVIP: $300
SCAN FOR TICKET
Rythms of
ANUPAM ROY
SATURDAY
OCT 18, 2025
7.30-11.00 PM
REGULAR: $45 SILVER: $55 GOLD: $60
PREMIUM: $70 VIP: $150 VVIP: $200
SCAN FOR TICKET
Rythms of
THE NIGHT
Design By: ihopeprint.com, 929-538-7903
LAGUARDIA PERFORMING ARTS
31-10 Thomson Avenue, Long Island City, NY 11101
For More Information: 929-538-7903, 347- 744-8089
Media Partner:
ORGANIZE BY:
Galaxy media
AYAR ENTERTAINMENT

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 12 September 2025, Issue 887, www.ajkalnewyork.com

জাহেদ উর রহমান-এর কলাম
ডাকসু ও জাতীয় নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ কি 'বস্তাপচা' ইস্যু
১০ পৃষ্ঠায়

রাজু আহমেদ-এর কলাম উগ্রতার মুখে ইসলামের সৌন্দর্য
০৫ পৃষ্ঠায়

মো. কায়ছার আলী-এর কলাম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস এবং সামান্য কথন
০৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির খেতাব হারিয়েছেন ইলন মাস্ক

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির খেতাব হারিয়েছেন টেসলার মালিক ইলন মাস্ক। ওরাকলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের কাছে তিনি হেরে গেছেন। ব্লুমবার্গের মতে, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওরাকলের এলিসনের সম্পদ ১০১ বিলিয়ন ডলার লাফিয়ে ৩৯৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে যায়। এখন যা মাস্কের মোট সম্পদের ৩৮৫ বিলিয়ন ডলারকে ছাড়িয়ে গেছে। ওরাকল (ওআরসিএল) এআই গ্রাহকদের কাছ থেকে তার ডেটা সেন্টারের সক্ষমতার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা জানিয়েছে, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে স্টক চালু করেছে। বুধবার শেয়ারগুলি ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ১৯৯২ সালের পর থেকে স্টকের বৃহত্তম একক দিনের লাভ ছিল।

সর্বশেষে জানা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির খেতাব আবার পুনরুদ্ধার করেছেন ইলন মাস্ক। গত বুধবার কিছু সময়ের জন্য ওরাকলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন এই স্থানটি দখলে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা তার হয়নি। তাকে ধাক্কা দিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন ইলন মাস্ক। ওরাকলের শেয়ারের দামে হঠাৎ উত্থান ঘটে কোম্পানির এআই অবকাঠামো সেবার চাহিদা বৃদ্ধির কারণে। এ ঘটনা এলিসনকে শীর্ষ ধনী বানিয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য।

সিইও সাফরা ক্যাটজ মঙ্গলবার শেয়ার বাজার বন্ধ হওয়ার পরে ঘোষণা করেছিলেন যে ওরাকল ত্রৈমাসিকের সময় গ্রাহকদের সাথে চারটি বহু বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং তিনি আগামী মাসগুলিতে আরও বেশ কয়েকটি স্বাক্ষর করার আশা করছেন। সেই বৈদ্যুতিক পূর্বাভাসটি ওরাকলের অবকাঠামোর মূল এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

গাউসিয়া কমিটি নিউইয়র্কের মিলাদুন্নবী পালন

আজকাল রিপোর্ট

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে যথাযোগ্য মর্যাদায় মিলাদ ও মাহফিলের আয়োজন করে গাউছিয়া কমিটি, নিউইয়র্ক শাখা, ইউএসএ। গত ৫ সেপ্টেম্বর, মাগরিবের পর নবান্ন রেস্টুরেন্টে এ মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে হামদ-নাত পরিবেশন করে এবং মহানবীর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিশ্ব মানবতার শান্তি, দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে কর্মসূচি হিসেবে ছিল জিকিরে মোস্তফা মাহফিল, পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

তৃতীয় দেশে গিয়ে মার্কিন ভিসার আবেদনে নিষেধাজ্ঞা

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিদেশিদের ভিসার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের নাগরিকদের ভিসার সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করতে হবে নিজেদের দেশ থেকে। ভিসার দীর্ঘ লাইন এড়াতে অন্য কোনো দেশে গিয়ে দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার সুযোগ আর থাকছে না। এই নিয়মটি বিশ্বজুড়ে কার্যকর করা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এখন থেকে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

আজকাল রিপোর্ট

কাতারে হঠাৎ করে ইসরায়েলের বিমান হামলার নিন্দা সবদিকে চলছে। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজাক হার্জগ লন্ডন সফর করছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের সাথে দেখা করার আগে অত্যন্ত বিতর্কিত সফরের অংশ হিসাবে যা কিছু রাজনীতিবিদদের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। গত বুধবার স্টারমারকে লেখা একটি চিঠিতে, যুক্তরাজ্যের ৬০ জনেরও বেশি এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র থেকেই সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স বাংলাদেশে

আজকাল রিপোর্ট

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ৯ দিনে এক বিলিয়ন ডলারের (১০১ কোটি ৮০ লাখ ডলার) রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ১২ হাজার ৪২০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)। গত বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এবারও সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র জানান, সেপ্টেম্বরের ৯ দিনে ১০১ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। যা গত বছরের এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিউজার্সিতে পালিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নিউজার্সি স্টেট-এর উদ্যোগে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ৬ সেপ্টেম্বর পালিত হয়েছে। তিন শতাধিক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে আনন্দ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়েছে। এই আয়োজনে বিএনপির আন্দোলন, সংগ্রাম, গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতিক হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম রিভার ক্রুজের আয়োজন সবার কাছে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটিতে বেঙ্গল ক্লাবের ক্যারম টুর্নামেন্ট

আজকাল রিপোর্ট

নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটির বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে ওপেন ক্যারম (দ্বৈত) টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ও বুধবার সিটির আর্কটিক এভিনিউতে সংগঠনের নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত এই ওপেন ক্যারম (দ্বৈত) টুর্নামেন্টে মোট ষোলোটি দল অংশগ্রহণ করে। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ওপেন ক্যারম (দ্বৈত) টুর্নামেন্টে রুবেল - তমাল জুটি রহমান বাবুল - মামুন জুটিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন। চ্যাম্পিয়ন জুটিকে দুইশত এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 887 | 12 September 2025

সাহিত্য পাতায় এইচ বি রিতা'র কবিতা সবকিছু উড়ে গেছে
>> ২০ পাতায়

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের উদ্যোগে 'ঈদে মিলাদুন্নবী' অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

হযরত মোহাম্মদ (সা) এর জন্মদিন ঈদে মিলাদুন্নবীতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল হলিডে ঘোষণার দাবি করেছেন বাংলাদেশি ইসলামিক স্কলাররা। গত ৮ সেপ্টেম্বর গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার কর্তৃক আয়োজিত নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় ও বৃহৎ ঈদে মিলাদুন্নবীর মিলাদ মাহফিলে এ দাবি করা হয়। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের ধর্মপ্রিয় মানুষরা উপস্থিত ছিলেন। মিলাদ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের সিইও, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি একটিভিস্ট শাহনেওয়াজ। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের পরিচালক ও নিউইয়র্ক ডিস্ট্রিক্ট ২৫-এর কাউন্সিলর মেম্বার পদপ্রার্থী শাহ শহীদুল হক ও ইমাম কাজী কাইয়্যুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন উডসাইডের আহলে বাইত মসজিদের ইমাম শাইখ মোতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী।

তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা। তার সমকক্ষ কেউ নেই। রাসূল (সা) তার সৃষ্টি। কিন্তু তিনি আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চা এরপর ৮ই পৃষ্ঠায় আরো ছবি ৩০ পৃষ্ঠায়

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার প্রেজেন্টস

আতিফ আসলাম শো'তে হাজার হাজার শ্রোতার ভীড়

আজকাল রিপোর্ট

তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পি আতিফ আসলামের নাচে-গানে মুগ্ধ হলো নিউইয়র্ক প্রবাসীরা। গত ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শাহ নেওয়াজ গ্রুপের আমন্ত্রণে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড নাসাউ কলোসিয়ামের বিশাল অডিটরিয়ামে হাজার হাজার দর্শক শ্রোতাকে দুই ঘন্টা ধরে গান গেয়ে মুগ্ধ করে রাখেন পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পি। গত শনিবার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই তুমুল বৃষ্টি উপক্ষো করে দলে দলে শ্রোতারা অডিটরিয়ামের বাইরে হাজির এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায় আরো ছবি ৪৬ পৃষ্ঠায়

হোমকেয়ার নিয়ে গভর্নর ও পিপিএল'র অনিয়মে তদন্ত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেটের অন্যতম বৃহৎ ১১ বিলিয়ন ডলারের হোম কেয়ার প্রোগ্রাম সিডিপ্যাপ এখন প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের কাঠগড়ায়। যাতে জড়িয়ে পড়ছে পাবলিক পার্টনারশিপ, এলএলসি (পিপিএল) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এ কোম্পানি মূলত ভোক্তাদের জন্য হোম কেয়ার কর্মীদের পেমেন্ট সার্ভিস পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। নিউইয়র্কের সকল হোম কেয়ার ব্যবসায়ির ব্যবসা স্থগিত এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

গভীর শ্রদ্ধায় ৯/১১ স্মরণ

আজকাল রিপোর্ট

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে যে বর্বর ও ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছিল তাতে নিহতদের স্মরণ করেছেন এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

শাহ নেওয়াজ গ্রুপে নতুন মুখ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের অন্যতম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনতে গ্রুপটিতে যুক্ত হয়েছেন এক ঝাঁক নতুন মুখ। এছাড়া কয়েকজনকে পদোন্নাতিও দিয়েছে গ্রুপটি। নতুন মুখের মধ্যে রয়েছেন সাবেক ফুটবলার আবু জোবায়ের দারা, সিনিয়র সাংবাদিক ফরিদ আলম, ফটো-সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী। পদোন্নতি পেয়েছেন অনিক রাজ, রাসেল ভূঁইয়া, সাদমান নেওয়াজ (জাহিন), সাদিয়া নেওয়াজ (জারিন) ও বেলাল আহমেদ। সাবেক ফুটবলার আবু জোবায়ের দারা, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের ওভারসিজ ডাইরেক্টর এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি শামীম ও সম্পাদক পিন্টু

আজকাল রিপোর্ট

নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতি অব উত্তর আমেরিকা ইন্ক এর ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর রোববার জামাইকাস্থ একটি পার্টি হলে এ বিষয়ে এক সভার এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সাইফুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

আজকাল ডেস্ক

বাংলাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী নিউইয়র্কে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সাইফুর রহমান স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র গত ৮ সেপ্টেম্বর ব্রঙ্কসে আল আসকা রেষ্টেরেন্টে আলোচনা সভা ও দোয়া এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

জাকসু নির্বাচন

ছাত্রদলসহ পাঁচ প্যানেলের বর্জন

ঢাকা অফিস

অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, ভোট ও ফল বর্জনের মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। ৩৩ বছর পর হওয়া এই নির্বাচনে অভিযোগ উঠেছে নানা অনিয়মের। ছিল নানা বিশৃঙ্খলা। ভোটারের আঙ্গুলে কালি ব্যবহার না করা, কালি ব্যবহার করা হলেও তা উঠে যাওয়ার অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। জালিয়াতির নানা অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছে ছাত্রদলসহ ৫টি এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ফান্ড রেইজিং : ৪ লাখ ডলার সংগৃহিত

আজকাল রিপোর্ট

জ্যামাইকায় জেএমসির ভবন সম্প্রসারণ কাজের জন্য বিশেষ ফান্ড রেইজিংয়ে ৪ লক্ষাধিক ডলার সংগৃহিত হয়েছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) প্রতিষ্ঠার তিন দশক পরেও এর উন্নয়ন এগিয়ে চলছে। মূল ভবনটি চতুর্থ এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

পূর্বাচলে প্লট বিক্রি
ঢাকার আধুনিক নতুন শহর পূর্বাচল ১ নং সেক্টরে ৩০০ ফিট রাস্তা থেকে নেমে বাম দিকে নীলা মার্কেটের প্রবেশের আগেই সাড়ে সাত কাঠার একটি প্লট সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হবে।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
৬৪৬-৩৩৯-১৪৮৪ / ৬৪৬-৩২২-২৭০৫

নেপালের আগুনের স্ফুলিঙ্গ ভারতে ছড়াতে পারে!

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিবেশি নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছাত্র-জনতার উত্তাল আন্দোলনে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন দুর্নীতিবাজ প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বরের আন্দোলনে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, আমলা, সরকারের এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউজের গ্রান্ড ওপেনিং ১৫ সেপ্টেম্বর

আজকাল ডেস্ক

আমেরিকার ফ্যাশন দুনিয়ায় নতুনত্ব-বৈচিত্র ও চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে নিউইয়র্ক ফ্যাশন হাউজ । যেখানে থ াকবে এরপর ২৫ পৃষ্ঠায়

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

ইস্ট এলমহার্স্টের আবু হোরায়রা মসজিদের সন্নিকটে হালাল বাংলাদেশী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ফ্রেশ মাছ -মাংস ও ফল মূলের বিশ্বস্ত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* আমরা EBT গ্রহণ করি
* ক্রেতাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
৩১ এভিনিউ গ্রোসারি এন্ড ৯৯ সেন্ট স্টোর
৮০-০৫, ৩১ এভিনিউ , ইস্ট এলমহার্স্ট
সিইও : নাদিম হোসেন
ফোন : ৭১৮-২১০-১৯৯৬ / ৬৪৬-৭২৬-৮২১০

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. · STEINWAY ST. · 25 AVE · 49ST · 50ST · BROOKLYN QUEENS EXPY. W
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী ষ্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
▷ ALL CHOICE ENERGY
▷ WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
▷ BALAKA 3STAR STAFFING
▷ MERCHANT SERVICES
▷ NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

আপনার স্বপ্ন পূরণের লাইসেন্স রিয়েলেটর
WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Mohammed F Alam (Firoz Mahmud)
Licensed Realtor Salesperson
Cell: 718-690-1383
Office: 718-899-7000
E-mail: firozstw84@usps.gov
firozmahmud71@gmail.com
81-15 Queens Blvd. Elmhurst, NY 11373
Buying * Selling * Investment * Auction * Rent
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com